NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

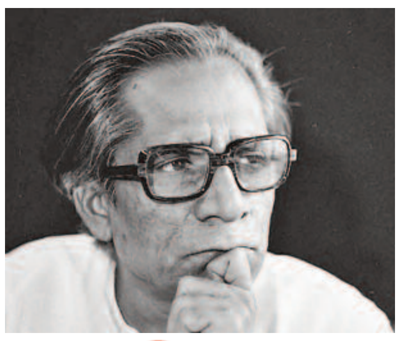

৪ আজ শতবর্ষে পা রাখলেন লেখক, সম্পাদক রমাপদ চৌধুরী

জলসা শুনে ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ যুবক, গঠন মেডিক্যাল টিম ৬

কলকাতা ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ ১১ পৌষ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৯৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 28.12.2023, Vol.17, Issue No. 196, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

নতুন মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব হচ্ছেন বর্তমান স্বরাষ্ট্র সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা। বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ১৯৮৯ ব্যাচের আইএএস আধিকারিকের নাম পরবর্তী মুখ্যসচিব হিসাবে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যসচিব হিসাবে রাজ্যের দুঁদে আমলা হিসাবে পরিচিত বিপি গোপালিকার নাম চূড়ান্ত হলেও স্বরাষ্ট্রসচিব পদে কাকে বসানো হবে তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। নবান্ন সূত্রে খবর, স্বরাষ্ট্রসচিব হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন ১৯৯০ ব্যাচের আইএএস বিবেক কুমার এবং ১৯৯১ ব্যাচের আমলা মনোজ পন্থ। বিবেক কুমার বর্তমানে বন দপ্তরের সচিব পদে রয়েছেন। আর মনোজ পন্থ রাজ্যের অর্থ সচিবের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। আগামী ৩১ ডিসেম্বর অবসর নিচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী।

রাজ্য সরকারি কর্মীদের আরও ছুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটির তালিকায় এবার যুক্ত হল আরও তিনটি দিন। অর্থাৎ বছরে তিন দিন ছুটি বাড়ল সরকারি কর্মীদের। মঙ্গলবার রাজ্যের অর্থ দপ্তরের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এই ছুটির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই ছুটিগুলি নিয়ে অনেকদিন ধরেই দাবি ছিল সরকারি কর্মীদের। নতুন বছর থেকে মিলবে সেই ছুটিগুলি। শুধুমাত্র রাজ্য সরকারি দপ্তরের কর্মীদের জন্য নয়, বিমা সংস্থা ও ব্যাংকের কর্মীরাও এই তালিকায় থাকা ছুটিগুলি পাবেন। তালিকা অনুযায়ী, বছরের প্রথম দিনেই ছুটি পাবেন রাজ্যের সরকারি কর্মীরা। অর্থাৎ ১ জানুয়ারি থাকছে ছুটি। এছাড়া জন্মাষ্টমী ও ছট পুজোতেও ছুটির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট বা এনআই অ্যাক্ট অনুযায়ী, এই ছুটি দেওয়া হচ্ছে। জন্মাষ্টমীর ছুটি থাকছে ২৬ অগস্ট ও ছটপুজো থাকবে ৭ নভেম্বর। এতদিন পর্যন্ত এনআই অ্যাক্ট অনুযায়ী, রাজ্য সরকারি কর্মীরা পেতেন ২১টি ছুটি। এবার তা বেড়ে হল ২৪। স্বাভাবিকভাবেই এই খবরে খুশি সরকারি কর্মীরা। ব্যাংক কর্মীরাও খুশি।

গঙ্গাসাগর মেলায় পুন্যার্থীদের জন্য বিশেষ পরিষেবার ঘোষণা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবছরের গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হচ্ছে ১২ জানুয়ারি থেকে। বুধবার নবান্ন সভাঘরে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, আধিকারিক, নৌসেনা ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মুড়িগঙ্গায় যাত্রীবাহি ভেসেল পারাপারের সময় যদি ইন্টারনেট বা টেলিফোনের সিগন্যালের অসুবিধা হয় তবে ইসরোর সহযোগিতায় আলাদা ট্র্যাকিং সিস্টেম কে কাজে লাগানো হবে। আট নম্বর লট ও কচুবেড়িয়ার মধ্যে নদীতে ২০১৩ সালে একটি জাহাজ ডুবে যাওয়ার প্রেক্ষিতে নতুন চরা তৈরি হওয়ায় যাত্রী পারাপার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করে মেলার পরেই জাহাজটি তুলে ফেলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে আধিকারিক ও সেনা বাহিনীকে নির্দেশ দেন।

এদিন নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী ভিআইপিদের উদ্দেশে জানিয়ে দিয়েছেন, 'খুব প্রয়োজন ছাড়া পাইলট নিয়ে ভিআইপিদের প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। কারণ এত ভিড়ের মধ্যে যদি ভিআইপিরা যায়, তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে। এত মানুষের মধ্যে পাইলট নিয়ে যাওয়ায় সমস্যা হয়।' পাশাপাশি বাইরে থেকে আগত ভিআইপিদের উদ্দেশ্যে মমতা বলেন, 'বাইরের রাজ্যর ভিআইপিরা আসলে তাঁদেরও বলতে হবে যে, সাধারণ মানুষ হিসেবে যান তাতে সমস্যা নেই, কিন্তু পাইলট নিয়ে গেলে সেখানে সমস্যা হয়ে যাবে। আসতে যে কেউ পারেন।'

উল্লেখ্য, প্রতিবারের মতন মেলায় যাঁরা আসবেন, তাঁদের স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়টিতেও বরাবরের মতো গুরুত্ব দিয়েছেন মমতা। তিনি বলেন, 'গঙ্গাসাগরে আগত পুন্যার্থীদের জন্য থাকছে জলের ৬০ লাখ পাউচ। ৩০০ বেডের হাসপাতাল থাকছে। ১০০-এর বেশি অ্যাম্বুল্যান্স রাখা হচ্ছে। এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স রাখা হচ্ছে। শোলার ঘরগুলোতে অনেক সময় আগুন লেগে যায়। তার জন্য রয়েছে বিশেষ প্রস্তুতি।'

বর্তমানে গঙ্গাসাগর মেলার জন্য প্রস্তুতি এখন মধ্যগগণে। এবার শীত কম। তাই প্রশাসনের অনেকের ধারণা উত্তর ও পশ্চিম ভারত থেকে বিপুল সংখ্যক পুন্যার্থী এবারের সাগর স্নানের জন্য আসতে পারেন। তাই জোরকদমে চলছে গঙ্গাসাগরের প্রস্তুতি।

৯ থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় মেলায় আসা সব তীর্থযাত্রীদের জন্য ৫ লক্ষ টাকা করে দুর্ঘটনা বীমা থাকবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী আজ জানিয়েছেন। যাত্রী পরিষেবা দিতে এইবার মেলায় দুই হাজার ২৫০টি সরকারি বাস, ৩২টি ভেসেল, ১০০টি লঞ্চ চালানো হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। পাশাপাশি যাত্রী ভিড় সামাল দিতে পূর্ব রেলকে আরও বেশি করে ট্রেন চালানোর আবেদন করা হয়েছে। নিরাপত্তায় মেলার যাত্রাপথে বিভিন্ন জায়গায় এক হাজার ৫০০টি সিসিটিভি-র নজরদারি থাকবে।

আজ চাকলা ধামে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ চাকলা ধামে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী আসার আগেই তাই মন্দির চত্বর ছাড়াও এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। মন্দির সংস্কার করে নবরূপে ভক্ত ও পর্যটকদের সামনে হাজির হতে চলেছে। আজ সেই নবরূপের মন্দিরের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই তাঁর সফর উপলক্ষে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা ও মন্ত্রী-বিধায়করা বারবার পরিদর্শন সেরেছেন।

স্বাস্থ্য বীমার আওতায় এবার পঞ্চায়েত কর্মীরা

চা শ্রমিকদের জন্যও বড় ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে তাঁদের রাজ্য সরকারি স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে। বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের ৩০ হাজারের বেশি পঞ্চায়েত কর্মী ক্যাশলেস বীমার সুযোগ পাবেন। এছাড়াও চলতি বছরের শেষ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে নতুন পদ সৃষ্টি, নিয়োগ-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়ারদের পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত নতুন নীতিতেও অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা।

মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর রাজ্যের জল সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানান, এতদিন জেলা পরিষদের সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং অধস্তন ও ইঞ্জিনিয়াররা একই জেলায় একই পদে কাজ করতেন। এবার নীতি বদল করে তাঁদের অন্য জেলায় বদলি করার সংস্থান করা হচ্ছে। পাশাপাশি, তাঁদের কাজের নিয়মিত মূল্যায়ন করা হবে। মূলত, পঞ্চায়েত স্তরে কাজকর্মে আরও স্বচ্ছতা আনতেই এই নীতি বদল। মানস ভুঁইয়া বলেন, কোনও কর্মী বা আধিকারিক দীর্ঘদিন একই জায়গায় থাকলে নানা সমস্যা তৈরি হয়। নীতি বদলের ফলে কাজে স্বচ্ছতার পাশাপাশি গতিও আসবে।

মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বিধানসভায় চা শ্রমিকদের আবাসন প্রকল্প চা সুন্দরীর নিয়মে বদল আনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই সিদ্ধান্তেও সিলমোহর দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এর ফলে চা সুন্দরী প্রকল্পে এবার থেকে আর রাজ্য সরকার বাড়ি তৈরি করে দেবেনা। তার বদলে প্রাপকদের জমির পাট্টা দেওয়া হবে। সে সঙ্গে তাঁদের ধাপে ধাপে বাড়ি তৈরির জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। তবে যেসব বাড়ি ইতিমধ্যেই তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে তা শেষ করেই উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

বছরের শেষ মন্ত্রিসভার বৈঠকে একাধিক নতুন নিয়োগের সিদ্ধান্তও অনুমোদন করেছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের মানোন্নয়নে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে ৪০ টি নতুন শয্যা তৈরির সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানস বাবু জানান, রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে উৎকর্ষ কেন্দ্রের রূপ দিতে চায়। তাই সেখানে ক্রিটিক্যাল কেয়ারের উপযুক্ত কর্মী নিয়োগের পাশাপাশি দার্জিলিং পেড্রিয়াট্রিক মেডিসিন বিভাগের অধীন সিক নিওন্যাটাল কেয়ার ইউনিটে ২৬ টি পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫ টি চিকিৎসক, ২০ টি স্টাফ নার্স ও একজন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট-এর পদ সৃষ্টিতে অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। এর ফলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মানুষ উপকৃত হবেন। অন্যদিকে, ভূমি দপ্তরে কর্মী ঘাটতি সামাল দিতে ৪২৭ টি ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বৈঠকে। ব্লক স্তর থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত চুক্তির ভিত্তিতে এই কর্মীদের নিয়োগ করা হবে।

শ্মশানে মৃতদেহ সৎকারের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের নতুন নাম দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এখন থেকে তাঁরা সৎকার কর্মী হিসাবে পরিচিত হবেন। কলকাতা পুরসভার অধীনে বিভিন্ন শ্মশানে এরকম ৯ জন সৎকার কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে।

এমফিল-এ ভর্তি হয়ে লাভ নেই, শিক্ষার্থীদের সতর্কবার্তা ইউজিসির

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর: এমফিল বা 'মাস্টার অফ ফিলোজফি' ডিগ্রি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক করল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। একটি নোটিসে তারা জানিয়েছে, পড়ুয়ারা যেন কোনও ভাবেই এই পাঠক্রমে ভর্তি না হন। কোনও বিশ্ববিদ্যালয় এই পাঠক্রম পড়ানোর দাবি করলেও নয়। কারণ, এমফিল ইউজিসি অনুমোদিত পাঠক্রম নয়।

এত দিন ছাত্র-ছাত্রীরা যে কোনও বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাশ করার পর সেই বিষয়ে আরও এক বছরের অতিরিক্ত বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনা করতে পারতেন। যার পরে তাঁদের ওই বিষয়ে এমফিল ডিগ্রি দেওয়া হত। অর্থাৎ স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডির মধ্যবর্তী ডিগ্রি ছিল এটি। কিন্তু গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সাল থেকে এই ডিগ্রি থেকে অনুমোদন তুলে নেয় ইউজিসি।

এ ব্যাপারে অবশ্য আগেই বলা হয়েছিল জাতীয় শিক্ষা নীতিতে। ২০২০ সালে প্রণীত ওই নীতিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছিল, এমফিল ডিগ্রি 'বৈধ নয়'। পরে ২০২২ সালে ইউজিসি যখন জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করে, তখনই দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এই পাঠ্যক্রমে নতুন করে না পড়ানোর। এমনকী, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি না করার নির্দেশ দেয় কমিশন।

কিন্তু সেই নির্দেশ দিয়েও বন্ধ করা যায়নি এমফিল পাঠ্যক্রম। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এর পরও এমফিলে ভর্তি নেওয়া চালু রেখেছে। ইউজিসি সেই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সতর্ক করেছে পড়ুয়াদেরও।

একটি সরকারি বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন জানিয়েছে, 'আমরা জানতে পেরেছি, কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এমফিলের জন্য নতুন করে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তাই ইউজিসির তরফে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই পাঠ্যক্রমটিকে আর অনুমোদন করে না তারা।'

এ ব্যাপারে ২০২২ সালের ১৪ নম্বর ইউজিসি বিধির উল্লেখ করে কমিশন জানিয়েছে, নিয়ম না মানা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন অবিলম্বে ইউজিসির নির্দেশ মেনে ওই পাঠ্যক্রমে ভর্তি নেওয়া বন্ধ করে।

ফোরেক্স ট্রেডিং মামলায় ইডি হেপাজত

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর টিপি গ্লোবার এফএক্স-এর বেআইনি ফোরেক্স ট্রেডিং মামলায় মূল অভিযুক্ত বিরাজ সুহাস পাটিলকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। অর্থ তছরূপ মামলায় সোমবার মুম্বই থেকে সুহাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর পরিচয়পত্র পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ২০২১ সাল থেকে পাকাপাকিভাবে সেখানেই বসবাস করছিল সে। আদালতে পেশ করা হলে আগামী ২ জানুয়ারি পর্যন্ত সুহাসকে ইডি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

রাজ্য পুলিশের নতুন ডিজি হচ্ছেন রাজীব কুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: জল্পনার অবসান। রাজ্য পুলিশের নয়া ভারপ্রাপ্ত ডিজি হচ্ছেন ১৯৮৯ ব্যাচের আইপিএস আধিকারিক রাজীব কুমার। তিনি বর্তমান ডিজি মনোজ মালব্যর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব পদে রয়েছেন রাজীব কুমার। বুধবার ২৭ ডিসেম্বর অবসর নিচ্ছেন বর্তমান ডিজি মনোজ মালব্য। ভারপ্রাপ্ত ডিজির দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন রাজীব কুমার। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, রাজ্য পুলিশের শীর্ষে কাউকে বসানোর ক্ষেত্রে ইউপিএসসির অনুমোদন নিতে হয়। অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল (এডিজি) এবং ডিজি পদমর্যাদার অফিসারদের নাম, তাঁদের 'অ্যানুয়াল কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট (এসিআর)', সংশ্লিষ্টরা কর্মজীবনে কী কী দায়িত্ব পালন করেছেন-ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য পাঠাতে হয় ইউপিএসসি-তে। সেই তালিকা খতিয়ে দেখে যোগ্যতম তিনজনের নাম রাজ্য পুলিশের ডিজিপি পদের জন্য প্রস্তাব করে। সেই তিনজনের মধ্যে থেকে একজনকে ওই পদের জন্য বেছে নেয় রাজ্য। তবে ওই পদ্ধতি এড়িয়ে রাজ্য সরকার সিনিয়র যে কোনও আইপিএস অফিসারকে রাজ্য পুলিশের ডিজিপি পদে ভারপ্রাপ্ত হিসাবে নিয়োগ করতে পারে। বিদায়ী ডিজি মনোজ মালব্যর ক্ষেত্রে ওই পথেই হেঁটেছিল রাজ্য সরকার। পরে অবশ্য স্থায়ীভাবেই তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল। দুঁদে পুলিশ অফিসার হিসাবে পরিচিত রাজীব কুমার। স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের প্রধান হিসাবে জঙ্গি দমন থেকে শুরু করে অপরাধ দমনে তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে তিনি অনেক অপারেশনের নেতৃত্ব দিয়ে সাফল্য পেয়েছেন। খাদিমকর্তা থেকে রোমা ঝাওয়ার অপহরণ, মাওবাদী গ্রেপ্তারের কারণে সুনাম কুড়িয়েছেন। কলকাতার পুলিশ কমিশনার হিসাবেও যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব সামলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম আস্থাভাজন অফিসার হিসাবেই পরিচিত।

করোনার বাড়বাড়ন্তে কর্নাটকে ফের বাধ্যতামূলক আইসোলেশন

বেঙ্গালুরু, ২৭ ডিসেম্বর: দেশে অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা বাড়ছে। নতুন করে ভয় ধরাতে শুরু করেছে করোনা। এই পরিস্থিতিতে কোভিড আক্রান্তদের বাড়িতে ৭ দিনের আইসোলেশনে থাকা বাধ্যতামূলক করল কর্নাটক। মঙ্গলবারই এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের তরফে।

দেশে রবিবার পর্যন্ত জেএন.১ উপরূপে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬৩। সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্তদের মধ্যে বেশির ভাগই গোয়ার বাসিন্দা। সেখানে নতুন উপরূপে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৪ জন। ন'জন মহারাষ্ট্রের, আট জন কর্নাটকের, ছ'জন কেরলের, চার জন তামিলনাড়ুর, দু'জন তেলঙ্গানার বাসিন্দা। বিশেষজ্ঞেরা মনে করছেন, নতুন উপরূপ ততটা ভয়ঙ্কর নয়, তবে ছোঁয়াচে। তাই সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্র।

মঙ্গলবারই নতুন করে ৭৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন কর্নাটকে। এর মধ্যে ৫৭ জনই বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা। মৃত্যু হয়েছে দুজনের। এই পরিস্থিতিতে নড়েচড়ে বসেছে কর্নাটক স্বাস্থ্য দপ্তর। সরকারি ও বেসরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রে সংক্রমণ ধরা পড়লে ৭ দিন বাড়িতে থাকতে বলা হয়েছে। প্রতিদিন ৫ হাজার কোভিড পরীক্ষা করা হবে। তবে আপাতত নতুন বছরের উদযাপনে কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। অন্য রাজ্যে যেতেও বাধা নেই। কিন্তু যাঁদের কোমর্বিটি রয়েছে তাঁদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একই নিয়ম প্রযোজ্য বর্ষীয়ান নাগরিকদের জন্যও। কোনও শিশু জ্বর, সর্দিকাশিতে ভুগলে তাকে স্কুলে না পাঠানোর পরামর্শও দেওয়া হয়েছে অভিভাবকদের।

২ কোটি মহিলাকে লাখপতি বানানোর 'গ্যারান্টি' মোদির

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর: দেশের ২ কোটি মহিলাকে লাখপতি বানাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি! ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার আগে দেশবাসীকে বছরে ২ কোটি চাকরির স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। এক দশক বাদে ২০২৪ সালে ফের লোকসভা ভোট। ফের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার তাঁর প্রতিশ্রুতি দেশের ২ কোটি মহিলাকে আগামী দিনে তিনি লাখপতি বানাবেন।

বুধবার মধ্যপ্রদেশের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের একটি সমাবেশে ভার্চুয়ালি যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেই তিনি জানান, দ্রুত স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত দেশের প্রায় ২ কোটি মহিলাকে তিনি লাখপতি বানাবেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার অনেক দিনের স্বপ্ন স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ২ কোটি মহিলাকে আমি লাখপতি বানাব।' এর পর ভার্চুয়াল মাধ্যমে যে সব মহিলা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তাঁদের প্রশ্ন করেন, আপনারা সকলে লাখপতি হতে চান তো? তাতে সকলেই হাত তুলে সম্মতি দেন।

'মোদি কি গ্যারান্টি'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাবমূর্তিকে ভোটের ময়দানে ব্যবহার করতে নতুন শব্দবন্ধ তৈরি করেছে বিজেপি। বলা ভালো এই নয়া শব্দবন্ধ ব্যবহার করা শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেই। সদ্য শেষ হওয়া পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল মোদি কি গ্যারান্টি। যা ভোটবাক্সে বিজেপিকে ভালো ফল দিয়েছে। এবার লোকসভাতেও বিজেপির প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হতে চলেছে এই মোদি কি গ্যারান্টি। এদিন এই ২ কোটি মহিলাকে লাখপতি করার যে প্রতিশ্রুতি মোদি দিয়েছেন, তাতে গ্যারান্টি শব্দটি ব্যবহার করেননি। তবে তিনি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছেন, তৃতীয়বার ক্ষমতায় এলে সেটাই তাঁর উদ্দেশ্য হবে।

তবে প্রধানমন্ত্রীর এই গ্যারান্টি, বছরে ২ কোটি চাকরি এবং অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকার মতো হবে কিনা, সেটাই দেখার।

নাইট ক্লাবে বচসার জেরে জয়পুরে মহিলাকে গাড়ির চাকায় পিষে খুন!

জয়পুর, ২৭ ডিসেম্বর: নাইট ক্লাব থেকে বেরোতেই শুরু হয় বচসা। ঝামেলা চলছিল পার্কিং লটেও। সেখানেই গাড়ি চাপা দিয়ে মহিলাকে হত্যা করলেন এক যুবক। ভয়ংকর ঘটনার সাক্ষী হল রাজস্থানের জয়পুর শহর। অভিযুক্তের গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত আরও একজন। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়পুরের একটি নাইট ক্লাবের বাইরে ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার রাতে। গাড়ির চাকায় পিষে মৃত্যু হয়েছে আদতে মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা কর্মসূত্রে জয়পুরবাসী উমা সুথারের। নাইট ক্লাব থেকে বেরোনোর পর এক যুগলের সঙ্গে কোনও একটি বিষয়ে বচসা বাধে উমার। তুমুল তর্কাতর্কির পর নিজেদের গাড়িতে উঠে পড়েন যুগল। যদিও উমা এবং তাঁর সঙ্গী গাড়ির সামনে দুহাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাধা দেন। এর পরেই ভয়ংকর কাণ্ড করে স্টিয়ারিংয়ে থাকা মঙ্গেশ অরোরা নামের যুবক। উমা এবং সঙ্গী ব্যক্তির উপর দিয়েই গাড়িয়ে চালিয়ে দেয় সে। গাড়ির চাকায় পিষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় উমার। গুরুতর আহত হন সঙ্গী ব্যক্তি। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্ত মঙ্গেশ পরে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে যায়। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তাকে।

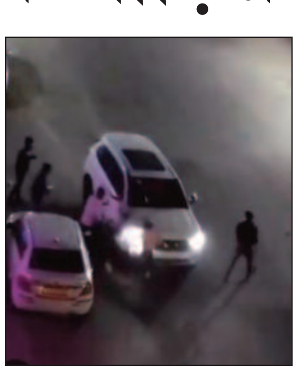

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২২/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৮২৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Gopal Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Purna Chandra Biswas ও P. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম-পদবী

গত ১৬/১২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৬৯৬৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Mukta Dey Sarkar D/o. Sunil Chandra Dey Sarkar, প্রথম বিবাহের পর Mukta Chowdhury W/o. Tapan Chowdhury, প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহের ফলে আমি নাম পরিবর্তন করি, বর্তমানে Mukta Das W/o. Debajyoti Das (যে নামটি বর্তমানে আমার সকল ডকুমেন্টে আছে) of 64 Haran Chandra Laha Lane, Suksanatan Tala, Chandannagar, Hooghly-712136, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Sk. Saddam Hossoin (Old Name) So Sk Mofijar Rahaman সাং নালিকুল পোঃ নালিকুল, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী অদ্য ইং ০১/১২/২৩ তারিখে চুঁচুড়া কোর্টের 1st Class জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রিটের ১৪২৯১ নং Affidavit দ্বারা Sk. Saddam Hussain (New Name) নামে পরিচিত হলাম। উক্ত Affidavit বলে Sk. Saddam Hossoin এবং Sk. Saddam Hussain একই ব্যক্তি।

ভ্রম সংশোধন

গত ইং ৭-১০-২৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে মিস (প্রোবেট) ১।২০২২ মামলায় রণজিৎ কুমার দহা সাহার স্থলে রণজিৎ কুমার সাহা পড়িতে হইবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

E-Tender

E- tender are invited by the Prodhan, Raghunathpur Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill+P.O.- Raghunathpur, Nadia. **NIET No.24, Last date of submission 30.12.2023 upto 6p.m and NIT No. 27, 28 & 29,** Last date of submission **10.01.2024 upto 9a.m.** visit **www.wbtenders.gov.in** And Sealed tender **NIT No. 25 & 26,** Last date of application **02.01.2024 upto 4p.m.** For details please contact to the Office.

Sd/- Prodhan,
Raghunathpur Gram Panchayat.

E-Tender

E- Tenders are invited by The Prodhan, Chhitka Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill & P.O- Chhitkadaspara, Nadia. **NIET No- ET-22/15TH FC (TIED)/ Chh/2023-24, ET-23/5TH FC (UNTIED)/ Chh/ 2023-24, ET-24/15TH FC (UNTIED)/Chh/2023-24,** Last Date of submission - **11.01.2023 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Chhitka Gram Panchayat.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৮ শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার । ১১ই পৌষ।দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা। বিংশোত্তরী বৃহস্পতির মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ। কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : আজ ২৮ শে ডিসেম্বর। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পূজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ বৃহস্পতিবার। অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন? আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধা। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : আজ ২৮ শে ডিসেম্বর। শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বুদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ব্যয় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে ।তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোল্ড্রিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। আজ গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ।কর্মে কালো পথ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দুর্গা মায়ের নাম করুন শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

বিজেপি-তৃণমূলের স্লোগান পাল্টা স্লোগানে তপ্ত টিটাগড় পুরসভা চত্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার পক্ষ থেকে বুধবার টিটাগড় পুরসভা ঘেরাও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। পুরসভায় চাকরি ও আবাস যোজনায় দুর্নীতি-সহ একাধিক ইস্যুতে টিটাগড় ব্রহ্মস্থানের কাছ থেকে এদিন তারা মিছিল করে পুরসভার গেটের সামনে জমায়েত হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা স্লোগান দিতে শুরু করেন। কিছুক্ষনের মধ্যেই পুরসভা গেটে জমায়েত হন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরাও। উভয় পক্ষের স্লোগান এবং পাল্টা স্লোগান ঘিরে রীতিমতো তপ্ত হয়ে ওঠে টিটাগড় পুরসভা চত্বর। অবশেষে টিটাগড় ও খড়দা থানার পুলিশ পৌঁছে তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দেয়। তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার যুব মোর্চার সভাপতি বিমলেশ তিওয়ারি বলেন, 'শাসকদল গুন্ডাবাহিনী পাঠিয়ে তাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি বানচাল করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রচুর সংখ্যক লোকবলের জমায়েত দেখে ওরা বিক্ষোভ কর্মসূচি বানচাল করার সাহস দেখায়নি।' টিটাগড় শহর তৃণমূল সভাপতি এসে চোর চোর স্লোগান দেওয়া বন্ধ করতে বলেন। বিমলেশের দাবি, পুরপ্রধানকে আগাম মেইল করে স্মারকলিপি প্রদানের কথা জানানো হয়েছিল। কিন্তু ওরা মিথ্যা বলছে যে, না জানিয়ে নাকি বিক্ষোভ করা হচ্ছিল। অপরদিকে টিটাগড় শহর তৃণমূল সভাপতি তথা কাউন্সিলর ওমপ্রকাশ সাউ বলেন, আগাম না জানিয়েই ওরা পুরসভা গেটে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তখন পুরসভার কর্মীরা বাইরে বেরিয়ে এর প্রতিবাদ জানায়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে উভয়পক্ষকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভারত সেবাশ্রম সংঘে স্বামী সদানন্দ সরস্বতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দ্বারকা শংকরাচার্য স্বামী সদানন্দ সরস্বতী মহারাজ বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করলেন।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের গয়া আশ্রমের শতবর্ষ উপলক্ষে তিনি বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান কার্যালয়ে আসেন। তাঁকে স্বাগত জানান ভারত সেবাশ্রমের সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন সংঘের অন্যান্য সন্ন্যাসীরা। সদানন্দ সরস্বতী মহারাজ বলেন, 'বারবার বিধর্মীরা হিন্দু ধর্মকে শেষ করতে চেয়েছে। কিন্তু তা পারেনি। আদি গুরু শংকরাচার্য যেমন এই বিধর্মীদের ধরাশায়ী করেছিলেন, একইভাবে অন্যান্য মহাপুরুষরাও বারবার হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করে এসেছেন। তাই আমাদের সকলের উচিত আমাদের ধর্মকে রক্ষা করা।'

দক্ষিণ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র, গার্ডেন রিচের সদর দপ্তরে সাফাই কর্মচারীদের জাতীয় কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সভাপতিত্ব করেন সাফাই কর্মচারীদর জাতীয় কমিশনের সদস্য ডঃ পি পি ভাভা। সভায় দক্ষিণ পূর্ব রেলের বিভাগীয় প্রধানরাও উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দ্য ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোশাল অ্যান্ড চ্যারিটির (ইমিস্চ) উদ্যোগে পুরুলিয়ার লক্ষণপুর, পুরদাহ ও বোঙ্গাবাড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে একটি বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে ৮৭৬ জন বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়। বিশেষভাবে সক্ষমদের অসুবিধা, তাঁদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একাধিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কর্মশালায় আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন মিশনের মহাসচিব দেবাশিস ঘোষ, সভাপতি মলি বাগচি, মন্ত্রী ড. বীরেন্দ্র কুমার, রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, মন্ত্রী শশী পাঁজা, স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ প্রমুখ।

ডোমজুড়ের বিধায়ক 'তোলাবাজ', পোস্টার নিয়ে জোর শোরগোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: গত বছরের মতোই আবার হাওড়া সদর জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা ডোমজুড় বিধানসভার বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের নামে তোলাবাজির পোস্টার পড়ল তারই বিধানসভা এলাকাতে। হাওড়ার বাঁকড়া এলাকার বিভিন্ন স্থানে এই পোস্টারকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে যায় ওই এলাকাতে। ওই পোস্টারে ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষকে 'চোর', 'তোলাবাজ', 'জমি মাফিয়া' ও 'ধান্দাবাজ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। বুধবার সকাল হতেই ডোমজুড় বিধানসভার বাঁকড়ার বিভিন্ন জায়গায় এই পোস্টার সাধারণ মানুষের নজরে আসে। ওই এলাকার বিধায়ক তথা হাওড়া সদর তৃণমূল জেলা সভাপতি কল্যাণ ঘোষ এর নামে লেখা এই পোস্টারের নীচে লেখা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীবৃন্দ।

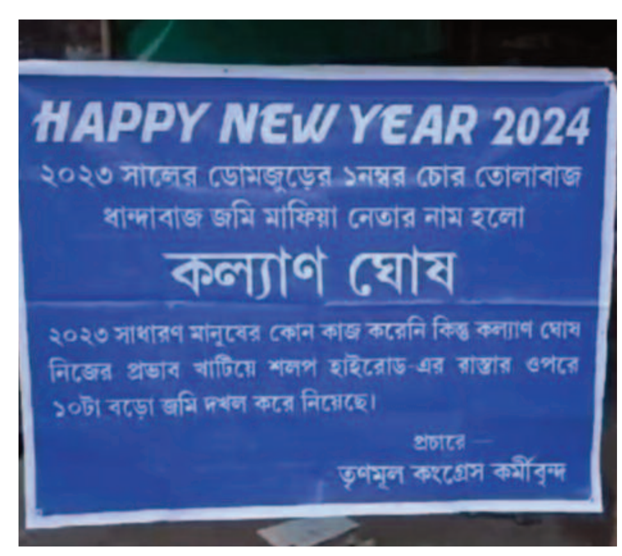

স্থানীয় বাসিন্দা নাসের খান বলেন, ' বুধবার ভোর ৫ টা নাগাদ আমি এসে এই পোস্টার দেখতে পাই। গতকাল ছিল না। যারা এই কাজ করেছে তারা ঠিক কাজ করেনি।' যাঁর নামে এই পোস্টার সেই জেলা সভাপতি কল্যাণ ঘোষ বলেন, ' আমি বিধায়ক ও জেলা সভাপতি হওয়ার আগের দশ বছর ধরে এখানে জমি মাফিয়া, তোলাবাজি চলতো। আমি আসার পর ৯০ শতাংশ এই কাজে ভাঁটা পড়েছে। সেই জ্বালাতেই এই ধরনের কাজ করেছে। এটা বিরোধীদের কাজ কিনা তাও পুলিশকে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে তদন্ত করে দেখার অনুরোধ করবো। আমার নামে জমি দখল কেন সামান্য ধূলিকনাও দখল করে রেখেছি এই অভিযোগ সত্যতা প্রমান হলে রাজনীতি করা ছেড়ে দেব।' যদিও এই বিষয়ে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই বলেন, ' এই বিধায়ক তথা জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতি, তোলাবাজির বিভিন্ন অভিযোগ আগেও উঠেছে। এই বিধায়ক তার আগের বিধায়ককে চোর বলতেন, এখন তার দলের কর্মীরা তাকেই চোর বলছে। তৃণমূলকে এটা বুঝতে হবে তৃণমূলে সবাই চোর।'

মাঠে নেমে পড়লেন 'নামহীন' রিঙ্কু!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় দলের হয়ে ফিল্ডিং করতে দেখা গেল রিঙ্কু সিংহকে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে দলে না থেকেও মাঠে নেমে পড়েন তিনি। দ্বাদশ ব্যক্তি হিসাবে মাঠে নেমেছিলেন রিঙ্কু। যদিও তিনি টেস্টের প্রথম একাদশে শুধু নয়, স্কোয়াডেও নেই। সেই কারণে তাঁর জার্সিতে নাম বা নম্বর লেখা ছিল না। নামহীন হয়েই মাঠে নেমেছিলেন রিঙ্কু। ফিল্ডিং করার জন্য নেমেছিলেন তিনি। মঙ্গলবার টেস্টের প্রথম দিনেই দেখা গিয়েছিল রিঙ্কুকে। তিনি ডাগআউটে বসেছিলেন। ব্যাটারদের জল দেওয়ার জন্য মাঠে নেমেছিলেন। বুধবার একেবারে ফিল্ডিং করতে নামিয়ে দেওয়া হল রিঙ্কুকে। স্কোয়াডে থাকা শ্রীকর ভরত, মুকেশ কুমার, অভিমন্যু ঈশ্বরন এবং রবীন্দ্র জাডেজাদের বাদ দিয়ে ফিল্ডিংয়ে ভরসা রাখা হয়েছে উত্তরপ্রদেশের ব্যাটারের উপর। রিজার্ভ সদস্য হিসাবে দলে রাখা হয়েছে রিঙ্কুকে। তবে কি সাদা বলের ক্রিকেটের পর লাল বলেও অভিষেক হতে পারে রিঙ্কুর? ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত রান করা রিঙ্কু পেতেই পারেন সেই সুযোগ। সেঞ্চুরিয়নে প্রথম টেস্ট শুরু হওয়ার আগে দেখা গিয়েছিল, ভারতের টেস্ট দলের সঙ্গে অনুশীলন করছেন রিঙ্কু। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় টি-টোয়েন্টি এবং এক দিনের সিরিজে খেলেছিলেন। মঙ্গলবার তাঁর পরনে ভারতের টেস্ট দলের সাদা জার্সি ছিল। পরে টেস্ট জার্সির উপরে ব্লিপ (প্রথম একাদশের বাইরে থাকা ক্রিকেটারদের সাদা জার্সির উপরে এটি পরতে হয়) পরে ডাগআউটে বসে থাকতে দেখা যায় রিঙ্কুকে।

অবৈধ পার্কিং ফি তোলার অভিযোগ, শাসক দলের কর্মীর বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ

অশান্তিতে বন্ধ হয়ে গেল হাওড়া ক্রিসমাস কার্নিভাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার পুর্ননির্মিত ইকো পার্কের বাইরে গাড়ির পার্কিং ফি তোলা নিয়ে অশান্তি।

অভিযোগ সৌরভ নামের এক শাসক দলের কর্মী ওই পার্কিং থেকে অবৈধভাবে টাকা তুলছিল। অভিযোগকে কেন্দ্র করে উপস্থিত পুলিশ কর্মী ও শাসক দলের কর্মীদের মধ্যে বাকবিতণ্ডাও তৈরি হয়। যদিও অবৈধ পার্কিং ফি তোলার ঘোটনায় অভিযুক্ত সৌরভ দত্ত বলেন, ' আমি কোনো পার্কিং ফি তুলিনি। পুর নিগমের কমিশনারের নির্দেশেই এই পার্কিং ফি নেওয়া হচ্ছে। আমি স্টেজের উপর ছিলাম। আমাকে ডেকে মারধর করা হয়েছে।' অভিযুক্ত সৌরভকে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিয়ে যায়। যদিও গোটা ঘটনাতে স্বভাবতই বিরক্ত স্থানীয় বিধায়ক তথা ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি বলেন, 'এর আগেও পার্কিংকে কেন্দ্র করে অশান্তি, মারপিট হয়েছিল। আজকে আমি আমার অফিসে বসেছিলাম। লোকেরা আমাকে অভিযোগ জানাতে আমি এখানে আসি। পুর নিগমের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি কাউকে পার্কিং তোলার জন্য লিখিত অনুমতি দেওয়া হয়নি। থানার অধিকারীককে ডাকা হয়েছে। যাদের থেকে অবৈধভাবে পার্কিং ফি নেওয়া হয়েছে তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। আমার বিধানসভা এলাকাতে এই ধরণের ঘটনার পিছনে কারোর চক্রান্ত রয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। আমার বিধানসভা এলাকাতে আমি সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে এসেছি, তাই আজকে এই ঘটনাতে হস্তক্ষেপ করেছি।'

অভিযুক্ত সৌরভ দত্তর হাওড়া পুর নিগমের মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তীর ঘনিষ্ট বলেই অভিযোগ ঘটনাস্থলে উপস্থিত মানুষের। পুলিশ আটক করে নিয়ে গেলেও কতটা আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে তাই নিয়ে সন্দিহান এলাকাবাসীর। কিছুদিন পূর্বেও পার্কিং নিয়েই এখানে অশান্তি থেকে মারপিট হয়। বেশ কয়েকজন আহত হয়, তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তিও কফ হয়।

পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলেও বুধবার ফের একই স্থানে আবার অবৈধ পার্কিং ফি তোলার অভিযোগ উঠল শাসক দলের বিরুদ্ধে। যদিও এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কার্নিভালের স্থানে আসেন হাওড়া পুর নিগমের মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী। তিনি আপাতত সাময়িকভাবে এই কার্নিভাল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত জানান। ঘটনায় তাকেও খানিক্ষণ আটকে রাখেন বিক্ষোভকারীরা।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ ১২ পৌষ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে দুর্নীতি! বিস্ফোরক অভিযোগ অপসারিত উপাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে ইতিমধ্যেই তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই, ইডি। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে আগামী ৯ জানুয়ারির মধ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে আদালতে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। এমন আবহে রাজ্যের আরও এক নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল।

বুধবার একটি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব থেকে সদ্য অপসারিত বুদ্ধদেব সাউ। তাঁর অভিযোগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি-র ভর্তি প্রক্রিয়ায় বিস্তর দুর্নীতি হয়েছে। বুদ্ধদেব সাউ বলেন, 'এসব নিয়ে আমি পদক্ষেপ নিচ্ছিলাম। তারই মাঝে আমাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। কেন সরানো হল, বুঝতে পারছি না। তবে আচার্য (রাজ্যপাল) চাইলে সিবিআই বা ইউজিসিকে দিয়ে তদন্ত করিয়ে দেখতে পারে। তাহলেই সবটা স্পষ্ট

হয়ে যাবে।'

দীর্ঘ ২১ বছর ধরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক বুদ্ধদেববাবু। তাঁকে যাদবপুরের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন রাজ্যপাতথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সি ভি আনন্দ বোস। সম্প্রতি যাদবপুরের সমাবর্তন ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। রাজ্যপালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে সমাবর্তনের আয়োজন করা হয়। এরপরই সমাবর্তনের ২৪ ঘণ্টা আগে যাদবপুরের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের পদ থেকে বুদ্ধদেব সাউকে অপসারিত করেন রাজ্যপাল।

একটি সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে বুদ্ধদেববাবুর অভিযোগ, 'ইউজিসির গাইড লাইন না মেনে পিএইচডিতে সুপার নিউমেরারি পোস্ট তৈরি করে ভর্তিতে দুর্নীতি চলছে। ২০১৭ সাল থেকে এই জিনিস চলে আসছে। বিষয়টি জানতে পেরে ইউজিসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথাও বলেছিলাম। তারই মাঝে আমাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।'

এ ব্যাপারে রাজ্যপাল তথা আচার্য এখনও প্রকাশ্যে কিছু বলেননি। তবে যাদবপুরের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খোদ সদ্য অপসারিত উপাচার্য এমন অভিযোগ তোলায় বিষয়টি অন্য মাত্রা পেয়েছে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবার্তন নিয়ে প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সমাবর্তন মিটলেও, তা বেআইনি বলে দাবি করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তবে পড়ুয়াদের এতে যাতে অসুবিধে না হয় সে জন্য আইনজ্ঞের পরামর্শ নেবেন বলেই জানিয়েছেন রাজ্যপাল।

পরিষেবা পাওয়ার জন্য পেমেন্ট করেছিলেন অনলাইনে, তারপরই খোয়ালেন ৬ লক্ষ টাকা

সাইবার জালিয়াতির নয়া কৌশলে বাড়ছে উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাইবার জালিয়াতি রুখতে সাধারণ মানুষকে যতই সতর্ক করছে পুলিশ, ততই জালিয়াতির নিত্য নতুন পন্থা বের করছে প্রতারকরা।

ওটিপি শেয়ার নয়, কোনও লিংকে ক্লিক করা নয়, স্রেফ ফিল্টারের যন্ত্রাংশ পাল্টাতে গিয়ে সাইবার জালিয়াতের কবলে দক্ষিণ শহরতলির ঠাকুরপুকুরের বাসিন্দা এক দম্পতি। অনলাইনে পেমেন্ট করেছিলেন দম্পতি। ১০ টাকা। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই খোয়া যায় লক্ষাধিক টাকা। ভুল হয়েছে বলে পাল্টা ফোন আসে। অন্য অ্যাকাউন্ট নম্বর চাওয়া হয় টাকা ফেরাতে। সেই নম্বর জানানোর পর সেখান থেকেও হাপিশ হয়ে যায় লক্ষাধিক টাকা। অভিযোগ, দম্পতির দু'টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে পৌনে ৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে সাইবার জালিয়াতরা। কীভাবে এই কাণ্ড ঘটাল তারা বুঝতে হিমশিম খাচ্ছেন সকলেই।

পুলিশ জানিয়েছে, সম্প্রতি ঠাকুরপুকুরের ক্ষুদিরাম সরণির বাসিন্দা ওই পরিবারের লোকেরা

একটি বিশেষ ব্র্যান্ডের ফিল্টারের যন্ত্রাংশ পাল্টানোর জন্য সার্চ ইঞ্জিনে সন্ধান করেন। একটি ওয়েবসাইট দেখে সেখান থেকে একটি মোবাইল নম্বর খুঁজে পান। সেখানে ফোন করার পর অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা নিজেদের ওই বিশেষ ব্র্যান্ড তথা সংস্থার কর্মী বলেই পরিচয় দেয়। ওই যন্ত্রাংশ পাঠানোর নামে তাঁকে অনলাইনে টাকা দিতে বলা হয়।প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁকে বলা হয়, ই ওয়ালেটে দশ টাকা পাঠাতে। তিনি দশ টাকা পাঠানো মাত্রই সেই বিশেষ অ্যাকাউন্ট থেকে সাইবার জালিয়াতরা লক্ষাধিক টাকা তুলে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগকারী ওই নম্বরে ফোন করে বিষয়টি জানালে বলা হয়, ভুল করে ওই অ্যাকাউন্ট থেকে তারা টাকা তুলে নিয়েছে। তাঁদের অন্য একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর দিতে বলে সাইবার জালিয়াত। ওই অ্যাকাউন্টে সেই লক্ষাধিক টাকা ফেরত দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়।

টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য অভিযোগকারী তাঁর স্ত্রীর নম্বর দেন। তাঁর স্ত্রীর অ্যাকাউন্ট থেকে কয়েক দফায় সাড়ে চার লাখ টাকা তুলে নেয় জালিয়াতরা। তারা দম্পতির দু'টি অ্যাকাউন্ট থেকে ৫ লাখ ৮৮ হাজার ৮৩৯ টাকা তুলে নেয়। এর পর থেকে মোবাইল নম্বরটি বন্ধ করে দেয় জালিয়াতরা। এই ব্যাপারে ঠাকুরপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। সাইবার জালিয়াতির তদন্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিধায়ক গ্রেপ্তার করিয়েছে, আদালতে ঢোকার সময় দাবি ধৃত পাপ্পু সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিক্কি যাদব খুনে ধৃত পাপ্পু সিংকে পাঁচ দিন পুলিশি হেপাজত শেষে বুধবার তাকে ফের ব্যারাকপুর আদালতে আনা হয়েছিল। আদালতে ঢোকার এবং বেরোনোর সময় সাংবাদিকদের পাপ্পু দাবি করেন, তিনি চক্রান্তের শিকার। জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়েছেন। কেন তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়েছেন, তা তিনিই জানেন।

অন্য দিকে, এদিকে সকাল থেকেই ব্যারাকপুর আদালত চত্বরে ভিড় জমান সাংসদ অনুগামীরা। গলায় পাপ্পুর ছবি ঝুলিয়ে মুক্তির দাবি ওঠে। যদিও এদিন পাপ্পুর জামিন মেলেনি। সাংসদ অনুগামী ভরত যাদব এদিন বলেন, '২০২৪ সালের নির্বাচনে জনতা ব্যালট বাক্সে চক্রান্তের জবাব দিয়ে দেবে। ভরত বাবুর দাবি, বিক্কি খুনে মূল অভিযুক্ত পঙ্কজ সিংয়ের সঙ্গে বিধায়ক

সোমনাথ শ্যামের অন্তরঙ্গ ছবি দেখা গিয়েছে। তাহলে তো বিধায়ককেও পুলিশের ডাকা উচিত।' ভরতবাবুর বক্তব্য, ২০২৪ সালের নির্বাচনে সাংসদকে বেগ দিতে পরিকল্পনা মাফিক এসব করা হচ্ছে। কিন্তু সাংসদের সঙ্গে হাজার হাজার পাপ্পু আছেন। তার দাবি, ষড়যন্ত্রকারীদের সমস্ত প্রয়াস বিফলে যাবে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তাদের প্রিয় নেতা অর্জুন সিং বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন। অন্য দিকে, ভাটপাড়ার প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী বলেন, পাপ্পুর মুক্তির দাবিতে এদিন তাঁরা আদালত চত্বরে জমায়েত হয়েছিলেন। তার অভিযোগ, দলের কিছু লোক ষড়যন্ত্র করে পাপ্পুকে ফাঁসিয়েছে।

পাপ্পুকে হয়রান করতে ফের পুলিশি হেপাজত: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজত শেষে বুধবার ফের পাপ্পুকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়েছিল। দু'পক্ষের সওয়াল জবাব শেষে এদিন বিচারক পাপ্পুকে সাত দিনের পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। এদিন আদালতে এসে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'পাঁচ দিন হেপাজতে থাকাকালীন পুলিশ কিছুই পায়নি। আসলে ওকে হয়রানি করতেই পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।' সাংসদ এদিন বলেন, পাপ্পুর বিরুদ্ধে কোনও প্রমান মেলেনি। তা সত্ত্বেও মোবাইল উদ্ধারের অছিলায় ওকে পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাপ্পুর মোবাইল তো পুলিশের কাছেই আছে। সাংসদের সংযোজন, তাঁদের আইনি লড়াই জারি থাকবে। আইনের ওপর তাদের আস্থা আছে। মুখ্যমন্ত্রীর ওপর তাঁর আস্থা আছে। ভবিষ্যতে ন্যায় বিচারের জন্য উচ্চ আদালতে যাবার চিন্তা-ভাবনা

করছেন বলে এদিন সাংসদ জানিয়েছেন। অন্য দিকে, পাপ্পুর আইনজীবী রাকেশ সিং বলেন, 'পাপ্পুর বিরুদ্ধে পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনও তথ্য প্রমাণ জমা দিতে পারেনি। পরিকল্পনা মাফিক পাপ্পুকে ফাঁসানো হয়েছে। তা আগামীদিনে প্রমাণও হয়ে যাবে।'

বর্ষশেষে ফিরছে না ঠান্ডা, জানুয়ারির শুরুর দিকে ফের বদলাবে আবহাওয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলার শীতের পথে বাধা বাংলাদেশের ঘূর্ণাবর্ত! তেমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

হাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশের ঘূর্ণাবর্তের জেরে আমাদের রাজ্য ঢুকছে জলীয় বাস্প। এর জেরেই শীতের পথচ লা বাধা প্রাপ্ত হয়েছে। আগামী ৪-৫ দিনও তা বজায় থাকবে। এর জেরে এখনকার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় কোনও পরিবর্তন হবে না। কলকাতার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রির আশপাশেই থাকবে।

বর্ষশেষেও শীত থাকবে না সেভাবে, জানিয়ে দিল আলিপুর আবহাওয়া অফিস। অধিকর্তা ডাঃ গণেশ কুমার দাস জানিয়েছেন, এ বছর ডিসেম্বরের শেষ কয়েক দিন একই রকম থাকবে আবহাওয়া। বাংলাদেশের উপর অবস্থার করা ঘূর্ণাবর্তের জন্যই এ বছরের শেষে শীতের ঝোড়ো ইনিংস থেকে বঞ্চিত থাকবে পশ্চিমবঙ্গবাসী। এই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব বাংলা-সহ গোটা পূর্ব ভারতেই পড়বে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বুধবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের চেয়ে ১ ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের চেয়ে ৪ ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ স্বাভাবিকের চেয়ে এতটা বেড়ে যাওয়ায় ডিসেম্বরের শেষেও শীতের আমেজটুকুই সার।

তবে রবিবার থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে আরও এক দফায় হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা সিকিম এবং দার্জিলিংয়ের উঁচু এলাকায়। বাকি উত্তরবঙ্গে শুকনো আবহাওয়া। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা প্রায় একই রকম থাকবে। হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। একই রকম তাপমাত্রা থাকবে আগামী কয়েক দিন। নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর-পশ্চিম ভারতে ঢুকবে ৩০ ডিসেম্বর শনিবার। বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। দক্ষিণ ভারতে উত্তর পূবালি হাওয়ার প্রভাব। এই প্রভাব বাড়বে শুক্রবার থেকে।

এ বছর আর জাঁকিয়ে শীত না পড়লেও জানুয়ারি দিন দুয়েক পার হলেই শীতের কামড় বাড়তে শুরু করবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা। জানুয়ারির ৪-৫ তারিখ নাগাদ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রির নীচে নেমে যেতে পারে। রাজ্যের কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই আগামী কয়েক দিনে।

দুর্ঘটনা থেকে যানজট, সামাল দিতে 'মা' উড়ালপুলে নজরদারি বাড়াল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাইপাস-কলকাতা সংযোগকারী 'মা' উড়ালপুল। শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্লাইওভার। কখনও গতির কারণে সেখানে ঘটছে দুর্ঘটনা, কখ নও আবার ভয়ঙ্কর যানজট। পরিস্থিতি এমন যে সিসি ক্যামেরার নজরদারিতে সবদিক সামলানো যাচ্ছে না।

সূত্রের খবর, মা উড়ালপুলে এবার বাড়তি নজরদারি চাইছে লালবাজার। আর সেই কারণে লালবাজারের তরফ থেকে মোতায়েন করা হল ১০ পুলিশ কর্মীকেও। যার জন্য তৈরি করা হয়েছে ৬টি কিয়স্ক। সেখান থেকে ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা দিনের ব্যস্ত সময়ে নজরদারি চালাবেন যানবাহনের উপরে। কারণ, কলকাতার বহু মানুষের যাতায়াতের ভরসা এই মা ফ্লাইওভার। বাইপাস-কলকাতা সংযোগকারী এই উড়ালপুল দিয়ে নিত্যদিন অসংখ্যা গাড়ি যাতায়াত করে। আর সেই কারণেই কিন্তু এই উড়ালপুলে যানজট নিত্যদিনকার ব্যাপার। এদিকে সমস্যা হয় গাড়ি খারাপ তেকে দুর্ঘটনা নানা করাণে। সিসিটিভিতে নজরজারি চালালেও এই সমস্যা কোনওভাবেই যেন সামাল দেওযা যাচ্ছে না।এবার এই সব সমস্যা সমাধানের এবার

পদক্ষেপ লালবাজারের।

৯.০২ কিলোমিটার লম্বা ফ্লাইওভার তৈরি হয়েছিল ২০১৫ সালে। মূলত, যানজট থেকে বাঁচতে তৈরি করা হয়েছিল এই ব্রিজ। তবে যানজটই এখন যান্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছে।

সিসিটিভি আছে ঠিকই। কিন্তু এতবড় ফ্ল্যাইওভারের অনেক জায়গায় সিসি ক্যামেরার আওতার বাইরে। কোথাও কোনও অঘটন ঘটলে পুলিশ সঠিক সময়ে তা জানতেও পারে না।

খবর আসতে অনেকটাই সময় চলে যায়। শুধু তাই নয়, উড়ালপুলের ওই ঘটনাস্থলে পৌঁছতেও কিছুটা সময় নষ্টও হয়। এবার এই সমস্যা মেটাতে বিশেষ ব্যবস্থা নিল লালবাজার। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন পুলিশ কর্তারা জানাচ্ছেন, 'মনিটারিং ঠিক হলে যানচলাচল অনেকটাই স্বাভাবিক হবে।'

শ্রমিক-কাজিয়ায় উৎপাদন বন্ধ জগদ্দলের অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুট মিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্রমিক মালিক কাজিয়ার জেরে উৎপাদন স্তব্ধ হয়ে গেল জগদ্দলের অ্যাঙলো ইন্ডিয়া জুটমিলে। কর্মহীন হয়ে পড়লেন স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার শ্রমিক। যদিও মিল কর্তৃপক্ষের তরফে শ্রমিকদের বেআইনি কর্মবিরতিকেই দায়ী করা হয়েছে। মিল শ্রমিকরা জানান, স্প্রিং বিভাগে মেশিন কমিয়ে শ্রমিকদের ওপর কাজের চাপ বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাজের চাপ বাড়ানোর প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার সকাল থেকে স্প্রিং বিভাগের শ্রমিকরা কর্মবিরতি পালনের ডাক দেন। স্প্রিং বিভাগ অচল হয়ে পড়ায় তার প্রভাব পড়ে অন্যান্য বিভাগে। ফলে ওইদিন দুপুরের পর থেকে মিলের সমস্ত বিভাগ অচল হয়ে পড়ে। তবে মিল চত্বরে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, সেদিকে নজর রেখেই মিলের গেটে পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। স্প্রিং বিভাগের শ্রমিক রঞ্জন চৌধুরী বলেন, এখানে মজদুরদের শোষণ করা হচ্ছে। একজন শ্রমিককে কর্তৃপক্ষ ডবল মেশিন চালাতে বলছে। তাই তারা কাজের চাপ বাড়িয়ে দেওয়ার

অভিযোগে কাজ বন্ধ রেখে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। অন্য দিকে, মিলের তৃণমূল সমর্থিত জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অশোক কুমার সিং বলেন, 'মিলে প্রচুর উৎপাদিত দ্রব্য মজুত আছে। তাই সপ্তাহে চার দিন করে মিল চলছে। মেশিন সংখ্যা কমে যাওয়ায় স্প্রিং বিভাগের নতুন শ্রমিকদের নাইট শিফটে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ওরা নাইট শিফটে কাজ করতে নারাজ। স্প্রিং বিভাগ অচল হওয়ার এর প্রভাব অন্য বিভাগগুলোর ওপর এসে পড়েছে। ফলে মিলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।'

অর্থনৈতিক সংকটে বেসরকারি পরিবহণ থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন বাস মালিকেরা

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: কলকাতার রাস্তায় কমছে বেসরকারির বাসের সংখ্যা। জেলায় ছবিটা আরও খারাপ। ফলে রাস্তায় বেরিয়ে নাজেহাল হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কলকাতা কেন্দ্রিক আরটিও-গুলো তে বাসের রেজিস্ট্রেশন কমেছে লক্ষণীয় ভাবে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি বাস ব্যবসা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন বেসরকারি বাস মালিকেরা? এই প্রশ্নের উত্তরে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের ছাতার তলায় থাকা বেসরকারি বাস মালিকদের উত্তর একটাই, যেভাবে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে তাতে আর সম্ভব হচ্ছে না বাস চালানো। তবে শুধু ভাড়া বৃদ্ধি না করাই যে ইস্যু তা নয় এমনটাই জানাচ্ছেন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যে সামনে আসছে আরও নানা কারণ।

বেসরকারি বাসের সংখ্যা কমা নিয়ে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, ২০১৪-১৫ থেকে দেশে ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি, শুরু হয়েছে। এদিকে সে হারে রাজ্যে

বাস বা মিনিবাসের ভাড়া বৃদ্ধি পায়নি। এই রাজ্যে শেষ বাসের ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছে ২০১৮-তে। শুধু ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতেই ঘটনা থেমে থাকেনি। দাম বেড়েছে গাড়ি চালানোর আনুষঙ্গিক জিনিসেরও। এই প্রসঙ্গে তিনি এও জানান, বাস জলে চালে না। মাঝে ডিজেলের দাম প্রতি লিটার ১০০ টাকাও হয়েছিল, একথাও মনে করিয়ে দেন বেসরকারি বাস সংগঠনের সম্পাদক। সমস্যার শেষ এখানেই নয়। মোটর ভেহিকলসে ফিও বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। সঙ্গে মড়ার ওপর খাড়ার ঘা হিসেবে রয়েছে পুলিশের ফাইনের অঙ্কও। যা ১০০টাকা থেকে বেড়ে এখন এসে দাঁড়িয়েছে ৫০০ টাকায়।

এছাড়াও রয়েছে ঋণ শোধ নিয়েও রয়েছে বিস্তর সমস্যা। ২০১৮ থেকে থেকে অস্বাভাবিক ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির পরই দেশে ২০২০-তে কোভিড মাথা চড়া দিয়ে ওঠায় দীর্ঘ দু-তিন বছর কলকাতা সহ নানা জেলায় ঠিক মতো বাসের পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়নি। আর এই সব কারণেই এই সময় বা এর পরবর্তী সময়ে একাধিক বাস মালিক ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের ক্ষেত্রে যে ইএমআই দিতে হয় তাও তাঁরা ঠিকমতো দিতে পারেননি। এরপরই বেসরকারি এই বাস সংগঠনের তরফ থেকে ব্যাংক ইএমআই, ইনিসওরেন্স, সিএফ ট্যাক্স সহ নানা বিষয় বিবেচনা করার জন্য একাধিক বার কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদনও করা হয়েছিল। তবে তাতে চিঁড়ে ভেজেনি। এই আর্থিক সমস্যায় জেরবার হয়ে প্রচুর বাস আর মিনিবাসের মালিক এই ব্যবসা থেকে সরেও গেছেন। শুধু তাই নয়, কেউ আর এই শিল্পে ফিরেও আসতে চাইছে না। এই প্রসঙ্গে তপনবাবু এও মনে করিয়ে দেন এই মুহূর্তে একটি সাধারণ বাস নামাতে গেলে প্রায় ৩০ লাখ টাকা প্রয়োজন। এমন এক আর্থিক অবস্থায় কেউই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পরিবহণ শিল্পে বিনিয়োগ করতে রাজি হচ্ছেন না। কারণ, এমন অবস্থা চলতে থাকলে ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের ইএমআই মেটানো যে সম্ভব নয় তা বিলক্ষণ বোঝেন সবাই। এই প্রসঙ্গে তপনবাবুর অভিযোগ, পরিবহণে যে পরিমাণ ভর্তুকি দেওয়া প্রয়োজন রাজ্য সরকারের সেই পরিমাণ ভর্তুকি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মিলছেও না। ফলে বাস মালিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা অথৈ জলে। আর এই হাল না ফিরলে নুতন বাস রাস্তায় নামবে না বলেই মনে করছেন না তপনবাবু।

এখানেই এক আশঙ্কার কথা শোনাচ্ছেন তিনি। বাসের সংখ্যা যে হারে কমছে তাতে আগামীদিনে কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। আর এই অবস্থা থেকে বাঁচতে হলে রাজ্য সরকারের চিন্তাভাবনায় আশু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। নয়তো আরও অনেক মানুষ এই পরিবহণ ব্যবস্থা থেকে হারিয়ে যাবেন।

ফের আত্মহত্যার চেষ্টা মেট্রোয়, আরপিএফ-এর তৎপরতায় রক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের আত্মত্যার চেষ্টা মেট্রোয়। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, বুধবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বেলগাছিয়া স্টেশনে বছর ৭৩-এর এক বৃদ্ধ আচমকা ডাউন লাইনে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এই সময় একটি ডাউন ট্রেন বেলগাছিয়া স্টেশনের দিকে আসছিল। ঘটনা নজরে আসে কর্তব্যরত আরপিএফ কর্মী ও অপারেটিং কর্মীদের। ঝাঁপ দেওয়ার আগেই তাঁরা তাঁকে আটকান বৃদ্ধাকে। এরপরই কর্তব্যরত আরপিএফ এবং অন্য স্টেশন কর্মীরা তাঁকে স্টেশন ম্যানেজারের অফিসে নিয়ে যান। জিজ্ঞাসাবাদে বেলগাছিয়ার ওই বৃদ্ধা স্বীকার করেন, পারিবারিক অশান্তির জেরে তিনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল।

এরপরই তাঁর পরিবারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে ঘটনার কথা জানানো হয়। এদিকে স্টেশনের কর্মীরাও ৭টা ৪৬ মিনিটে উল্টোডাঙা থানায় খবর দেন। এরপর সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এদিকে এই ঘটনায় বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনের কর্তব্যরত মেট্রো কর্মীদের তৎপরতা ও সতর্কতায় মেট্রো পরিষেবা বিঘ্নিত না হওয়া এবং একটি মূল্যবান জীবন রক্ষা করা সম্ভব হওয়ায় মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সম্পাদকীয়

কুসংস্কারের আঁধার থেকে বিজ্ঞানের চেতনার আলোয় আসতেই হবে

চোখের সামনে মুষ্টিবদ্ধ হাত হিমালয়কেও ঢেকে দিতে পারে। কিন্তু তাতে হিমালয়ের মহিমা খর্ব হয় না। একই রকম ভাবে কুসংস্কারে আবিষ্ট হয়ে আমরা যদি প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ না করি, তাতে আমাদেরই জ্ঞানভান্ডারের ক্ষতি হবে। কিছু বিরল পূর্ণ কিংবা খণ্ডগ্রাস গ্রহণের দৃশ্য যা আমাদের গোটা জীবনে এক বা দু'বার কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখার সুযোগ ঘটে, আমরা তার থেকে সারা জীবনের জন্য বঞ্চিত হব। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় যখন চাঁদ তার চাকতি দিয়ে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে ফেলে, তখন বিশেষ প্লেট বা চশমার মধ্যে দিয়ে দেখলে অতি অল্প সময়ের জন্য ধরা পড়ে সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা অপূর্ব মায়াবী ছটা। দিবালোকে নেমে আসে জাফরি কাটা ঝুরো আঁধার, দেখা দেয় মুক্তোর মালা, পাখিদের অসময়ে বাসায় ফেরার তাড়না, আরও কত দৃশ্য। কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখা যায় হিরের আংটি। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে এই মহাজাগতিক দৃশ্য দেখবে না সাধারণ মানুষ! কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিরা অনেকে গ্রহণের পুরো সময়কালটিকেই অশুভ পর্যায় বলে মনে করেন। রান্নাবান্না, খাওয়াদাওয়া, পূজার্চনা, এমনকি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপও সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখেন। তুলসীপাতা, গঙ্গাজল, গঙ্গাস্নান, কীর্তন এ সব তো আছেই। অথচ, দীর্ঘকাল থেকেই আমাদের শিশু- কিশোর পাঠ্যে অতি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাবে সূর্য-চন্দ্র গ্রহণের, জোয়ার ভাটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবু কেন আমরা আজও চেতনাগত দিকে ভাববাদ থেকে বস্তুবাদী দর্শনে উন্নীত হতে পারলাম না, সেটা ভাবার বিষয় বটে। সমস্ত বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাছে আবেদন, শুধুমাত্র নিজেদের আলোকিত করলে হবে না, কুসংস্কারের আঁধারে আজও যাঁরা নিমজ্জিত, তাঁদেরকেও নিয়ে আসতে হবে বিজ্ঞানবোধের এই আলোকবৃত্তে।

শাশ্বত কথা

অবতার

অবতার পুরুষকে সকলে কি ধরতে পারে ? দুই-একজনে চিনতে পারে মাত্র। তাঁরা জীব-উদ্ধারের জন্য কত যাতনাই না সহ্য করেন। ঠাকুরের গলা দিয়ে রক্ত বের হতো, তবুও কথার বিরাম নেই, কিসে জীবের মঙ্গল হয়। অবতার দিয়ে তোমাদের কাজ কি? যার যার গুরুই তার কাছে অবতারের চেয়ে অনেক বড় জিনিস। ঈশ্বরেচ্ছা ছাড়া কিছুই হবার সাধ্য নাই, তৃণটিও নড়ে না। স্বামী বল, পুত্র বল, দেহ বল, সব মায়া। এই সব মায়ার বন্ধন কাটাতে না পারলে পার হওয়া যায় না। দেহে মায়া দেহাত্মবুদ্ধি, শেষে এটাকেও কাটতে হবে। কিসের দেহ, মা,দেড় সের ছাই বই তো নয়-তার আবার গরব কিসের?

— শ্রীশ্রী মা সারদা

জন্মদিন

আজকের দিন

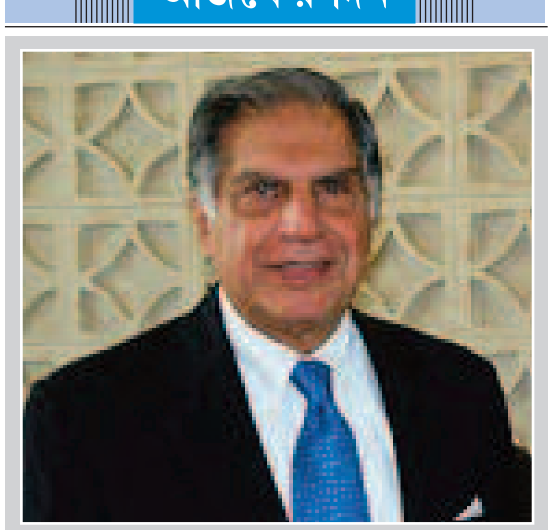

রতন টাটা

১৯৩২ *বিশিষ্ট শিল্পপতি ধিরুভাই আম্বানির জন্মদিন।*
১৯৩৭ *বিশিষ্ট শিল্পপতি রতন টাটার জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অরুণ জেটলির জন্মদিন।*

আজ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ শতবর্ষে পা রাখলেন লেখকদের লেখক সম্পাদকদের সম্পাদক রমাপদ চৌধুরী। সেই উপলক্ষে তাঁর দীর্ঘদিনের সরকারী কথাসাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহের একান্ত ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা

শতবর্ষে রমাপদবাবু

সিদ্ধার্থ সিংহ

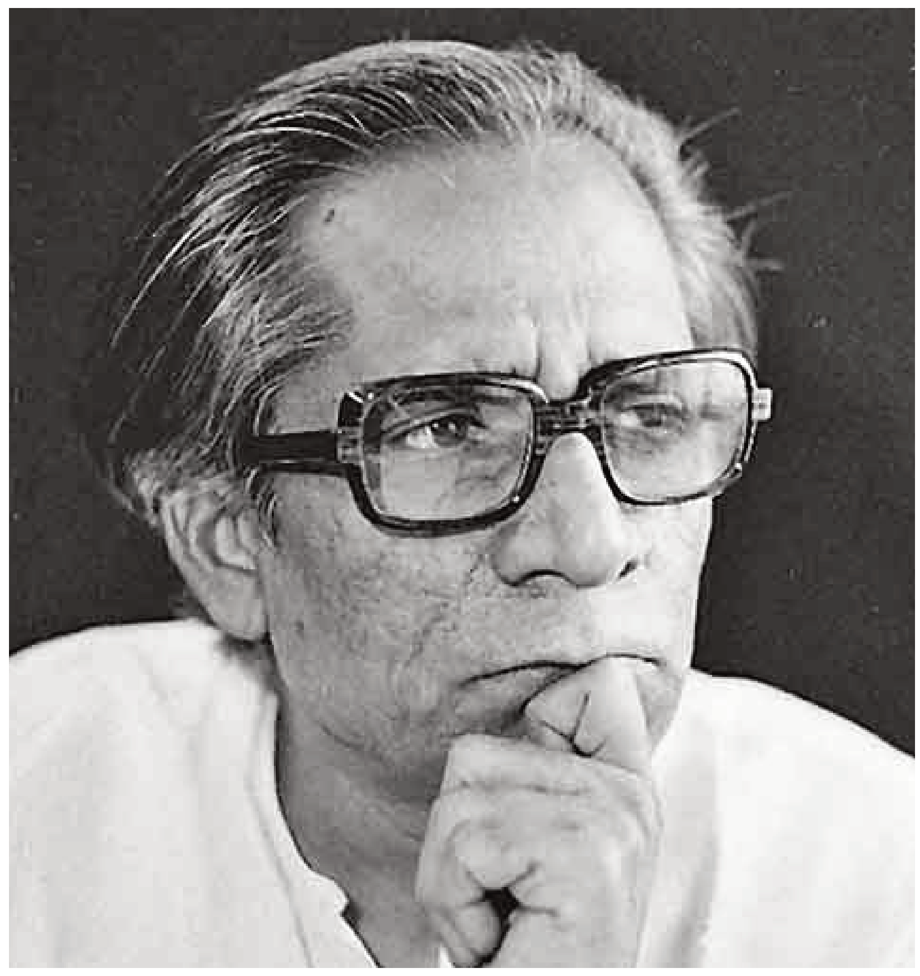

বহু দিন আগের কথা। রাধানাথ মণ্ডল তখন বেঁচে। সামনেই আমার ছেলের মুখেভাত। তাই ওর কাছে কিছু টাকা ধার চেয়েছিলাম। ও বলেছিল, দেব। ফলে মুখেভাতের সাত-আট দিন আগে থেকেই অফিসে ঢুকে আমার প্রথম কাজ ছিল রাধানাথদাকে জিজ্ঞেস করা, এনেছ? আর প্রতিদিনই ও বলত, দেরি আছে তো। কাল নিয়ে আসব।

মুখেভাতের আগের দিন যখন বললাম, এনেছ?

ও ব্যাগ-ট্যাগ হাতড়ে বলল, যাহ্, টাকাটা খামে ভরেছিলাম। তার পর ব্যাগে ভরব হলে বিছানার ওপরে রেখেছিলাম। মনে হয়, ভরতে ভুলে গেছি। বিছানার উপরেই পড়ে আছে। ঠিক আছে, কাল একবার কষ্ট করে এসে নিয়ে যেও। বলেই, বেরিয়ে পড়ল।

আমি মুখ ভার করে বসে আছি। কিচ্ছু ভাল লাগছে না। এই শেষ মুহূর্তে কার কাছে হাত পাততে যাব! এমন সময় ঘরে ট্রলি নিয়ে চা ঢুকেছে। রমাপদবাবু, নীরেনদাকে চা দিয়েছে। আমার কাছে চা নিয়ে আসতেই ইশারায় বললাম, লাগবে না।

আমার কথা শুনে ঘরের কোণের দিকে চেয়ারে পা গুটিয়ে 'দ' হয়ে বসে থাকা রমাপদবাবু বলে উঠলেন, খান খান, চা খান।

উনি গরম কালেও ওভাবে বসতেন। চটি পরলেও মোজা পরতেন। গায়ে শাল জড়াতেন। কারণ, উনি একদম ঠান্ডা সহ্য করতে পারতেন না। অথচ আমাদের পুরো অফিসটাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

উনি সবাইকেই 'আপনি' করে বলতেন আর আমি সবাইকে দাদা সম্বোধন করলেও, এমনকী রমাপদবাবুর সব চেয়ে কাছের যে বন্ধু, যাঁদেরকে বলা হত হরিহর আত্মা, একসঙ্গে সিগারেট খেতে নামতেন, টয়লেটে গেলেও একসঙ্গেই যেতেন, রমাপদবাবুর থেকে যিনি মাত্র এক বছর দশ মাসের ছোট, সেই নীরেনদা, মানে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকেও আমি নীরেনদা বলেই ডাকতাম। অথচ কেন জানি না, সেই প্রথম থেকে একমাত্র রমাপদ চৌধুরীকেই আমি 'রমাপদবাবু' বলতাম। এবং ভীষণ সম্মান করতাম। ফলে উনি কোনও কিছু বললে আমার পক্ষে 'না' বলাটা ছিল একেবারে অসাধ্য। তাই উনি বলতেই কোনও রকমে চা খেয়ে রমাপদবাবুর কাছে গিয়ে বললাম, আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। আমি বাড়ি যাচ্ছি। বলেই, ঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসছি, রমাপদবাবু বললেন, এখনই যাচ্ছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

উনি বললেন, শুনুন।

কাছে যেতেই ড্রয়ার খুলে একটা খাম বের করে আমাকে দিয়ে বললেন, এখানে খুলবেন না। বাড়ি গিয়ে দেখবেন।

কিন্তু আমার তর সইছিল না। সোজা ওয়াশরুমে ঢুকে ছিটকিনি তুলে খামটা খুলতেই আমি হতবাক। যে টাকাটা রাধানাথদার কাছে ধার চেয়েছিলাম, উনি তার দশ গুণ টাকা খামে ভরে আমাকে দিয়েছেন।

এই হচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী।

রমাপদবাবুর এটিএম কার্ড আমার কাছেই থাকত। যখন যা লাগত, আমাকে বললেই আমি সেই টাকা তুলে ওঁর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতাম।

একদিন সকালে একটা অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন করে বললেন, শুনুন, আমার দুটো ফোনই খারাপ হয়ে গেছে। আমি কাজের মাসির মোবাইল থেকে আপনাকে ফোন করছি। যত তাড়াতাড়ি পারেন টাকা তুলে একটা মোবাইল কিনে নিয়ে আসুন তো।

দুটো ফোনের একটা বিল উনি দেন। অন্যটা আনন্দবাজার থেকে সেই কোন যুগে দিয়েছে। পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে যতক্ষণ খুশি কথা বলা যায়। বিল দিয়ে দেয় আনন্দবাজার সংস্থা।

তো, দুটো ফোনই যখন খারাপ হয়ে গেছে, কমপ্লেন করলেও ঠিক হতে হতে অন্তত দু'-চার দিন তো লাগবেই। তাই বললাম, ঠিক আছে আমি মোবাইল কিনে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কত টাকার মধ্যে কিনব?

উনি বললেন, কিনুন না, একটা ভাল দেখে কিনুন।

আমি বললাম, তাও কী রকম বাজেটের মধ্যে?

উনি বললেন, টাকার জন্য একদম চিন্তা করবেন না। যত টাকা লাগে লাগুক। আপনি আমার জন্য একটা ভাল ফোন নিয়ে আসুন।

তাও ইতস্তত করছি দেখে উনি বললেন, বললাম তো, দামের জন্য ভাববেন না। যত টাকা লাগে লাগুক। লাগুক না, হাজার টাকা লাগুক।

সে দিন সব চেয়ে কম দামের, মানে বারোশো টাকার একটা পাতি মোবাইল কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। ফোনটা হাতে নিয়ে উনি অবাক হয়ে বলেছিলেন, একটা ফোনের দাম বারোশো টাকা! তা হলে আপনার মোবাইলটার দাম কত?

আমি বলেছিলাম, ষোলো হাজার।

দাম শুনে উনি মূর্ছা যান আর কী!

এই হচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী।

তখন অফিস থেকে বেরোতাম রাত সওয়া একটায়। বাড়ি ফিরতে ফিরতে পৌনে দুটো। উঠতাম বেলা করে। একদিন সক্কালবেলায় ফোন। তুলতেই ও প্রান্তে রমাপদবাবুর গলা, উঠেছেন?

ঘুম-জড়ানো গলায় বললাম, হ্যাঁ, এই উঠছি।

উনি বললেন, এখন উঠছেন? ঠিক আছে, তা হলে তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। আপনি ধীরেসুস্থে আধ ঘণ্টা পরে আসুন।

তখন যে অবস্থায় ছিলাম, ঠিক সেই অবস্থাতেই যদি আমি তক্ষুনি গাড়ি নিয়ে বেরোই, আধ ঘণ্টা কেন, এক ঘণ্টাতেও পৌঁছতে পারব কি না সন্দেহ!

তবে অত সকালে যখন ফোন করেছেন, নিশ্চয়ই কোনও জরুরি দরকার। তাই তড়িঘড়ি বেরিয়ে ওঁর বাড়ি গিয়ে দেখি, ওঁর কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। খোশমেজাজে চুপচাপ সোফায় বসে আছেন। আমাকে দেখে স্ত্রীকে বললেন, সিদ্ধার্থ এসেছে, চা করো।

স্ত্রী যেই চা করতে গেলেন উনি আমাকে চুপিচুপি বললেন, একটু বেরোব।

ওঁর বেরোব মানে কি, আমি জানি। বেরিয়েই ট্যাক্সি নিয়ে সোজা সিগারেটের দোকানে। ট্যাক্সিটা একটু এগিয়ে দাঁড় করাতে হয়। কারণ, ওই দোকানদার নাকি তাঁকে চেনে। সে যদি তাঁকে দেখতে পেয়ে যায় এবং তাঁর জন্য সিগারেট কেনা হয়েছে, যদি টের পায় এবং তাঁর স্ত্রীকে যদি সে-কথা সে বলে দেয়, তা হলে নাকি কেলেঙ্কারি কাণ্ড।

তো, সিগারেটের দোকান থেকে একটা ক্লাসিক, না; উনি ক্লাসিক ছাড়া অন্য কোনও সিগারেট খেতেন না। সেই ক্লাসিক আর একটা দেশলাই বাক্স, সঙ্গে একটা লজেন্স নিয়ে আমি ফের গাড়িতে। উঠেই, ওঁকে সিগারেট দিয়ে দেশলাইটা জ্বালাতে যাব, প্রতিবারের মতো অমনি উনি বলে উঠলেন, সাবধান। আগুনের ফুলকি যেন আমার ধুতিতে না পড়ে।

না, ফুলকি পড়লে ধুতিটা পুড়ে ফুটো হয়ে যাবে বলে নয়, ফুলকি পড়লে ওঁর স্ত্রী টের পেয়ে যাবেন, উনি সিগারেট খেয়েছেন। তাই এই সাবধানবাণী। ছিয়ানব্বই-ঊর্ধ্ব অত্যন্ত সফল একজন মানুষ যে সামান্য একটা সিগারেট খাওয়া নিয়ে বউকে এত ভয় পাবেন, ভাবা যায়!

এই হচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী।

আর একটা জিনিসকে উনি খুব ভয় পেতেন, সেটা হল— ইনকাম ট্যাক্স। উনি যখন 'বনপলাশীর পদাবলী', যে উপন্যাসটা নিয়ে উত্তমকুমার সিনেমা করার পর হইহই পড়ে গিয়েছিল, সেটার জন্য এক কোটি টাকা পুরস্কার পেলেন, তখন উনি প্রথমেই ঠিক করে ফেলেছিলেন, ওই টাকায় হাত দেওয়ার আগেই ট্যাক্সটা মিটিয়ে দেবেন।

আমি বলেছিলাম, ট্যাক্স জমা দেওয়ার তো এখনও প্রচুর সময় আছে। পরে দেবেন। অত দিন এই টাকাটা ব্যাঙ্কে থাকলে কত টাকা সুদ পাবেন, জানেন?

উনি বলেছিলেন, আমি যদি কালই মরে যাই, ইনকাম ট্যাক্সের লোকেরা আমার বউকে এসে ধরবে আমি সেটা চাই না। কারণ, ও ওগুলোর কিছুই বোঝে না।

না, উনি আর দেরি করেননি। পুরস্কারের চেকটা ক্যাশ হওয়ামাত্রই পূর্ণ হলের ঠিক উল্টো দিকে গলিতে স্টেট ব্যাঙ্কের ভবানীপুর শাখায় গিয়ে আগাম তেত্রিশ লক্ষ টাকা ট্যাক্স মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

এই হচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী।

উনি বছরে একটাই উপন্যাস লিখতেন। উল্টোরথের দিন লেখা শুরু করতেন। একটা কলম দিয়ে একটাই উপন্যাস লিখতেন। তার পর আর ওই কলম ব্যবহার করতেন না। তবে সব কলম নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

আমার ছেলে শুভঙ্কর সিংহ লেখালিখি করছে শুনে, যে পার্কার পেন দিয়ে উনি 'বনপলাশীর পদাবলী' লিখেছিলেন, যে কলম দিয়ে 'লালবাঈ' লিখেছিলেন এবং যে কলমে 'খারিজ' লিখেছিলেন, সেই তিনটি কলম আমার ছেলেকে দিয়ে বলেছিলেন, এগুলো দিয়ে লিখো। প্রমাণ হিসেবে প্যাডের পাতায় লিখেও দিয়েছিলেন, আমার ছেলের হাতে তাঁর কলম তুলে দেওয়ার কথা।

ওই কলম দিয়েই আমার ছেলে লিখেছিল তার প্রথম বেস্টসেলার বই — 'গড এনসিয়েন্ট এলিয়েন অর আ মিথ?'।

এই হচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী।

একবার আমি ঠিক করেছিলাম একটা প্রকাশনা করব। শুরু করব রমাপদবাবুর বই দিয়ে। না, তাঁর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত টুকরো টাকরা লেখা দিয়ে নয়, এমন পাণ্ডুলিপি চাই, যেটা শুধু আমার প্রকাশনীর কথা ভেবেই উনি লিখবেন। সেটা অন্য কোথাও নয়, সরাসরি বই আকারে বের করব। রমাপদবাবুকে বলতেই উনি বললেন, আপনি পাবলিকেশন করবেন? ঠিক আছে, দেব।

সেই কথা মতো উনি মাঝে মাঝেই আমাকে কিছু কিছু করে পাতা লিখে দিতেন। আমি সেটা কম্পোজ করিয়ে প্রথম প্রুফটা দেখে রাখতাম। দেখতে দেখতে পুরো উপন্যাসটা ছাপা হয়ে গেল। প্রথম মুদ্রণ পাঁচশো কপি। কিন্তু যাঁকে প্রচ্ছদ আঁকতে দিয়েছিলাম, আজ দিচ্ছি কাল দিচ্ছি করে সে এত দেরি করিয়ে দিল যে, যখন প্রচ্ছদ হাতে পেলাম, তত দিনে বাঁধাইখানার মালিক গো-ডাউন খালি করার জন্য বহু দিন ধরে স্তূপাকৃত হয়ে পড়ে থাকা ফর্মাগুলোর সঙ্গে রমাপদবাবুর উপন্যাসের শেষ ফর্মাটাও ভুল করে কিলো দরে বেচে দিয়েছেন।

উনি মাঝে মাঝেই আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, আপনার পাবলিকেশনের কী হল?

আমি বুঝতে পারতাম, আসলে উনি জানতে চাইছেন, ওঁর বইটার কত দূর কী হল? কবে বেরোবে?

একদিন বুক ঠুকে বলেই ফেললাম নির্মম সত্যটা। উনি বললেন, কপি নেই? কিংবা কাটা প্রুফ?

আমি বললাম, না। থাকলে তো ওটা থেকেই ফের কম্পোজ করিয়ে নিতে পারতাম।

উনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, লাস্ট ফর্মাটা তো? ঠিক আছে, চিন্তা করবেন না। আমি আবার লিখে দেব। শুধু যে তিনটে ফর্মা পাওয়া গেছে, তার একটা করে সিট আমাকে দিয়ে যাবেন। কী লিখেছিলাম মনে নেই তো! একবার দেখে নিতে হবে।

কিন্তু না, উনি আর শেষ ফর্মাটা লিখে দিয়ে যেতে পারেননি। তাই 'মঞ্জুধারা' শুধু অপ্রকাশিত উপন্যাস হয়েই নয়, অসমাপ্ত উপন্যাস হিসেবেই রয়ে গেছে আমার কাছে। এ জন্য কটু কথা বলা দূর অস্ত, পাছে আমি দুঃখ পাই, আমার মন খারাপ হয়ে যায়, তাই ওই 'মঞ্জুধারা' নিয়ে উনি আমার সামনে কখনও কোনও আফসোসও করেননি।

এই হচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী।

সরস্বতী পুজোর দিন হঠাৎ ফোন, এক্ষুনি আসুন।

আমি তড়িঘড়ি করে গেলাম। দরজা খুলেই উনি বললেন, আজকের দিনে মাংস খান তো?

আমি যে মাংস খেতে ভালবাসি, আমার কাছের লোকজনেরা প্রায় সকলেই তা জানেন। তাই সুচিত্রাদি, মানে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের বাড়িতে মাংস হলেই, সুচিত্রাদি আমাকে দুপুরের আগেই ফোন করতেন। বলতেন, চলে আয়। আজ দারুণ মাংস হয়েছে।

আমি শুধু দুপুরেই খেতাম না। খাওয়াদাওয়া করে দুপুরে ওখানে ঘুমিয়ে অফিস যাওয়ার আগে আর একপ্রস্ত মাংস-রুটি খেয়ে তার পর অফিসে রওনা হতাম।

আমার মাংস-প্রীতির কথা রমাপদবাবুও জানতেন। কিন্তু আজ তো সরস্বতী পুজো, সবাই এ দিন আমিষ খায় না, তাই বুঝি উনি এটা জিজ্ঞেস করছেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, খাই।

উনি বললেন, বাঃ, খুব ভাল কথা। আসুন আসুন। আজ আমাদের বাড়িতে মাংস হয়েছে।

আমি তো দারুণ খুশি। চা এল। ঘুঘনি এল। সোনপাপড়ি এল। আইসক্রিম এল। আমি আইসক্রিম ভালবাসি বলে উনি আমার জন্য দু'-তিন রকমের আইসক্রিম বার কিনে ফ্রিজে মজুদ করে রাখেন। একের পর এক খাচ্ছি। আবার চা এল।

এ দিকে আমার তাড়া আছে। সবই খাচ্ছি। কিন্তু মাংস কোথায়! সরাসরি কিছু বলতেও পারছি না। মাংসের কথা বললে আমাকে হ্যাংলা ভাবতে পারেন, তাই মাংসের কথা মনে করানোর জন্য আমি একটু ঘুরিয়ে বললাম, এ বার তা হলে উঠি?

রমাপদবাবু বললেন, ঠিক আছে, আসুন তা হলে...

বুঝতে পারলাম, উনি কী জন্য আমাকে ডেকেছেন সেটা একদম ভুলে গেছেন। তাই বউদিকে বললাম, আসি তা হলে?

উনিও বললেন, হ্যাঁ আসুন। সাবধানে যাবেন।

তখন বাধ্য হয়ে লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে বলেই ফেললাম, না, রমাপদবাবু বলছিলেন আজ নাকি কী সব মাংস-টাংস হয়েছে...

সঙ্গে সঙ্গে রমাপদবাবু বললেন, হ্যাঁ, হয়েছে তো। এই তো খেলেন।

আমি তো অবাক, আমি মাংস খেয়েছি! নিশ্চয়ই ওঁরা কোথাও একটা ভুল করছেন। তাই বিড়বিড় করে বললাম, কখন?

উনি বললেন, কেন? ঘুঘনি খাননি? ঘুঘনির মধ্যেই তো মাংসের কিমা ছিল।

এর পর আর কিছু বলার থাকে না। সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে আমি নীচে নেমে এসেছিলাম।

পর দিন সক্কালবেলায় আবার রমাপদবাবুর ফোন, একটু দরকার আছে, আসুন তো।

গিয়ে বসতে না বসতেই দেখি, আমার সামনের টেবিলে এক বাটি মাংস। বউদি বললেন, আপনার রমাপদবাবু বললেন, আজকে মাংস করতে। বললেন, একটু বেশি করে কোরো। সিদ্ধার্থ খাবে। বউদির কথা শুনে আমি একেবারে হতবাক।

এই হচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী।

বহু বছর পরিষ্কার করা হয় না। হলেও কোনও রকমে দেখে বোঁচকা-টোচকা বেঁধে আবার ওপরে তুলে রাখি। একবার সিলিঙের ওপরে কী আছে দেখার জন্য ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি হঠাৎ একটা পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাই। কয়েক পাতা পড়ার পরেই বুঝতে পারি, এই লেখাটা রমাপদবাবু ছাড়া আর কারও নয়। কিন্তু হাতের লেখাটা যেন একটু কেমন কেমন এবং পাণ্ডুলিপির চেহারাটা দেখে আমার মনে হয়, এটা অপ্রকাশিত। কিন্তু কথা হচ্ছে, যে লোকটাকে বারবার তাগাদা দিয়েও লেখানো যায় না, লেখা শুরুর আগেই 'বুক' হয়ে যায় কোন পত্রিকায় বেরোবে, তাঁর লেখা কি কখনও এ ভাবে পড়ে থাকতে পারে!

সঙ্গে সঙ্গে রমাপদবাবুর কাছে ছুটে গেলাম। পাণ্ডুলিপিটা তাঁকে দেখালাম। উনি হাতে নিয়ে একটু উল্টেপাল্টে দেখে বললেন, এটা কোথায় পেলেন?

তার পর তিনি যা বললেন, সেটা আরও চমকপ্রদ। বললেন, এটা প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে লেখা আমার আত্মজীবনীমূলক একটা গদ্য।

কিন্তু কী লিখেছেন, তা নাকি তাঁর নিজেরই মনে নেই। আমি যদি পাণ্ডুলিপিটা তাঁর কাছে দিয়েও আসি, উনি পড়বেন কী করে! আঁতস কাচ দিয়েও কি পড়তে পারবেন!

তাই ঠিক করলাম, আমার অফিস যেহেতু সন্ধ্যাবেলায়, তাই অফিস যাওয়ার আগে প্রতিদিন দুপুরে ওঁর বাড়ি গিয়ে যে-দিন যতটা পারব, ওঁকে পড়ে শোনাব। আমি শোনাতাম।

একদিন উনি বললেন, এটা যখন লিখেছিলাম, তখন তো বয়স অল্প ছিল। সব কথা অকপটে লিখেছিলাম। কিন্তু এটা যদি এখন ছাপা হয়, আমার নাতনিরা তো বড় হয়েছে, ওরা কী ভাববে!

ফলে আপত্তিকর অংশগুলো নির্মম ভাবে কেটে কেটে বাদ দিয়ে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের জন্য দিয়ে দেওয়া হল দেশ পত্রিকায়। যেহেতু ওটা হারিয়ে গিয়েছিল, তাই সেই স্মৃতি ধরে রাখার জন্য উনি ওটার নাম দিলেন— হারানো খাতা।

পরে দু'মলাটে বন্দি হয়ে যখন আনন্দ পাবলিশার্স থেকে বই আকারে বেরোল, তখন দেখলাম, দীর্ঘ ছ'পাতার ভূমিকার ছত্রে ছত্রে তিনি শুধু আমার কথাই লিখেছেন।

এই হচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী।

তখন উনি গলফ গ্রিনের বাড়িতে। ডেস্কটপ চালু হলেও ল্যাপটপ এসেছে কি আসেনি। অনেকেই টাইপ রাইটার ব্যবহার করতেন। রমাপদবাবুও করতেন। আমার ছেলে তখন খুব ছোট। স্কুল ছুটির পরে ওকে কোনও দিন নিয়ে যেতাম পরিতোষ সেনের বাড়িতে। কোনও দিন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। আবার কোনও দিন সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে। সে দিন গিয়েছিলাম রমাপদবাবুর বাড়ি।

ও দূর থেকেই টাইপ রাইটার দেখে এক ছুটে সেখানে গিয়ে ঠকাস ঠকাস করে বোতামগুলোয় মারতে শুরু করেছিল। আমি খেয়াল করিনি। খবরের কাগজ ওল্টাচ্ছিলাম। রমাপদবাবু হঠাৎ ঘরে ঢুকে ওটা দেখামাত্রই এমন চিৎকার করে উঠেছিলেন যে, আমার ছেলে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে থতমত খেয়ে রমাপদবাবুর দিকে তাকাতে তাকাতে গুটিগুটি পায়ে আমার পাশে এসে চুপটি করে বসে পড়েছিল।

রমাপদবাবুর ব্যবহারে আমি বেশ মর্মাহতই হয়েছিলাম। ওঁর স্ত্রী দারুণ পুডিং বানান। আমার খুব প্রিয় ছিল তাঁর হাতের পুডিং। এমন চেটেপুটে খেতাম যে, ফের অন্তত একবার, কোনও কোনও দিন দু'বার তাঁকে পুডিং দিতে হত। তবু সে দিন পুডিং না খেয়েই ছেলেকে নিয়ে আমি চলে এসেছিলাম।

পর দিন সকালে শুধু টাইপরাইটারই নয়, সুদৃশ্য বড় একটা এল নকশার টেবিল এবং রিভলভিং চেয়ার আমার ছেলের জন্য কিনে উনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এই হচ্ছেন রমাপদ চৌধুরী।

তখনও পরিবার বা নিকট কয়েক জন আত্মীয় ছাড়া কেউই জানেন না, রমাপদবাবু বেলভিউ ক্লিনিকে ভর্তি। আমার কাছে খবর পেয়ে রমাপদবাবুর অত্যন্ত প্রিয় পাত্রী, যিনি রমাপদবাবুর শেষ সাক্ষাৎকারটা নিয়েছিলেন, সেই মধুবন চক্রবর্তী ওই নার্সিংহোমে তাঁকে দেখতে এলেন। রমাপদবাবু ওঁকে তাঁর বড় মেয়ে মহুয়ার মেয়ে, মানে বড় নাতনি ভেবে বারবার ভুল করছিলেন।

উনি কিছুতেই এক ভাবে শুতে পারছিলেন না। এ পাশ ও পাশ করছিলেন। না, ছিয়ানব্বই বছর বয়সের জন্য না। শরীরটায় কোনও মাংস না থাকায় বোধহয় যে দিকেই পাশ ফিরুন না কেন, মনে হয়, হাড়ে লাগছিল। তবু তাঁকে একটু রিলিফ দেওয়ার জন্য নার্সরা নানান হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খাটের মাথার দিকটা খানিক পরে পরেই উপর-নীচ করছিলেন। বউ-মেয়ে বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে?

উনি ততবারই বোঝাতে চাইছিলেন, পিঠে ব্যথা হচ্ছে। হাতে ব্যথা হচ্ছে। নাকে গোঁজা নলটার জন্য অস্বস্তি হচ্ছে। আর মধুবনের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে একটা কথাই বলছিলেন, আমার খুব খিদে পেয়েছে আমি দুধ-ভাত খাব। তখন সবে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে। দুধ-ভাত কোথায় পাব!

না, তাঁকে আর দুধ-ভাত দেওয়া যায়নি। কোনও দিন দিতেও পারব না। তবু এখনও যেন কানে বাজছে রমাপদবাবুর সেই করুণ আর্তি — আমি দুধ-ভাত খাব। আমি দুধ-ভাত খাব।

আমি যখন রমাপদবাবুর সহকারী হিসেবে আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে কাজ করতে যাই, প্রথম দিনই উনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, আপনি যখন এই অফিসে ঢুকবেন, আপনার যত রাগ, ক্ষোভ, দুঃক্ষ, হা-হুতাস আছে, সব গেটের বাইরে রেখে ঢুকবেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখবেন, আপনার শত্রুও যদি ভাল লেখে, তার বাড়ি বয়ে গিয়ে লেখা নিয়ে আসবেন। আর আপনার বন্ধুর লেখা যদি নট আপ টু দ্য মার্ক হয়, তা হলে জোড় হাত করে তাকে বিদেয় করবেন। মনে থাকবে?

তাঁর কাছে আমি যত দিন কাজ করেছি এবং পরবর্তিকালে শুধু তাঁর সঙ্গে যৌথভাবেই নয়, অন্য কারও সঙ্গে কিংবা একক ভাবেও যখন কোনও সংকলন সম্পাদনা করেছি, তাঁর এই উপদেশটা আমি সব সময় মনে রেখেছি। তাই আমার বারবার মনে হয়, তাঁর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে বাংলা সাহিত্যের একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তাই-ই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে সম্পাদনার স্বর্ণযুগ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির কান কেটে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কংগ্রেস দলে যোগ না দেওয়ায় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির কান কেটে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার বীরনগর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিচাপা এলাকায়। এই ঘটনার পর আহত তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। পুরো বিষয়টি নিয়ে পুলিশে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি তুমুল রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। অবিলম্বে কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছে কালিয়াচক ১ ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। আহত তৃণমূল নেতা সেলিম শেখ বাক্কার শেখ খালেক শেখ রানা শেখ সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মেডিক্যাল কলেজের কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, আহতের ডান কানের মাঝামাঝি কাটা পড়েছে। জরুরি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কানের অংশ জোড়া দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত তৃণমূল নেতার নাম সেলিম শেখ (৪৫)। তার বাড়ি বীরনগর এলাকায়। বীরনগর ১ অঞ্চল কমিটির তৃণমূল দলের সভাপতি পদে রয়েছেন সেলিম শেখ। পুলিশকে অভিযোগে আক্রান্ত বীরনগর ১ তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি সেলিম শেখ জানিয়েছেন, চলতি বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় তাঁকে কংগ্রেসে আসার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। কংগ্রেস দলের না যাওয়ায় এবং ভোট প্রচার না করায় তখন থেকে তাকে হুমকি দিচ্ছিল ওই দলের স্থানীয় কিছু কর্মীরা। এদিন রাতে বাড়ির বাইরে দলীয় এক কর্মীর সঙ্গে কথা বলছিলেন সেলিম শেখ। সেই সময় অভিযুক্তরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে অতর্কিতে তার উপর হামলা চালায়। হাঁসুয়ার আঘাতে তার কান কাটা যায়।

জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি বাবলা সরকার জানিয়েছেন, এই ঘটনার জন্য আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সামনেই লোকসভা নির্বাচন, তাই এখন এলাকায় সন্ত্রাস কায়েম করতে কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আমাদের দলের অঞ্চল সভাপতি ওপর হামলা চালিয়েছে। অভিযুক্তদের নির্দিষ্ট নাম দিয়ে কালিয়াচক থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। দ্রুত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিও পুলিশকে জানানো হয়েছে। জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ইশা খান চৌধুরী জানিয়েছেন, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এখানে রাজনৈতিক কোনও যোগ নেই। নিজেদের মধ্যে গোলমালের ঘটনা জানাজানি হতেই এখন কংগ্রেসের ঘাড়ে মিথ্যা দোষ চাপানো হচ্ছে। কালিয়াচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা এলাকা ছাড়া। তাদের খোঁজ শুরু করা হয়েছে।

স্বজনপোষণ-সহ নানা অভিযোগে পুর চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: দেড়শো বছরের প্রাচীন মেদিনীপুর পুরসভায় তৃণমূল বনাম তৃণমূলের লড়াই শুরু হয়েছে। তৃণমূলের পুরপ্রধান সৌমেন খানের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ অবস্থানে বসেছেন তৃণমূল কাউন্সিলরদেরই একাংশ।

পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ, উন্নয়নের বরাদ্দ অর্থ নয়ছয় সহ একাধিক অভিযোগ তুলে অবস্থানে বসেছেন বিক্ষোভকারী কাউন্সিলররা। বিগত পুরসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর পুরসভায় বিপুল জয় পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ২৫ টি আসনের মধ্যে ২০ টিতে জয় পেয়েছিল শাসক দল। পুরবোর্ড গঠন করে তৃণমূল চেয়ারম্যান করেন সৌমেন খানকে। কিন্তু গোষ্ঠী কোন্দল চরমে পৌঁছনোয় মৌসুমী হাজরা, বিশ্বনাথ পাণ্ডব, মৌ রায়, ডাঃ গোলক বিহারী মাঝি, ইন্দ্রজিৎ পানিগ্রাহি সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূল কাউন্সিলর চেয়ারম্যান পদ থেকে সৌমেন খানের পদত্যাগ দাবি করে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছেন।

বিক্ষোভকারী কাউন্সিলরদের বক্তব্য, তৃণমূলেরই কাউন্সিলরদের একাংশের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হচ্ছে। মেদিনীপুর পুরসভাকে আর্থিক ভাবে অসুস্থ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ চেয়ারম্যান অপরিকল্পিত ও একনায়কতান্ত্রিক ভাবে পুরবোর্ড পরিচালনা করছেন। কাউন্সিলরদের উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচের সঠিক হিসাব দেওয়া হচ্ছে না। ওয়ার্ডের কাজের জন্য পর্যাপ্ত শ্রমিক না দিয়ে সেই টাকায় মোচ্ছব করা হচ্ছে। উন্নয়নের টাকা অন্য খাতে খরচ করা হচ্ছে। কাউন্সিলরদের একাংশ বঞ্চিত, অপমানিত হচ্ছেন বলেও অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের। অভিযোগ, পুরপ্রধান সৌমেন খানের নেতৃত্বে পুরসভায় দালাল চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অবিলম্বে পুরপ্রধান সৌমেন খানের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন বিক্ষোভরত তৃণমূল কাউন্সিলররা। তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ও আন্দোলন প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান সৌমেন খান বলেন, দলের জেলা সভাপতিকে বিষয়টি জানিয়ে বলেছি, সমস্যা যদি হয়ে থাকে সবাইকে ডাকুন। আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেব। আমি সবাইকে সমান গুরুত্ব দিয়েই কাজ করি। টাকা যেটা এসেছে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। উন্নয়নের কাজে যাঁরা যাঁরা রিকুইজিশন দিয়েছেন সেগুলি সবই হয়েছে। কোনও ভাবেই কাউকে বঞ্চিত করা হয়নি। তাঁর পদত্যাগের দাবি প্রসঙ্গে পুরপ্রধান বলেন, দল আমাকে পদে বসিয়েছে। দল যদি আমাকে পদ ছাড়তে বলে তাহলে আজকেই ছেড়ে দেব।

আইনি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী রক্তিম রায়, পিতা প্রয়াত রতন রায়, সাকিন : হেমন্ত অ্যাপার্টমেন্ট, ইলিয়াস রোড, পো : কামারহাটি, থানা : খড়দা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৫৮, মূল বিক্রয় দলিল (দলিল নং ০২১৭২/২০১৪) ইলিয়াস রোড, আগরপাড়া হারিয়ে ফেলেছেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জেনারেল ডায়েরি (জি ডি ই নং : ২৩৬৭) ২৫/১২/২০২৩ তারিখে খড়দা থানায় দাখিল করেছেন। যদি কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নথি পেয়ে থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত যোগাযোগ নম্বরে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তমাল চক্রবর্তী
অ্যাডভোকেট,
বারাকপুর কোর্ট,
যোগাযোগ নং : ৬২৯১০৭২৪৭৪

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

নিলাম অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেল আইডি : mukesh.sinha@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।

নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৯.০১.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ২৯.০১.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১,০৫,২৪,০৮০.৭৩ টাকা ০১.১১.২০০৭** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স গাঙ্গুলি ইলেক্ট্রনিকস, ঠিকানা** - ১৪৯/১, ব্যানার্জি পাড়া রোড, মসজিদ মোড়, কলকাতা - ৭০০০৪১, **শ্রী সৌমিক গাঙ্গুলি,** ছন্দনীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, ১৪, বাবু রাম ঘোষ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪০, **শ্রীমতি চন্দ্রা গাঙ্গুলি,** ছন্দনীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, ১৪, বাবু রাম ঘোষ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪০, কাছ থেকে আদায়ের জন্য। **সম্পত্তি নং ১ :** সংরক্ষিত মূল্য **১৭,৩৮,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা দাখিল **১,৭৩,৮০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা। **সম্পত্তি নং ২ :** সংরক্ষিত মূল্য **২১,২১,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা দাখিল **২,১২,১০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ২ ছটাক ২৫ বর্গফুট, ঢালিপাড়া, মৌজা- হরিদেবপুর, জেএল নং ২৫, থানা-হরিদেবপুর, খতিয়ান নং ৬১১ এবং ১০৫৪, আরএস নং ৩৫, আরএস দাগ নং ৯৮১ এবং ৯৮২ (অংশ), জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ১২৫-১৯৯৩ সালের অনুযায়ী শ্রীতিমির গাঙ্গুলির নামে। **(সম্পত্তি আইডি : এসবিআইএন৭৭০৬৬১৩১৫২৭১)**

সম্পত্তি ২ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ৪ কাঠা ৫ ছটাক, সুকান্ত পল্লি, মৌজা- হরিদেবপুর, জেএল নং ২৫, থানা- হরিদেবপুর, খতিয়ান নং ৬২০, আরএস নং ৩৫, আরএস দাগ নং ৯৫৩ এবং ৯৫৯ (অংশ), কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২২, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ৩৮২০-১৯৯৬ সালের অনুযায়ী শ্রীতিমির গাঙ্গুলির নামে। **(সম্পত্তির আইডি : এসবিআইএন৭৭০৬৬১৩১৫২৭২)**

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২২.০১.২০২৪ | প্রতীকী দখলীকৃত | যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৩৭৫

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ২৮.১২.২০২৩
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

হিন্দু ধার্মিক অনুষ্ঠানে রক্তদান মুসলিম ভাইদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: গত ২৫ ডিসেম্বর সোমবার শুরু হয়েছে বাকলেশ্বরী কালীর বাৎসরিক পুজো ও উৎসব অনুষ্ঠান। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৃণাঙ্কুরের উদ্যোগে এই উৎসব চলবে আগামী রবিবার পর্যন্ত। বিভিন্ন দিন রয়েছে ধার্মিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক সহ বিভিন্ন কর্মসূচি। বুধবার সকালে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। শিবিরটির সূচনা করেন পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। শিবিরে রক্তদান করেন ৫০ জন মুসলিম পুরুষ ও মহিলা। হিন্দু সম্প্রদায়ের কোনও ধার্মিক অনুষ্ঠানে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল মুসলিম পুরুষ, মহিলাদের স্বেচ্ছায় রক্তদানের ঘটনা। রক্তদাতা এক মহিলার দাবি, ধর্ম নিজের নিজের কিন্তু উৎসব সবার। তাছাড়া রক্তের কোনও ধর্ম হয় না, রক্তদান একটি মহান কাজ , সেই কাজে অংশ নিতে পেরে গর্ববোধ করছেন বলে জানান ওই মহিলা।

সারা ভারত শিশু ও কিশোর শরীর শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল আমোদপুর জয় দুর্গা হাইস্কুলে। মণিমালা মহাকেন্দের আয়োজনে মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া এই শিবির চলবে শনিবার পর্যন্ত। ৮৩ তম এই শিবিরে ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রী যোগ দিয়েছে। উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সংসদ সদস্য সামিরুল ইসলাম।

পথবন্ধু কর্মসূচি পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে এবং কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের উদ্যোগে বুধবার কাঁকসার বাঁশকোপা নাকা পোস্টের সামনে ট্র্যাফিক পুলিশের পথবন্ধু কর্মসূচি পালন করা হয়।

বুধবার দুপুর ৩টে থেকে একটি বেসরকারি নার্সিং কলেজের পড়ুয়াদের নিয়ে পথচলতি মানুষদের ও বিভিন্ন যানবাহন চালক ও বাইক আরোহীদের নিয়ে একটি সচেতনতা শিবির ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ট্র্যাফিক গার্ডের এসিপি তুহিন চৌধুরী, কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের ইন্সপেক্টর সাজাদুল হক, কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের ওসি অমর দাস সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

এসিপি তুহিন চৌধুরী জানিয়েছেন, রাস্তায় অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে। মানুষ আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে। পুলিশের আগে পথ লতি মানুষরা ও গাড়ি চালকরা যাঁরা প্রথম আহতকে দেখতে পান, তাঁরা যদি প্রাথমিক বিষয়গুলি শিখে রাখতে পারেন, তবে অনায়াসে একটি মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা যাবে। যদি বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে। অন্যদিকে দুর্ঘটনা ঘটলে যে কোনও মানুষ কী ভাবে আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাবে সেই পদ্ধতিগুলো হাতেকলমে শেখানো হয়। যাঁরা এই বিষয়গুলো শিখছেন, তাঁদের একটি করে 'পথ বন্ধু' পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে।

ট্র্যাফিকের এই কর্মসূচিতে যোগদান করে খুশি বাইক আরোহীরা। তাঁরা জানিয়েছেন, রাস্তায় অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। পদ্ধতিগুলো শিখে যে কেউ একজন আহতকে উদ্ধার করতে পারবে। তাঁকে যাতে বাঁচানো যায় তার চেষ্টা করা যাবে।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **মেসার্স এসআরপি এস্টেট প্রা লি,** একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানির নামে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত মূল **রেজিস্ট্রেশন নং বি.০৫.০৫৪৫৬** হারিয়ে গিয়েছে। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে কোনও অসদ্ব্যক্তি দ্বারা অপব্যবহার থেকেও সাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে।

এসআরপি এস্টেট প্রা লি এর পক্ষে
৪, সিনাগগ স্ট্রিট, ৯ম তল,
কলকাতা- ৭০০০০১

স্থান : কলকাতা | স্বা/-
তারিখ : ২৭.১২.২০২৩ | ডিরেক্টর

আমরা, সুপ্রিয়া ঘোষ এবং রাখী ঘোষ মালিক ফ্ল্যাট নং : ১০৩, টাওয়ার-৭, ইউনিওয়ার্ল্ড সিটি-ভিস্তাস, নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতা মেসার্স বেঙ্গল ইউনিটেক ইউনিভার্সাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা লি কর্তৃক ইস্যুকৃত মূল মানি রিসিট : রিসিট নং -০০৫৬৩৬ তারিখ ০৪.০৬.২০১১, রিসিট নং : ০০৫৮৭৫ তারিখ ১৪/০৭/২০১১, রিসিট নং : ০০৬৪৭১ তারিখ ২৬/০৮/২০১১, রিসিট নং :০০৬৫২৮ তারিখ ২৯/০৮/২০১১, রিসিট নং : ০০৬৯৪৪ তারিখ ৩০/০৯/২০১১, রিসিট নং : ০০৭৩৩৪ তারিখ ১৬/১১/২০১১, রিসিট নং ০০৭৩৩৫ তারিখ ১৬/১১/২০১১, রিসিট নং : ০০৭৮৬৫ তারিখ ২১/১২/২০১১, রিসিট নং ০০৭৮৬৬ তারিখ ২১/১২/২০১১, রিসিট নং : ০০৮৪৯৬ তারিখ ১০/০২/২০১২, রিসিট নং ০০৮৪৯৬ তারিখ ১০/০২/২০১২, রিসিট নং : ০০৯১৫১ তারিখ ০৭/০৪/২০১২, রিসিট নং ০০৯২৪৪ তারিখ ১১/০৪/২০১২, রিসিট নং : ০০৯৯৬৪ তারিখ ০৮/০৬/২০১২, রিসিট নং ০০৯৯৬৫ তারিখ ০৮/০৬/২০১২, রিসিট নং ০১০৪৩৫ তারিখ ০৯/০৮/২০১২, রিসিট নং ০১০৪৬৬ তারিখ ১৩/০৮/২০১২, রিসিট নং ০১৩২৬৮ তারিখ ২০/০৫/২০১৯, হারিয়ে গিয়েছে। কোনও ব্যক্তি নথিগুলি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৮২৯৬০৬৯৪৬১ নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

A-6-31/A/New, নেতাজী পার্ক রোড, মহেশতলা, পিন-700141, RS & LR Dag no. 539, মৌজা-জগতলা, দঃ ২৪ পরগণা - সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয়ের উপর আলিপুর আদালত কর্তৃক ইন্‌জাংকশন্ জারী করা হল। 1853/2023.

দিব্যা ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড
CIN: U51109WB1995PLC069518
রেজিস্টার্ড অফিস: ৮/২ কিরণ শঙ্কর রায় রোড, ৩য় তল, রুম নং ২৮, কলকাতা ৭০০০০১
টেলিফোন: (০৩৩) ২২৪৩-৯১৮৫
ই-মেইল: divya.kol@gmail.com

নোটিস

মাস্টার ডিরেকশন -রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি - স্কেল বেসড রেগুলেশন) ডিরেকশনস, ২০২৩ অনুসারে এতদ্বারা এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, কোম্পানির নন- এগজিকিউটিভ নন-ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর রূপে শ্রী সুভাষ মুখার্জিকে -কে নিয়োগের প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। পরিচালকমণ্ডলীতে উপরোক্ত পরিবর্তনে কোম্পানির শেয়ারধারণে কোনও প্রভাব পড়বে না বা কোম্পানির বিক্রি/স্বত্ব হস্তান্তর/ পরিচালনাও কোনও প্রকারে প্রভাবিত হবে না।

দিব্যা ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড
ও.বি. আডিড
ম্যানেজার এবং কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ: ২৭ শে ডিসেম্বর, ২০২৩

ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল, বেঞ্চ-৫, নিউ দিল্লি
আইএ নং ২২১৫/এনডি/২০২৩
সিপি নং (আইবি) নং : ৭১৮/পিবি/২০১৮
অশোক কুমার গুপ্তা লিকুইডেটর- ডায়নামিক শেলস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড সম্পর্কিত
--আবেদনকারী
বনাম
শ্রী শম্ভু প্রসাদ সিং এবং অন্যান্য
--বিবাদি
এবং
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -সম্পর্কিত
--আর্থিক ঋণদাতা
বনাম
ডায়নামিক শেলস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
--কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা

সিডি-এর বরখাস্ত ডিরেক্টরগণ :
শ্রী শম্ভু প্রসাদ সিং
সাকিন : এইচ-১৭, ৩য়তল, কৈলাশ কলোনি, নিউ দিল্লি-১১০০৪৮
শ্রীমতি নির্মলা ভট্টর,
সাকিন : এটিএস অ্যাডভান্টেজ, ফ্ল্যাট নং ১১১৮৪, ১৭, অহিংসা খণ্ড-১, ইন্দিরাপুরম, গাজিয়াবাদ-২০১০১৪, ইউপি
সাই বাবা বিল্ডার্স অ্যান্ড কনস্ট্রাকশনস প্রা লি,
সুখ সাগর, ২/৫, শরৎ বোস রোড, ১৩ তম তল, কলকাতা- ৭০০০১২।

যেহেতু উক্তনাম্নী বিবাদিগণ -সিডি- আইএ নং ২২১৫/এনডি/২০২৩-সিপি(আইবি) নং ৭১৮/পিবি/২০১৮ লিকুইডেটর কর্তৃক ২০১৬ আই এবং বি কোড এর ৬৬ অধীনে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে বেআইনি লেনদেনের বিষয়ে বিচার প্রার্থনা করেছেন, ফলে সাধারণ নোটিশ মাধ্যমে আপনাদের মাননীয় ট্রাইব্যুনাল সমীপে ২৩.০১.২০২৪ তারিখে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট আইএ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তিকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

ট্রাইব্যুনালের আদেশক্রমে তারিখ ০৪.১২.২০২৩, সিডির লিকুইডেটর

PUBLIC NOTICE

This is to inform the General Public that following share certificate of M/s Philips Lighting India Ltd. having its registered office at PS Arcadia Central, 3A, 3rd Floor, 4A, Abanindranath Thakur Sarani (Camac Street), Kolkatta-700017 registered in the name of the following share holder have been lost/misplaced/Not found.

Name of Share holder	Folio No.	Certificate No.	Distinctive No.	Share Units
PARMESHWARI DEVI KEDIA RAJESH KUMAR KEDIA	003764	3764	55647745 to 55647965	221

The public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificate.

Any person who has any claim in respect of the above said share certificate should lodge such claim with the Company or its Registrar and Transfer Agent M/s KFin Technologies Ltd. Selenium Tower-B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad-500032, E-mail: einward.ris@ kfintech.com within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate.

For & on behalf of: Mrs. Parmeshwari Devi Kedia
Adv. Ronak Kedia (9879577885) Place: Kolkatta, Date: 28.12.2023

সমতা কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড করুণাময়ী ব্রাঞ্চ
করুণাময়ী কমিউনিটি সেন্টার-তথা-কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
(২য় তল), ব্লক - ইডি, সেক. II, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন : (০৩৩) ২৩৫৮ ৩৮৮২/৩৮৮৩

২০০২ সালের সারফেসি আইন ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধাদি বকেয়া পরিমাণ মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টিং নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেসট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে জ্ঞাত শেষ ঠিকানায় পাঠানো হয়, কিন্তু তা অবন্টিত অবস্থায় ফিরে আসায় সংশ্লিষ্ট নোটিশ দ্বারা অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**মেসার্স গ্লোবাল টেকনো ট্রেড** **অংশীদারগণ :** **১. শ্রীমতি সর্বাণী মিত্র** **২. শ্রী সৌম্য কুমার ঘোষ** ২৯/১বি, সাহানগর রোড, এফআই-সি, ২য় তল, থানা-কালীঘাট, কলকাতা ৭০০০২৯। **১. শ্রীমতি সর্বাণী মিত্র (অংশীদার)** স্বামী শ্রী সৈকত মিত্র ৫০৯, রেল বিহার, ইকেটিপি, আনন্দপুর, থানা-আনন্দপুর, কলকাতা- ৭০০১০৭ **২. শ্রী সৌম্য কুমার ঘোষ (অংশীদার)** পিতা শ্রী সমীর কুমার ঘোষ জি-২/৪, করুণাময়ী হাউজিং এস্টেট, সেক্টর-২, সল্ট লেক, থানা-বিধাননগর (পূর্ব), কলকাতা-৭০০০৯১ **৩. শ্রী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় (জামিনদাতা)** পিতা প্রয়াত প্রদ্যুৎ গঙ্গোপাধ্যায়, ফকটগোরা (উ), বাগবাজার স্টেশন রোড, চন্দননগর, জেলা-হুগলি, পিন- ৭১২১৩৬। **ক্যাশ ক্রেডিট এ/সি নং : সিআর-৩০৫**	**তপশিল "সি" অংশ -১:** (অনুগ্রহকরে উল্লেখ করুন সকল দায়বদ্ধ সম্পত্তিগুলি, যেমন-চলতি সম্পদ মজুত, বুক ডেটস, আদায়যোগ্য, পণ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ার্স এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্লান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি নথিতে উল্লিখিত মতে (তপশিল "বি") চলতি সম্পদ মজুত, বুক ডেটস ইত্যাদি। দায়বদ্ধ অস্থাবর সম্পদ মজুত এবং বুক ডেটস সহ : **অংশ -২ :** (অনুগ্রহকরে ব্যাঙ্কে দাখিলকৃত নথি/দলিল অনুযায়ী বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত উল্লেখ করুন) (তপশিল "বি")। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৫০ বর্গফুট কমবেশি, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৯/১বি, সাহানগর রোড, ওয়ার্ড নং ৮৮, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, পো-কালীঘাট, থানা-টালিগঞ্জ,জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০০২৬, দলিল নং ১-১৬০৫০১৮৪০, ভল্যুম নং ১৬০৫-২০১৮, পৃষ্ঠা ৫৫০৪৮ থেকে ৫৫০৯৮, -২০১৮ সালের। এডিএসআর-আলিপুর। **সম্পত্তি শ্রীমতি সর্বাণী মিত্র, পিতা সৈকত মিত্র** এর নামে।	**১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ** **৩১.১০.২০২৩** **এনপিএ তারিখ** **০১.০৭.২০২৩**	৪৬,২৩,৪৪৪.২০ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ তেইশ হাজার চারশ চুয়াল্লিশ টাকা এবং কুড়ি পয়সা) টাকা ৩১.১০.২০২৩ অনুযায়ী এবং ৩১.১০.২০২৩ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ সহ। চুক্তি মোতাবেক হারে উল্লিখিত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা বিকল্প হিসেবে নোটিশ পেরণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাকে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে ৬০ দিন অতিক্রান্তে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) সংস্থান অধীনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ২৮.১২.২০২৩
স্থান : করুণাময়ী, সল্টলেক সিটি

অনুমোদিত অফিসার
সমতা কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.

শাখা : আরএসিপিসি-কাম-এসএআরসি, হাওড়া
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১ ইমেল আইডি : sbi.10263@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : শ্রীমতি তন্দ্রিতা বিশ্বাস, ইমেল আইডি : sbi.10263@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৬২৮৫৩২

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়

এতদ্বারা জনসাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ (গণ) অবগত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি জামিনদত্ত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/দায়বদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রকৃত দখল ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং '**যেখানে যেমন আছে এবং যেখানে যা আছে ভিত্তিতে**" ৩০.০১.২০২৪ **তারিখে বিক্রি করা হবে** নির্ধারিত ঋণদাতা কর্তৃক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ৩০.০১.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে

	ঋণগ্রহীতা(গণ) নাম এবং ঠিকানা	ক) বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহ বিক্রির মাধ্যমে আদায় করা হবে এবং খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের নোটিশ	সম্পত্তি/সমূহের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (যার কমে সম্পত্তি বিক্রি হবে না) ইএমডি (১০ শতাংশ সংরক্ষিত মূল্যে) বর্ধিতকরণ মূল্য	ই-নিলামের তারিখ এবং সময় অংশগ্রহণের অনুরোধ পত্র/ কেওয়াইসি নথি/ ইএমডি ইত্যাদি প্রমাণপত্র দাখিলের তারিখ এবং সময়
১	**শ্রী সঞ্জয় খানরা,** হোল্ডিং নং ১২৪, নস্কর পাড়া লেন, পো-ঘুষুড়ি থানা, মালিপাঁচঘড়া, জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১১০৭, ফ্ল্যাট নং ৪০২	ক) বকেয়া পরিমাণ : ১০,৪৭,০৪৫.০০ টাকা ০৫.০৩.২০২০ অনুযায়ী অ্যাকাউন্ট নং ৩৬৯৫৮৭৭৫৭৮৯ (এইচবিএল) ৩৬৯৫৮৮১৪৯৫৮ (এসইউআর) পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় এবং মূল্য সহ **খ) সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ** ০৫.০৩.২০২০ গ) দখলের তারিখ ০৯.০৬.২০২১ দখলের ধরন : স্বত্ব দখলীকৃত	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪০২, পরিমাণ কমবেশি ৫৪০ বর্গফুট ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫ম তলে, দুই বেড রুম, এক কিচেন, এক লিভিং এবং ডাইনিং, এক টয়লেটে সংশ্লিষ্ট ভবনে অবস্থিত হাওড়া পুরসভা কর্পোরেশন হোল্ডিং নং : ১২৪, নস্কর পাড়া লেন, পোস্ট অফিস : ঘুষুড়ি, থানা-মালিপাঁচঘড়া, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১১০৭, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত । **সম্পত্তি শ্রী সঞ্জয় খানরা উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০১০৬০৪৩ -২০১৭, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০১-২০১৭,পৃষ্ঠা ১৬৪৭৩৭ থেকে ১৬৪৭৭২।**	১৪,১১,০০০.০০ টাকা ১,৪১,১০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা	৩০.০১.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ ২৫.০১.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি

১. ইচ্ছুক ক্রেতা / দরদাতাকে ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে ইএমডি এর পরিমাণ (রিজার্ভ মূল্যের ১০ শতাংশের সমতুল্য) জমা দিতে হবে "**স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া**" এর পক্ষে যেকোন জাতীয় ব্যাঙ্কে ডিমান্ড ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেকের মাধ্যমে। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ পত্র সহ, পরিচয়ের প্রমাণের স্ব-প্রত্যয়িত কপি (কেওয়াইসি), প্যান কার্ড, বর্তমান ঠিকানার প্রমাণ, বৈধ ই-মেইল আইডি এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, **আরএসিপিসি-কাম-এসএআরসি হাওড়ার** অনুমোদিত অফিসারের কাছে যোগাযোগ করতে হবে।
২. সর্বোচ্চ দরদাতা নিলামের তারিখ থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিলামের পরিমাণের ২৫ শতাংশ অনুমোদিত অফিসারের কাছে জমা দিতে হবে; ইএমডি সমন্বয় করা হবে। নিলামের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ ডাক গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে। টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে ইতিমধ্যেই জমা করা পুরো টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৩. নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয় নিশ্চিতকরণের আগে যেকোনো পর্যায়ে যে কোনো সম্পত্তি বা অংশ প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করে। **২৪.০১.২০২৪ থেকে ২৫.০১.২০২৪ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে) পর্যন্ত** সম্পত্তি পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. নিরাপদ পাওনাদার দ্বারা বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে। সফল দরদাতার ঘোষণার বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সমস্ত দরদাতার জন্য বাধ্যতামূলক হবে।
৫. রেজিস্ট্রেশন, স্ট্যাম্প ডিউটি/ট্যাক্স ইত্যাদি সহ সমস্ত অ্যাটেনডেন্ট চার্জ ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
৬. এটি উপরোক্ত ঋণ অ্যাকাউন্টের ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকেও একটি নোটিশ যা তাদের বকেয়া পাওনা সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা হলে উপরে উল্লেখিত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।
৭. এই প্রকাশনাটি উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে প্রয়োজনীয় পনের দিনের (১৫ দিনের) নোটিশও।
৮. ই-নিলাম '**যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেমন আছে তেমন'** এ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং '**অনলাইন**' পরিচালিত হবে নিলামটি ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকার **মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের** মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ওয়েব পোর্টালের নাম https://sbi.auctiontigen.net এবং হেল্প লাইন নং **৬৩৫২৬৩১৭৬৬, ৬৩৫২৬৩২০৯৮, ৯২৬৫৫৬২৮১৯, ৭৮৫৯৮০০৬২১, ৬৩৫২৬৩১৯৬৮** এবং ইমেল আইডি support@auctiontiger.net। ই-নিলামের জন্য ব্যাঙ্ক/পরিষেবা প্রদানকারীর কোনো কারণ নির্বিশেষে সাইট অ্যাক্সেসে কোনো বাধা বা বিলম্বের জন্য দরদাতাদের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না।
৯. অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্যের জন্য, সম্পত্তি/সমূহ কোন দায়বদ্ধতা নেই। যাইহোক, ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়-দায়িত্ব, সম্পত্তির শিরোনাম/নিলামে রাখা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া/সম্পত্তিকে প্রভাবিত করার বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করতে হবে। ই-নিলামের বিজ্ঞাপনটি ব্যাঙ্কের কোনও প্রতিশ্রুতি বা কোনও প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং বিবেচিত হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাংকের পরিচিত বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায় সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক/নিরাপদ পাওনাদার কোনও ভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য দায়ী থাকবে না। [দ্রষ্টব্য : ব্যাঙ্কের কাছে কোনো দায়-দায়িত্ব থাকলে তা জানাতে হবে।]
১০. বিক্রয়টি আর্থিক সম্পদের সুরক্ষাকরণ এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা স্বার্থের প্রয়োগ আইন, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্তের সাপেক্ষে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : দয়া করে মনে রাখবেন যে সুরক্ষিত পাওনাদার, ব্যাঙ্ক সমস্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি জারি করার প্রক্রিয়াধীন। যদি কোন পক্ষের দ্বারা এটি না পাওয়া যায়, তাহলে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির এই প্রকাশনাটিকে পরিষেবার বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ : ২৮.১২.২০২৩
স্থান : হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

জলসা শুনে বাড়ি ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ যুবক, গঠন মেডিক্যাল টিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গভীর রাতে জলসা শুনে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম হল এক যুবক। আহত যুবকের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার শাহবাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেগুনটোলা এলাকায়। রাতেই গুলিবিদ্ধ যুবককে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আহত যুবকের বাম দিকের কোমরের নিচের অংশে গুলি লেগেছে। তবে জরুরি অস্ত্রোপচারের করার ক্ষেত্রে মেডিক্যাল টিম গঠন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। এদিকে পুরো ঘটনাটি নিয়ে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আহত যুবকের পরিবার।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গুলিবিদ্ধ যুবকের নাম জাবেদ শেখ (২৭)। তার বাড়ি শাহবাজপুর এলাকায়। এদিন রাতে বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে বেগুনটোলা গ্রামে জলসার আসরে গিয়েছিল ওই যুবক। গভীর রাতে বাড়ি ফেরার সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী তাকে অন্ধকারের মধ্যে লক্ষ্য করে গুলি করে। এরপরেই আহতের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

আহত যুবকের স্ত্রী লাইলি বিবি জানিয়েছেন, আমার স্বামীর সঙ্গে কারোর কোনও শত্রুতা নেই। কারা ওকে এভাবে গুলি করল কিছুই বুঝতে পারছি না। যদিও অন্ধকার রাস্তা থাকায় দুষ্কৃতীদের চিনতে পারেনি জাবেদ। এদিন রাত বারোটা নাগাদ স্বামীকে গুলি করার খবর আমরা জানতে পেরে এলাকায় ছুটে যায়। এরপর স্থানীয়দের সাহায্যে আহত জাবেদকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। পুরো ঘটনাটি নিয়ে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবক ভিন রাজ্যের শ্রমিক সরবরাহের কাজ সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই ঘটনার পিছনে টাকা-পয়সার লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় যুক্ত থাকতে পারে তবে যুবকের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে অন্ধকারের জন্য সে দুষ্কৃতীদের চিনতে পারেনি। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী আসার অপেক্ষায় চাকলা, প্রস্তুতি তুঙ্গে

সুমন তালুকদার ● দেগঙ্গা

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার অপেক্ষায় মুখিয়ে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা নাগাদ হেলিকপ্টারে চাকলা লোকনাথ মন্দির সংলগ্ন অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর আসাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা দেগঙ্গা এলাকা। সব ধরনের নজরদারি চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি চাকলা লোকনাথ ধাম সেজে উঠেছে। সেই সঙ্গে কর্মীসভার মঞ্চ ও সভাস্থলের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে।

ধর্মীয় পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্য পর্যটন দপ্তর চাকলা ও কচুয়ার উন্নয়নের জন্য প্রায় ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। তারমধ্যে চাকলার জন্য ছিল প্রায় ১৬ কোটি টাকা। চাকলায় দর্শনার্থী ও পর্যটকদের সুবিধার্থে মন্দিরের একাধিক উন্নয়ন

করা হয়েছে। মন্দিরে পুজো দিয়ে সেই সব উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা শাসক শরদ কুমার দ্বীবেদি জানিয়েছেন, এছাড়া তিনি হাবড়ার টেক্সটাইল হাট, তিনটি পঞ্চায়েত দপ্তরের, তিনটি পিডাব্লুডির, চারটি বিপিএইচই উদ্বোধন করবেন ভার্চুয়ালি। পাশাপাশি লোকসভা নির্বাচনে আগে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী কর্মীসভা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা অতিমাত্রায় কৌতূহলী। তেমনি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও অপেক্ষায় আছে তৃণমূল সুপ্রিমো কর্মীদের কি বার্তা দিয়ে লোকসভা নির্বাচনের রণকৌশল তৈরি করে দেন। উত্তর ২৪ পরগনর সাংগঠনিক ক্ষমতা আরও বাড়াতে ও নির্বাচনের আগে কর্মীদের সংঘবদ্ধ করার জন্য দলনেত্রী আগেই কোর কমিটি করে দিয়েছিলেন। এর মধ্যেই সেই কোর কমিটি জেলার বিধায়কদের নিয়ে দুটি মিটিং করেছেন। কোর কমিটি সদস্যরা কয়েকটি সমস্যার সমাধান করে দলীয় কর্মীদের কাজে উৎসাহিত করেছেন। দলনেত্রী কর্মীসভায় কোর কমিটির সদস্যদের আলাদা করে দলের সাংগঠনিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। ফলে সকল তৃণমূল নেতা মন্ত্রী কর্মীরা ইতিমধ্যেই হোমওয়ার্ক শুরু করে দিয়েছেন। এককথায় বলতে গেলে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর আগমন নিয়ে মুখিয়ে রয়েছেন সবাই। তার অপেক্ষায় প্রহর গুনেছে উত্তর ২৪ পরগনা।

মায়ের সই জাল করে পলিসির টাকা হাতানোর অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: এবার ছেলের প্রতারণার শিকার মা। বিমা কোম্পানির এজেন্টের মাধ্যমে মায়ের সই জাল করে পলিসির টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তারকেশ্বর থানা এলাকার মনোহরপুর গ্রামের বাসিন্দা আনোয়ারা বিবি খোদ নিজের সন্তানের প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন বলে দাবি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বাসিন্দা তারক পাত্র নামে এজেন্টের থেকে দু'টি পলিসি কিনেছিলেন আনোয়ারা বিবি। বছরে দু'বার তারকের কাছে প্রিমিয়ামের টাকা জমা করতেন আনোয়ারা। প্রত্যেক বছর প্রিমিয়াম বাবদ ২৩ হাজার টাকা দিতে হত। সম্প্রতি ওই পলিসি বন্ড জমা রেখে ঋণ নেন আনোয়ারা। ঋণের টাকা শোধ হওয়ার পর ১২ ডিসেম্বর পলিসির টাকা জমা করতে গিয়ে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে তাঁর।

তাঁর দাবি, টাকা জমা করতে গিয়ে তিনি দেখেন, নির্দিষ্ট মেয়াদের আগেই তাঁর সই নকল করে পলিসির টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। ছেলে জাভেদ মণ্ডলের সঙ্গে খোলা জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে সেই টাকা ঢুকেছে। এমনকি ওই অ্যাকাউন্ট থেকে তাঁর ছেলে জাভেদ টাকা তুলে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। যদিও আনোয়ারা বিমা কোম্পানির এজেন্টকেই দায়ী করেছেন। ছেলে নয়, বরং বিমা কোম্পানির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন মহিলা। আনোয়ারার অভিযোগ, 'বিমা কোম্পানির গাফিলতি রয়েছে। আমার সই যাচাই না করে কী ভাবে টাকা পাঠাল? এজেন্ট আমার ছেলের সঙ্গে যোগাসাজোশ করে আমার সই নকল করে জমা দিয়েছেন। আমার ছেলে অন্য রাজ্যে সোনার কাজ করে। আমি পুলিশ ও বিমা কোম্পানিকে অভিযোগ জানিয়েছি। এবার দেখা যাক, কী হয়।'

এজেন্টের দাবি, 'সই সঠিক মনে হওয়ার কারণে আমি তা অফিসে জমা দিয়েছি। সই যাচাই করার দায়িত্ব বিমা কোম্পানির, আমার নয়। এমন ঘটনা সত্যি হয়ে থাকলে মানুষের বিশ্বাস বিমা কোম্পানির ওপর নষ্ট হবে। অভিযোগ সত্যি হলে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' বিমা সংস্থার স্থানীয় শাখার ম্যানেজার জানিয়েছেন, তাঁর কাছে এখনও কোনও অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

৯৫টি কচ্ছপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিপুল পরিমাণে কচ্ছপ উদ্ধার করল রেল পুলিশ। তিনটি ব্যাগ ভর্তি ৯৫টি কচ্ছপ উদ্ধার হয় বর্ধমান স্টেশন থেকে। মাঝে মধ্যেই বর্ধমান স্টেশন থেকে কচ্ছপ উদ্ধারের ঘটনা ঘটে। এগুলো পাচারের উদ্দেশ্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলেই দাবি।

বুধবারও ফের কচ্ছপ উদ্ধার হল বর্ধমান স্টেশন থেকে। ডাউন চম্বল এক্সপ্রেস থেকে এই কচ্ছপ উদ্ধার হয়। বর্ধমান স্টেশনের আরপিএফের রুটিন তল্লাশির সময় একটি বগিতে শীটের নীচ থেকে ৩টি স্কুল ব্যাগ ভর্তি ৯৫টি কচ্ছপ উদ্ধার করে আরপিএফ। এই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার বা আটক হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলি তুলে দেওয়া হয় বন দপ্তরের হাতে। এদিন বর্ধমান স্টেশনের ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ডাউন চম্বল এক্সপ্রেসে রুটিং তল্লাশি চালানোর সময় কচ্ছপ গুলি উদ্ধার হয়। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এগুলো দেশীয় প্রজাতির কচ্ছপ।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল

জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত/দায়বদ্ধ জামিনদত্ত সম্পদের ঠিকানা	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১.	**ঋণগ্রহীতা : সুয়েভা এস্টেট অ্যান্ড বিশাল এস্টেট** **স্বত্বা. শ্রী শৈবাল প্রামাণিক** পিতা প্রয়াত সুনীল কুমার প্রামাণিক ঠিকানা - ভোলা ময়রার চক, পাটনা বাজার, পো. মেদিনীপুর, থানা - কোতয়ালি, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১০১ **বন্ধকদাতা তথা জামিনদাতা - শ্রীমতি মিঠু প্রামাণিক** স্বামী শ্রী শৈবাল প্রামাণিক ঠিকানা - ভোলা ময়রার চক, পাটনা বাজার, পো. মেদিনীপুর, থানা - কোতয়ালি, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১০১ **জামিনদাতা : ১. শ্রীমতি মিঠু প্রামাণিক**, স্বামী শ্রী সৈবাল প্রামাণিক, **২. শ্রী শৈবাল প্রামাণিক**, পিতা প্রয়াত সুনীল কুমার প্রামাণিক **৩. শ্রীমতি ইভা প্রামাণিক**, স্বামী প্রয়াত সুনীল কুমার প্রামাণিক **ঠিকানা** - ভোলা ময়রার চক, পাটনা বাজার, পো. মেদিনীপুর, থানা - কোতয়ালি, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১০১ **লোন এ/সি নং - সুয়েভা এস্টেট - ১১১৬১৯৫২৯৩২/৩৯৬৮৫৯৭৩০১৭/৪০৮৮৫৭৩৮৬৬৬ বিশাল এস্টেট - ৩৩০১৭৫০০৪০০/৩৯১৪৬৫২৪৭০৩/ ৩৯৬৮৬১০১২৪৯/৪০৮৮২২১৯৩৬১**	**স্বত্বাধিকারী শ্রী শৈবাল প্রামাণিক এবং শ্রীমতি মিঠু প্রামাণিক**, উভয়ের সাকিন : ভোলা ময়রা চক, পাটনাবাজার, পো-মেদিনীপুর, থানা-কোতোয়ালী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১০১। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক **মোট এরিয়া ০.০৮৫৫ একর**, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-পরগনা, এডিএসআর অফিস এবং পুরসভা মেদিনীপুর, মৌজা -বিবিগঞ্জ, জেএল নং ১৮০, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৬/১, সাবেক হাল নং ১৩, ওয়ার্ড নং ১৪, পাটনা বাজার মহল্লা হোল্ডিং নং ৮৩১/এ/৪৭৮, সম্পত্তি বিভিন্ন দাগ নং নিম্নোক্ত মতে বিস্তারিত : আরএস দাগ নং ১৩/২০৮১, এলআর দাগ নং ১২, বাস্তু জমি ০.০০৬২ একর, আরএস দাগ নং ১৪, এলআর দাগ নং ১৩, বাস্তু জমি ০.০৩৯০ একর, আরএস দাগ নং ১২, এলআর দাগ নং ১০, বাস্তু জমি ০.০২৬৯ একর। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : নিকাশি, পূর্বে : পুরসভা রোড, পশ্চিমে : নিকাশি সমন্বিত।	১১.১২.২০২৩	২৮.০৯.২০২২	**১,৩৬,৪৪,৬৭৬.৭০ টাকা (এক কোটি ছত্রিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার ছশো ছিয়াত্তর টাকা এবং সত্তর পয়সা) টাকা ১৪.১১.২০২৩ অনুযায়ী।** আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।
২	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী শৈবাল প্রামাণিক** পিতা প্রয়াত সুনীল কুমার প্রামাণিক **ঠিকানা** - ভোলা ময়রার চক, পাটনা বাজার, পো. মেদিনীপুর, থানা - কোতয়ালি, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১০১ **শ্রীমতি মিঠু প্রামাণিক** স্বামী শ্রী শৈবাল প্রামাণিক, ঠিকানা - ভোলা ময়রার চক, পাটনা বাজার, পো. মেদিনীপুর, থানা - কোতয়ালি, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১০১ **লোন এ/সি নং - ৩৭৮৮৯৩০৫৭৮০**	**স্বত্বাধিকারী শ্রী শৈবাল প্রামাণিক এবং শ্রীমতি মিঠু প্রামাণিক**, উভয়ের ঠিকানা : ভোলা ময়রা চক, পাটনাবাজার, পো-মেদিনীপুর, থানা-কোতোয়ালী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১০১। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক মোট এরিয়া **০.০৮৫৫ একর,** জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-পরগনা, এডিএসআর অফিস এবং পুরসভা মেদিনীপুর, মৌজা -বিবিগঞ্জ, জেএল নং ১৮০, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৬/১, সাবেক হাল নং ১৩, ওয়ার্ড নং ১৪, পাটনা বাজার মহল্লা হোল্ডিং নং ৮৩১/এ/৪৭৮, সম্পত্তি বিভিন্ন দাগ নং নিম্নোক্ত মতে বিস্তারিত : আরএস দাগ নং ১৩/২০৮১, এলআর দাগ নং ১২, বাস্তু জমি ০.০০৬২ একর, আরএস দাগ নং ১৪, এলআর দাগ নং ১৩, বাস্তু জমি ০.০৩৯০ একর, আরএস দাগ নং ১২, এলআর দাগ নং ১০, বাস্তু জমি ০.০১৩৪ একর, চলতি সার্ভে দাগ নং ১১, আরএস সার্ভে নং ১৩, বাস্তু জমি ০.০২৬৯। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : নিকাশি, পূর্বে : পুরসভা রোড, পশ্চিমে : নিকাশি সমন্বিত।	১১.১২.২০২৩	২৮.০৯.২০২২	**৩৫,০৬,৮২৫.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লাখ ছয় হাজার আটশ পঁচিশ টাকা) টাকা ১৪.১১.২০২৩ অনুযায়ী।** আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।
৩	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী কাঞ্চন দত্ত এবং শ্রীমতি দেবারতি দত্ত** **ঠিকানা** - ১-৫, ৫ম তল, স্পন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, ৩৮০/১, যশোর রোড, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা - ৭০০১২৯ **লোন এ/সি নং - ৩৯১৬৮৮৮০২৭৯ (এইউসিএ) (লোন এ/সি নং - ৬১২০৩৬১২১০৩)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জে-৪, চতুর্থ তলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২২৮ বর্গ ফুট কমবেশি এবং একটি কার পার্কিং স্পেস নং সিএস-৫, একতলায়, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৮৫ বর্গফুট কমবেশি হাউস কমপ্লেক্স "স্পন্দন অ্যাপার্টমেন্ট" সকলের ব্যবহারের যাবতীয় সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত সিঁড়ি, লিফট, প্রবেশ পথ, ভিতরের চলার পথ, নিকাশি, জল সরবরাহ, ফিক্সচার এবং ফিটিংস, বৈদ্যুতিক সুবিধাদি এবং অন্যান্য সুবিধাদি এবং জমির যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত জমি হোল্ডিং নং ৩৮০/১ যশোর রোড (দক্ষিণ), ওয়ার্ড নং পূর্বতন ২০, বর্তমান ওয়ার্ড নং ২২, মধ্যমগ্রাম, পুরসভা অধীন, থানা-বারাসত বর্তমানে -মধ্যমগ্রাম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। চৌহদ্দি : উত্তরে করিডর, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং এম, পূর্বে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : সড়ক সমন্বিত। দলিল রেজিস্ট্রিকৃত কাঞ্চন দত্ত এবং দেবারতি দত্ত নী মৈত্র, উল্লেখ্য দলিল নং ১৩১৩১-২০১৩ সালের	২০.১২.২০২৩	০১.০২.২০১৭	**৪৭,৯৭,২১২.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ সাতানব্বই হাজার দুশো বারো টাকা) টাকা ১৪.১১.২০২৩ অনুযায়ী।** আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

[দ্রষ্টব্য : এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আপনাদের নিকট প্রেরিত পূর্বেকার সকল নোটিশ বাতিল এবং/বা প্রত্যাহার করা হল]

তারিখ : ২৮.১২.২০২৩
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল

ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া / Union Bank of India

(A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬,
টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ **"যেখানে যা আছে", "যেখানে যা কিছু আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে আগামী **১১.০১.২০২৪** তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে ১০,০০০/- টাকা। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ১১.০১.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১০.০১.২০২৪, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ১১.০১.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ১০.০১.২০২৪	মোট বকেয়া ২০.০৮.২০২৩ অনুযায়ী। (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স আনন্দ ট্রেডারস** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** (আধা শহুরে) কাঞ্চননগর মৌজায় অবস্থিত জমি সম্পত্তি, জেএল নং ২৬, আরএস খতিয়ান নং ৯৪, ২১৩, ৪৪৬, ৬০৭, ১০১৮, ১৬০২, এলআর. খতিয়ান নং ২৭৬৪, আর.এস. প্লট নং ২৩০৬/পি, এলআর. প্লট নং ৪৫৭৮, হোল্ডিং নং ১১৪/১, মন্তেশ্বরতলা, কাঞ্চননগর, বর্ধমান পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ২৪, পোস্ট. - কাঞ্চননগর, থানা - বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দীর মালিকানাধীন সম্পত্তি, সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- ১২ ফুট, পৌরসভা রোড, দক্ষিণ - ত্রিদেব মন্ডলের জমি, পূর্ব - ত্রিদেব মন্ডল, পশ্চিম- কমল দাসের জমি; বন্ধকদাতা- শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দী। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৪৪,৩০,৭০০.০০ টাকা ২. ৪,৪৩,০৭০.০০ টাকা	৫৬,৯০,৪৭১.০০ টাকা (ছাপ্পান্ন লক্ষ নব্বই হাজার চারশত একাত্তর টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২.	**ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী অনিমেষ মুখার্জি,** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল কাস্ট-কুরম্বা -তে, কাস্ট-কুরম্বা বাস স্ট্যান্ডের কাছে অবস্থিত, মৌজা - শিয়ালদহ, জেএল নং ১২৬-এ অবস্থিত, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭১, প্লট নং ৩৩৫ বান্দুল ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে, পোস্ট অফিস - কাস্টো-কুরম্বা, থানা- বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান (পূর্ব), পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৬। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৪১,৩৬,০০০.০০ টাকা ২. ৪,১৩,৬০০.০০ টাকা	২৫,২৬,৬৮৪.০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ছ'শো চুরাশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩.	**ঋণগ্রহীতার নাম: আশা ভারত গ্যাস গ্রামীণ বিতরক** **শাখা: নলহাটি** **সম্পত্তির বিবরণ :** জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং বিদ্যমান বি+২ বাণিজ্যিক ভবন এবং এবিএস শেড এলপিজি গ্যাস গোডাউন, শ্রী কিষাণ হাঁসদা এর মালিকানাধীন, জেএল নং-৩০, খতিয়ান নং পূর্ববর্তী হাল-২৬, হাল-২৭৮৪, প্লট নং-১৮০৯-এ অবস্থিত। এলাকা ১৬ ডেসিমেল, (গ্যাস গোডাউন) রূপান্তরের পরে, জেলা- বীরভূম, থানা- নলহাটি, মৌজা হরিদাসপুর, হরিদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পরিমাপ- ১৬ শতক (কমবেশি)। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- রাস্তা, দক্ষিণ- রাহুল ভগতের জমি, পূর্বে-রাহুল ভগতের জমি, পশ্চিম- রাহুল ভগতের জমি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী দেবার্ঘ্য সান্যাল-৯১৬৩৬০৬০৪৯**	১. ৩৮,৬৩,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৮৬,৩০০.০০ টাকা	৩৩,২৪,৪৬২.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার চারশত বাষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৪.	**ঋণগ্রহীতার নাম : আশিস কুমার মাল** **শাখা-সিউড়ি** **সম্পত্তি** - জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা চাতরা -তে অবস্থিত, জেএল নং- ৭৭, আরএস খতিয়ান নং-১০৬৭, এলআর খতিয়ান নং- ৫১, খতিয়ান নং- ১৫৩, দাগ/ প্লট নং- ৫২১, কোমা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- চাঙ্গুরিয়া, থানা- সিউড়ি, জেলা- বীরভূমে ০৪ শতক পরিমাপের আশিস কুমার মালের নামে। **যোগাযোগ ব্যক্তি : শ্রী অর্জুন কুমার দাস - ৭৯৯১১৩৩২৯৬**	১. ৭,০৫,০০০.০০ টাকা ২. ৭০,৫০০.০০ টাকা	৮,৮৯,৯৯৮.০০ টাকা (আট লক্ষ উননব্বই হাজার নয়শত আটানব্বই টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৫.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বাবা লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ** **শাখা- বাঁকুড়া (৬০৮৪০)** **সম্পত্তি** - জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা -ডেমুরারি, গোপিনাথপুর, জেএল নং- ২০৫, থানা ও জেলা-বাঁকুড়া, ওয়ার্ড নং- ৫, বাঁকুড়া পৌরসভার অধীনে, আরএস খতিয়ান নং- ১২৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৪৯৭, আর.এস. প্লট নং- ২৬৪/১৪৯৫, এলআর প্লট নং- ৪৫৫৬ এলাকা ০.০২৮ একর শ্রী তন্ময় নন্দীর নামে। সীমানা: উত্তর- শ্রী অরুণ কুন্ডুর বাড়ি, দক্ষিণ- রেলওয়ের স্থান, পূর্ব- শ্রী অশ্বিনী ঠক্কর এর বাড়িও সংযুক্ত প্যাসেজ মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- পৌর ড্রেন। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী অরিজিৎ মুখার্জি: ৭৯০৮২৯০৯৫৯**	১. ১৪,৮১,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪৮,১০০.০০ টাকা	৯,৯৪,৬২৩.০০ টাকা (নয় লক্ষ চুরানব্বই হাজার ছয়শত তেইশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৬.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বর্ধমান কনস্ট্রাকশন** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি-** এখানে অবস্থিত জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা- রায়ান, এলআর খতিয়ান নং- ৬২৯৫, আরএস প্লট নং- ৩৯০/১৬৪১ আরএস খতিয়ান নং- ১৪৭২, জেএল নং- ৬৮, জমির পরিমাপ ০.৫ কাঠা, গ্রাম- বিজয়রাম ক্যানেলপাড়, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- বাজেপ্রতাপপুর শ্রী অরুণ রায়ের মালিকানায়। সম্পত্তির সীমানা- উত্তর- কাদের সেখ-এর বাড়ি, দক্ষিণ- রফিক খানের বাড়ি, পূর্ব- টুম্পা বিবির বাড়ি, পশ্চিম- ৮ ফুট রোড এবং খাল। **যোগাযোগ ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু-৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ৯,৯৪,০০০.০০ টাকা ২. ৯৯,৪০০.০০ টাকা	১৩,৫৫,৪২৪.০০ টাকা (তেরো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশত চব্বিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৭.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স দীপ হার্ডওয়্যার** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি :** মৃত মোনোয়ার হোসেন এবং মৃত সেলিমা বেগম -এর নামে ১.৫ কাঠা পরিমাপের জমি ও ভবন, হুতুদেয়ান পিরতলা, পীরতলা মসজিদের কাছে, মৌজা - রায়ান, জেএল নং ৬৮, এলআর. খতিয়ান নং ৩৬৮৯ ও ৭৩২৪, প্লট নং ২০৭৬/৩৮৪৭, এল.আর. প্লট নং ২০৭৬/৩৮৪৭, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট - বাজেরতাপপুর, থানা - বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান (পূর্ব), পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩১০১। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ২৮,৬০,০০০.০০ টাকা ২. ২,৮৬,০০০.০০ টাকা	৪৩,৮৮,০৫৭.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ অষ্টআশি হাজার সাতান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৮.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স এভারগ্রীন কৃষি ভান্ডার** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** ০.২৫ একর পরিমাপের জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১১৯, এলার খতিয়ান নং ২৯৯৯, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৮১৯২, মৌজা - সাঁকো, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩ ১৪১ -এ অবস্থিত। এবং এটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর - উদ্দিন মাস্টারের সম্পত্তি, দক্ষিণ - সেখ বাদাই এর সম্পত্তি, পূর্ব - মালিকদের জমি, পশ্চিম - সেখ কাজল এর সম্পত্তি। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৫০,৫৬,০০০.০০ টাকা ২. ৫,০৫,৬০০.০০ টাকা	৫৪,৪৮,৬৮৮.০০ টাকা (চুয়ান্ন লাখ আটচল্লিশ হাজার ছ'শো অষ্টআশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৯.	**ঋণগ্রহীতার নাম : গোলাম মোস্তফা** **শাখা-জাহাননগর** **সম্পত্তি-** জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেএল নং ১১০, এলআর খতিয়ান নং ১১১৯, এলআর প্লট নং - ৭১৩,৭১৫ এবং ৭১৬ উপ খ. নং- ১৪৭৪, মৌজা- খেতপুর পালসি, অগ্রদ্বীপ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- কাটোয়া জেলা- বর্ধমান **গোলাম মোস্তফার মালিকানাধীন। সম্পত্তির সীমানা-** উত্তর- মালিকের প্লট, দক্ষিণ- ১এসটিডি বিল্ডিং সাদিক আলী ও সাদিহানি মল্লিক, পূর্ব- রাস্তা ১৫ফুট প্রশস্ত, পশ্চিম- পুকুর দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী অতীশ রঞ্জন- ৮৩৯০৮২৪৯৪১**	১. ১০,৫১,০০০.০০ টাকা ২. ১,০৫,১০০.০০ টাকা	৬,৫১,৬০৯.০০ টাকা (ছয় লক্ষ একান্ন হাজার ছয়শত নয় টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১০.	**ঋণগ্রহীতার নাম : হক এন্টারপ্রাইজ** **শাখা-আঁখোনা** **সম্পত্তি** - মৌজা চাকতা, জেএল নং- ২, খ নং- ১২৬১, এলআর প্লট নং- ২৫৯২, এলআর খ.নং. -২৪০০, আঁখোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা কেতুগ্রাম। **আজিজুল হকের নামে** ২ শতক (প্রায়) পরিমাপের জমি ও বিদ্যমান এক তলা বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- হাসনা বিবির খোলা জমি, দক্ষিণ- মালিক অন্য প্লটের খোলা জমি, পূর্ব- পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিম- মালিক প্লটের খোলা জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সুদীপ রায় : ৮৩৩৬৯১৮১৭৫**	১. ৪,৫৪,০০০.০০ টাকা ২. ৪৫,৪০০.০০ টাকা	৯,৩৭,৬২২.০০ টাকা (নয় লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার ছয়শত বাইশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা সম্পত্তি **পরিদর্শনের** তারিখ এবং সময় হবে **১০.০১.২০২৪** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ www.unionbankofindia.com এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ibapi.in -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট www.mstcecommerce.com -এ যান। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome হেল্পলাইন নম্বর ১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১ -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ২৬.১২.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
আঞ্চলিক দপ্তর

খানাকুলের ঠাকুরানি চক এলাকায় নদীবাঁধ সংস্কার নিয়ে ক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার খানাকুলের দ্বারকেশ্বর নদের পাড় বাঁধানোর কাজ চলছে। যদিও নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের পাড় বাঁধানোর কাজ নিয়ে অসন্তোষ বাড়ছে। কয়েক দিন আগে পূর্ব ঠাকুরানিচক এলাকার বাসিন্দারা কাজ নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। নদের পশ্চিমপাড়ে কাজ হলেও সবচেয়ে ভাঙন ধরা পূর্ব পাড়ে কাজ না হওয়ার অভিযোগ তোলা হয়। বিক্ষোভের জেরে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরিকল্পনামাফিক কাজ হচ্ছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আরামবাগ মহকুমা প্রশাসনের দাবি, খানাকুলে দ্বারকেশ্বর নদের পাড়গুলি স্টোন পিচিং করা হচ্ছে। সবচেয়ে ভাঙন ধরার জায়গাগুলোর কাজ আগে করা হচ্ছে। দুর্বল নদী পাড়গুলোর কাজ ধাপে ধাপে করা

হবে। বিষয়টি নিয়ে ওই এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলা হবে। বাঁধের কাজ নিয়ে অবশ্য ঠাকুরানিচক-সহ খানাকুলের নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। খানাকুলের পূর্ব ঠাকুরানিচক এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, দ্বারকেশ্বর নদের পশ্চিম পাড়ে বোল্ডার দিয়ে পাড় বাঁধানোর কাজ চলছে। কিন্তু পূর্বপাড়ের ধোবিঘাটি এলাকায় পাড় বাঁধানোর কোনও কাজ হচ্ছে না। ২০২১ সালের বন্যায় পূর্ব ঠাকুরানিচক এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। নদের একাধিক জায়গায় ধস নামে। বন্যার জল জনবসতি ও কৃষি জমি এলাকায় ঢুকে যায়। সেই সময় বানভাসি এলাকার বাসিন্দাদের হেলিকপ্টার করে উদ্ধার করতে হয়। এতদিন পরে এলাকায় বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন রয়ে গিয়েছে। কয়েক বিঘা জমি পুকুর হয়ে গিয়েছে। জনবসতি,বাজার এলাকা আগের অবস্থায় ফেরেনি। সেই এলাকার পাড়ের কাজ না হয়ে অন্য এলাকায় হচ্ছে। এই নিয়ে এলাকার বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান। বাসিন্দাদের দাবি, অবিলম্বে পূর্ব পাড়ের বোল্ডার দিয়ে বাঁধতে হবে। একজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, নদের পাড় বাঁধানোর কাজে প্রশাসনের কোনও পরিকল্পনা নেই। একুশ সালের বন্যায় নদের পাড় ভেঙে পূর্ব ঠাকুরানিচকের ভৌমিক পাড়া, সামন্ত পাড়া, মান্না পাড়ার, খামরুই পাড়ার এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বন্যার জেরে এলাকার ভৌগলিক চিত্র পাল্টে গেছে। এবার বন্যা হলে এই এলাকার বাসিন্দাদের এলাকা ছেড়ে যেতে হবে। এমন একটা পরিস্থিতিতে নদের এই পাড়ে বাঁধানোর কাজ না করে নদের অপর পাড়ে বাঁধানোর কাজ চলছে। আমাদের দাবি, অবিলম্বে পূর্ব পাড়ে বোল্ডার পিচিংয়ের কাজ করতে হবে। পঞ্চায়েত প্রধান রামকৃষ্ণ মাইতি জানান, পশ্চিম ঠাকুরানিচকের কাজটি পুরনো। ওই কাজটি শেষ করা হচ্ছে। পূর্ব ঠাকুরানিচকের পাড় বাঁধানোর কাজের বিষয়টি সেচ দপ্তরকে বলা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।

আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চাকরি দেওয়া নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আবারও চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এই ঘটনায় একজনকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করে নিয়ে আসা হলেও অভিযোগ হয়নি। এবার আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণা। লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্তকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতাল চত্বরেই। এদিন আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্তকে হাতের কাছে পায়। এর পরেই ঘেরাও করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে। পরে তাকে হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয় মানুষজন। জানা গেছে, খানাকুলের ঘাসুয়ার বাসিন্দা টুম্পা বাগ তার স্বামীর চাকরির জন্য

আরামবাগের জয়রামপুরের যুবক নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়কে দফায় দফায় লক্ষাধিক টাকা দেন বলে অভিযোগ। অন্যদিকে ওই মহিলার মা জানান, আমি চেয়েছিলাম, জামাই ও মেয়ের আগামী দিনের সংসার যেন সুখের হয়। আর তার জন্য জামাইয়ের চাকরির জন্য গ্রুপ লোন করে ৪৩ হাজার টাকা মেয়ের হাতে তুলে দিই। টুম্পা বাগ বলেন, আমি এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা দিয়েছি নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়কে। উনি বলেছিলেন, যথাসময়ে চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু টাকা নিয়ে বেপাত্তা হয়ে যায়। বেশ কয়েকটা মাস কেটে গেলেও জামাইয়ের চাকরি না হওয়ায় যিনি টাকা নিয়েছিলেন তার আর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে বাড়ির লোকজন হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে ওই ব্যক্তিকে। হাতেনাতে ধরে ফেলে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে যুবক নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই বিষয়ে ওই যুবক নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করে নেন যে তিনি টাকা নিয়েছেন। উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগেও সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচার হয়েছিল আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের। আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারীর ভাগ্নার দিকে অভিযোগ ওঠে। আর সেই খবর সম্প্রচার হওয়ার পরেই পুরসভার চেয়ারম্যানের ভাগ্না তড়িঘড়ি টাকা ফেরত দেয়। আবারও অভিযোগ উঠছে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার। টাকা নিয়েই কি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চাকরি হয়? কারা এর পেছনে যুক্ত? সেই প্রশ্নই উঠছে বার বার। অথচ কর্তৃপক্ষ একেবারেই নীরব।

জামিন পাওয়ার পরেও নিখোঁজ ব্যক্তি, পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ছিটের বেড়ার ঘরের চালে ভাঙাচোরা অ্যাসবেসটস। গোবরে নিকন উঠানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘর-গৃহস্থালির টুকিটাকি কিছু জিনিস। সেখানে বয়স্ক পিসির পাশে বসে, পা ছড়িয়ে সুর করে কিছু বলছেন, সদ্য 'টিন এজ' পার করা অনুপ পৈড়া। ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের বাহাদুরপুর গ্রামের সতেরো বছর ধরে নিখোঁজ অনুপ পৈড়ার বাবা দুলাল পৈড়া। সামান্য ধান কাটাকে কেন্দ্র করে গ্রামবিবাদে নাম জড়িয়েছিল অনুপের বাবা দুলাল পৈড়ার। সাঁকরাইল থানার পুলিশ ২০০৬ সালে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। সতেরো বছর আগের সেই ঘটনা ছারখার করে দিয়েছিল 'দিন আনি-দিন খাই' পরিবারটিকে। তবে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল তার কিছুদিন পরে। যখন জামিন পাওয়া সত্ত্বেও দুলাল পৈড়ার কোনওরকম খোঁজ না মেলায়। পুলিশ প্রশাসনকেই তাই কাঠগড়ায় তুলছেন নিখোঁজ দুলালের স্ত্রী সবিতা পৈড়া ও দিদি দীপু পৈড়া। অভাবের সংসারে কখনও বেলুন বিক্রি করে, কখনও আবার দিনমজুর খেটে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের বেড়া টপকেছেন লড়াকু অনুপ। কলেজে ভর্তিও হয়েছিলেন। কিন্তু টাকার অভাবে প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষায় আর বসা হয়নি। এখন রুটি-রুজির লড়াইয়ের ফাঁকে বাবার খোঁজে লিখছেন গান। কথায় সুর বসিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়েছেন পুলিশ-প্রশাসনের উদ্দেশ্যে। সাঁকরাইল প্রসঙ্গে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার জানালেন, ২০১৭ এর ঘটনা ২০২৪ তৎক্ষণাৎ বলতে পারব না, আমায় খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।

দুঃস্থদের সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: নতুন বছরের আগে বেলপাহাড়ি থানার প্রত্যন্ত এলাকার দুঃস্থ মানুষজনদের মুখে হাসি ফোটাতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি ১৬৯ বাহিনী সিআরপিএফের। বুধবার বেলপাহাড়ি থানার আঁধার গেরিয়া ও জবলা গ্রামে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ৩০০ জন দুঃস্থ মানুষ জনের হাতে বয়স্কদের লাঠি, চশমা, মশারি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তুলে দেওয়া হয়। সিআরপিএফের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষজন। উপস্থিত ছিলেন ১৬৯ বাহিনী কমান্ডেন্ট সঞ্জয় শর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেবীরা।

তেলোভেলোর মাঠ পর্যটন কেন্দ্রে স্থান পেতে চলেছে

খুশির হাওয়া আরামবাগে

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

হুগলি জেলার পর্যটন মানচিত্রে মা সারদা ও ভীম সর্দারের স্মৃতিবিজড়িত তেলোভেলোর নাম তোলার দাবি ছিল দীর্ঘ দিনের। অবশেষে তেলোভেলোর মাঠ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে স্থান পেতে চলেছে। এই স্থানেই ডাকাত ভীম সর্দার ও তাঁর দলবল মা সারদাকে কালীরূপে দেখেছিলেন। মাঠের মধ্যে শ্রী রামকৃষ্ণ-সারদা মন্দির রয়েছে। এই মন্দির ঘিরেই পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

আরামবাগ ব্লকের বাতানল পঞ্চায়েত এলাকায় তেলুয়া ও ভেলিয়া দু'টি গ্রাম রয়েছে। লোকমুখে যা তেলোভেলো নামে পরিচিত। মা সারদা ও ভীম সর্দার নাম এই তেলোভেলোর মাঠের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার পথে তেলোভেলোর জঙ্গলে ডাকাত ভীম সর্দার মা সারদার পথ আটকেছিলেন। সেখানেই মা সারদাকে কালীরূপে দর্শন করেছিলেন। এই ঘটনার পরেই ভীম ডাকাতি ছেড়ে দেন। বাড়িতে কালীপুজো শুরু করেন। দস্যু থেকে কালীভক্ত হয়ে ওঠার ঘটনা আজও এলাকার মানুষের মুখে মুখে ঘোরে।

সেকালের জঙ্গলভূমি এখন তীর্থভূমি হয়ে উঠেছে। মা সারদার পদধূলিধন্য স্থানে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা ছুটে আসেন। এই মাঠেই শ্রী রামকৃষ্ণ মা সারদা মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে। যদিও মহকুমার অনান্য ধর্মীয় স্থান ও পর্যটন কেন্দ্রের তুলনায় এই স্থান উপেক্ষিত রয়ে গিয়েছে বলে দাবি। আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে এবার তেলোভেলোর মাঠকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরদের সঙ্গে

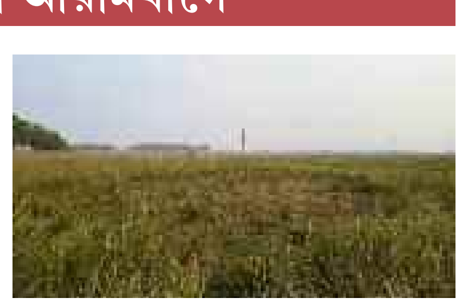

বিষয়টি নিয়ে বৈঠক করেছেন।

আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার বলেন, 'মা সারদা স্মৃতিবিজড়িত এই স্থানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রাথমিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে এই বিষয়ে আমরা বৈঠক করেছি। রামকৃষ্ণ সারদা মন্দিরটিকে সাজিয়ে তোলা হবে। মন্দির সংলগ্ন এলাকায় পার্ক গড়ে তোলা হবে। আমরা চাই মহকুমার পর্যটন মানচিত্রে এই স্থান গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পাক।' এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা প্রফুল্ল পণ্ডিত বলেন, 'এই স্থান তীর্থভূমি হিসেবে পরিচিত। কামারপুকুর, জয়রামবাটী ও তারকেশ্বর দর্শন করতে যাঁরা আসেন, তাঁদের অনেকেই এই স্থানও ঘুরে যান। কিন্তু এখনও অনান্য জায়গার তুলনায় এই জায়গার পরিচিতি কম। পর্যটন কেন্দ্র হলে বহু লোকজন আসবেন। ব্যাবসা বাণিজ্য বাড়লে এলাকার মানুষের আর্থিক উন্নতি হবে। পঞ্চায়েত সমিতি যে উদ্যোগ নেওয়া শুরু করেছেন তা সাধুবাদযোগ্য।' সবমিলিয়ে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায় এলাকার মানুষ।

হাতি তাড়াতে গিয়ে মৃত হুলা পার্টির এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: হাতি তাড়াতে গিয়ে মৃত্যু এক হুলা পার্টির সদস্যের। সোমবার রাতে পুরুলিয়ার মাঠা বনাঞ্চলের মুনিবেড়া জঙ্গলে হাতির দল তাড়াতে যায় বাঘমুণ্ডি অঞ্চলের টিকরটাঁড় গ্রামের বাসিন্দা তথা হুলা পার্টির সদস্য সন্তোষ মুর্মু (৪৮)। দলের সঙ্গে মশাল জ্বালিয়ে হাতি তাড়াতে গিয়ে সেই স্থানেই হাতির দলের সামনে পড়ে যান তিনি। হুলা পার্টির বাকি সদস্যরা সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচে, পরে অজ্ঞান অবস্থায় থাকা সন্তোষ মুর্মুকে তাঁদের বাকি সদস্যরা এবং পরিবারের লোকেরা পাথরডি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখান থেকে ওই রাতেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন মঙ্গলবার রাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। হাসপাতালের রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি অসুস্থতাজনিত কারণে ব্রেন স্ট্রোক হয়ে মারা গিয়েছেন। এদিকে মৃতের পরিবারে দাবি, বন দপ্তরের অস্থায়ী হুলা পার্টির কর্মী হিসেবে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। অনেক বছর ধরে তিনি যুক্ত ছিলেন এই কাজে। হাতি বেরলে সেই পার্টিকে বনদপ্তর নিয়ে যেত হাতি তাড়ানোর জন্য। কিন্তু তিনি আর বেঁচে ফিরলেন না। ক্ষতিপূরণের কথা জানিয়েছেন বনদপ্তরকে। মৃতের বাড়িতে আসেন মাঠা বনাঞ্চলের বন আধিকারিক। তিনি দাবি করেন, 'হাতি তাড়াতে গিয়ে ওই কর্মীর মৃত্যু ঘটেছে। হাসপাতালের মৃত্যুর রিপোর্টে স্পষ্ট যে, তিনি ব্রেন স্ট্রোকে মারা গিয়েছেন। বিষয়টি আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

সাংসদের হাত ধরে ১ হাজার কংগ্রেস কর্মী তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই বিরোধী শিবিরের ভাঙন হচ্ছে বাংলায়। বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের উপর ভরসা রাখছেন। তারই ছবি ধরা পড়ল বুধবার মধ্যমগ্রামে। এদিন মধ্যমগ্রামে বারাসাত সাংগঠনিক জেলার দলীয় কার্যালয়ে বারাসাতের সাংসদ তথা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ডাঃ কাকুলি ঘোষ দস্তিদারের হাত ধরে ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের সদস্যা তনুজা খাতুন বিবি ও তার অনুগামী তৃণমূলে যোগ দেন। তার

সঙ্গে কংগ্রেসের ও আইএসএফ এর মোট ১ হাজার কর্মী তৃণমূলে যোগদান করেন বলে জানান সাংসদ। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর মানুষ আস্থা রাখ ছেন। তার উন্নয়নে আকৃষ্ট হয়ে বিরোধী শিবির থেকে কর্মীরা তৃণমূলে যোগদান করছেন। তনুজা বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে উন্নয়ন করছেন, মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন তাতে আমি অভিভূত। তার সৈনিক হিসেবে বারাসাতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার নির্দেশে মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। তাই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলাম।

রাস্তায় নির্মাণ সামগ্রীতে পড়ে জখম বাইক আরোহীর মৃত্যুতে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: গত সোমবার উখড়া মাধাইগঞ্জ রোডের লাউদোহা থানা সংলগ্ন সড়কে বাইক থেকে পড়ে মারাত্মক জখম হন শেখ মুজিবুল নামে এক ব্যক্তি (৫১)। চিকিৎসার জন্য তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। ওই হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগে চিকিৎসা চলছিল আহত মুজিবুলের। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর খবর জানার পর এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া।

মৃত শেখ মুজিবুল এর আত্মীয় নুর ইসলামের দাবি, থানা সংলগ্ন রাস্তারওপর নির্মাণ সামগ্রী মজুত করে রেখেছেন একজন ঠিকাদার। রাস্তার সংস্কার কাজে ব্যবহারের ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের পাথর ছড়িয়ে রয়েছে রাস্তার ওপর। সেই পাথরে ধাক্কা লেগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মজিবুল বাইক থেকে পড়ে আহত হন। এছাড়াও রবি ও সোমবার দু'দিনে ওই একই জায়গায় একই কারণে আরও ১২ জন বাইক থেকে পড়ে আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার বুধবার নুর ইসলাম জানান, 'রাস্তার ওপর মজুত নির্মাণ সামগ্রী সরানো ও অভিযুক্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে সোমবার লাউদোহা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।' অভিযুক্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে প্রশাসন কী ব্যবস্থা নেয় এখন সেটাই দেখার।

পুরুলিয়ার জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব শুরু

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: আজ ২৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে পুরুলিয়ার বিখ্যাত জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব ২০২৩-২৪। আজও হীরক রাজার দেশ জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের জন্য প্রহর গোনে মানুষ। হালকা মেঘলা আবহাওয়ার সঙ্গে শীত উপেক্ষা করেই আজ দিনের পড়ন্ত বিকেলে আনুষ্ঠানিক ভাবে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সত্যজিৎ রায় মঞ্চে জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের উদ্বোধন হবে।

২৮ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি অবধি পাঁচদিনব্যপী চলা এই উৎসব এবার ১৮তম বর্ষে পদার্পণ করবে। অন্যান্য বারের তুলনায় এবার মেলা নিয়ে মহকুমা প্রশাসন ও উৎসব কমিটি অনেকটাই বেশি উৎসাহী। ফি বছরের মতো এবারও এই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার জন্য ইতিমধ্যে বহিরাগত পর্যটকরা রঘুনাথপুরে এসে ভিড় জমিয়েছেন। এই উৎসবে পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়ে

রঘুনাথপুরের মহকুমাশাসকের নেতৃত্বে পুলিশ প্রশাসন ও মেলা কমিটির সদস্যদের মধ্যে একাধিকবার বৈঠক হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে।

রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে এই পাহাড়কে পূর্ণাঙ্গ পর্যটন ক্ষেত্র রূপে গড়ে তুলতে তৈরি হয়েছে কটেজ ও যুব আবাস। এছাড়া পূর্ত দপ্তর ২ কোটি ২২ লক্ষ টাকায় ট্যুরিস্ট মর্টালও তৈরি করেছে। রঘুনাথপুরের মহকুমাশাসক তামিল ওভিয়া এস বলেন, 'জয়চণ্ডী পাহাড়কে আমরা পূর্ণাঙ্গ পর্যটন কেন্দ্র রূপে গড়ে তুলতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।' উৎসব কমিটির সম্পাদক তথা রঘুনাথপুর পুরসভার পুরপ্রধান তরণী বাউরি জানান, আজ থেকে ১৭ বছর আগে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহর সংলগ্ন জয়চণ্ডী পাহাড়কে রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে তুলে আনার জন্যই শুরু হয়েছিল এই পর্যটন উৎসব। তাঁর দাবি, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই যা অন্য মাত্রা পেয়েছে। আজ এই উৎসবকে ঘিরেই মানুষ মেতে ওঠে অনাবিল আনন্দে। যার জন্য সারা বছরের অপেক্ষায় থাকেন পুরুলিয়াবাসীদের সঙ্গে রাজ্যবাসী এমনকি পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মানুষ।

উৎসব কমিটির সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া জানান, উৎসব ঘিরে পর্যটনের অঙ্গ হিসেবে হস্তশিল্পীদের বিশাল বাজার বসবে। রাজ্যের নানা কুটির শিল্পের পসরা মিলবে এই মেলায়। থাকবে ২০০টির বেশি স্টল। সেই সঙ্গে পাহাড় ছুঁয়ে নাগরদোলা, টয়ট্রেন আনন্দ দেবে পর্যটকদের। প্রতিদিন বিকেল থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণে সত্যজিৎ রায় মঞ্চে কলকাতার নামী শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন হবে। জেলা আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরুলিয়ায় ঠান্ডা পড়েছে এবার যথাসময়ে। সঙ্গে উত্তুরে হাওয়া, অন্যদিকে কুয়াশা। দুয়ে মিলিয়ে চাদরে -জ্যাকেটে একেবারে জবুথবু অবস্থা মেলায় আসা পর্যটকদের।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
IRRIGATION & WATERWAYS DIRECTORATE
(NIQ No.-02/WBIW/DD/CDONIQ.02/2023'24)
[Budget Quote)
On behalf of the Governor of West Bengal, sealed NIQ [Budget Quotes] is invited by the undersigned to ascertain rate for **1 (one) No**. Work under Central Design Office, I & w Dte. Last date and time of receiving application (offline) : **17.01.2024 till 2:30 p.m.** Other details may be seen in the website **www.wbiwd.gov.in** and **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Deputy Director of Designs (C. & F.C)
Central Designs Office

Office of the Prodhan,
Niallishpara- Goaljan Gram Panchayat,
Under Behampore Dev. Block.
Vill,P.O-Tikiapara,
Dist- Murshidabad.
E-N.I.T.-09/15th UNTIDE/ NGGP /2023-24, (2ND CALL) 10/MNB &15th TIDE/ NGGP/2023-24, 11/15th TIDE/ NGGP / 2023-24. Dated: **26/12/2023** is hereby invited through online by the Prodhan, NGGP, Berhampore, MSD. for Civil works up to **11/01/2024.**
Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan,
Neallishpara Goaljan G.P

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No-07/2nd Call/Rampara-II GP/2023-24**, With Vide Memo **No. 425/Ram-II GP/ 2023-24, Dated:- 26-12-2023,** The Last date for online submission of tender is **13/01/2024 upto 09.00 am** For details please visit website:- **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Rampara-II G.P

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIT No: 22/2023-24
Publishing & Submission Start Date: **27.12.2023 from 4.00 PM**
Bid Submission Closing Date: **11.01.2024 up to 12.00 PM**
Bid Opening Date: **13.01.2024 after 12.00 PM**
Details See In: www.wbtenders.gov.in
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER
No. 03 of 2023-24 of the Assistant Engineer (A-I) Memari (A-I) Sub-Division, Purba Bardhaman
On behalf of the Governor of West Bengal 01 (One) no. sealed tender consisting of Two groups as mentioned in Annexure-I in WB Form No. 2911(ii) is invited by the Assistant Engineer (A-I), Memari (A-I) Sub-Division, Memari, Purba Bardhaman from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similiar type of works as mentioned in the said N.I.T. For details of said NIT may be available from this office of any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. **Last Date of Application and availability tender paper 09.01.2024 up to 2.00 P.M. and 10.01.2024 up to 2.00 P.M.** respectively.
Sd/-
Assistant Engineer (A-I)
Memari (A-I) Sub-Division
Memari, Purba Bardhaman

Government of West Bengal
Press Notice
e-Tender are hereby invited from bonafide experienced & reliable contractors for execution of the works vide **NIT No. 6(e)/ Soil Conservation- DPAP/ 2023** Dated- **26/12/2023**. For details please visit: **www.wbtenders. gov.in; Memo No. 262/(15); Dt. 26-12-2023**
Sd/- R. Hansda
Assistant Director of Agriculture (Admn)
Soil Conservation, DPAP,
Purulia

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIT No: 17/2023-24 (retender)
Publishing & Submission Start Date: **23.12.2023 from 3.00 PM**
Bid Submission Closing Date: **10.01.2024 up to 3.00 PM**
Bid Opening Date: **12.01.2024 after 11.00 AM**
Details See In: www.wbtenders.gov.in
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া–৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **সিনিয়র ডিইএন/সি/হাওড়ার অধীনে। ই–টেন্ডার নংঃ ২৭৮_২০২৩–২৪, কাজের বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিসন–সিনি. ডিইএন/সি হাওড়া–র অধীনে ৪৯টি–বাঁকে ট্র্যাক মাউন্টেড অটোমেটিক গেজ ফেস লুব্রিকেটর–এর (০৫ বছরের জন্য) সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, সূচনা এবং পরিচালনার কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,৮৯,৪৬,৮১৪.৬৮ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৯৪,৭০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৬০ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৬.০১.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। HWH-415/2023-24
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/10/23-24 Dated 26.12.2023	Construction of Concrete Road with Surface Drain From Laxmi Nivas to Manas Kundu House in Ward No-05 Under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. 7,67,445.00

Bid Submission end date: 11.01.2024 at 11-00 hrs.
For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman, Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/[illegible] Dated 26.12.2023	Construction of concrete road at M.M Bose road Ward no 19 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. 6,39,228.00

Bid Submission end date: 15.01.2024 at 11-00 hrs.
For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman, Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/[illegible] Dated 26.12.2023	[illegible] in Ward No- 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. [illegible]
WBMAD/ULB/RSM/[illegible] Dated 26.12.2023	[illegible] under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. [illegible]

Bid Submission end date: 16.01.2024 at 11-00 hrs.
For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman, Rajpur-Sonarpur Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/II, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডার ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। টেন্ডারটি নির্ধারিত তারিখে **বেলা ১২টায়** বন্ধ হবে। **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ৪৪০৬-জিআরসি-সিই-সি-II-৪৬-২০২৩, তারিখঃ ২৬.১২.২০২৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ডেপুটি সিই/কন/আদ্রা-এর অধিক্ষেত্রে পুরুলিয়া-কোটশিলা ডাবলিং সংক্রান্ত কাজ সম্পর্কিত পাকুড়/বাকুডী/পিনরগড়িয়া/বারহারোয়া-তে ৪০০০০ কিউবিক মিটার ৫০ মিমি. গেজ মেশিনে চূর্ণ হার্ড স্টোন ট্র্যাক ব্যালাস্ট ওয়াগন/হপার-এ বোঝাই ও সরবরাহ (সেস/ডিপো/রেক) (পরিমাপ গন্তব্যে করা হবে)। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৯.০৭ কোটি টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৬,০৩,৪০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ৬ মাস। **বন্ধের তারিখঃ** ১৯.০১.২০২৪। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানতে ও অনলাইনে বিড জমা করতে আগ্রহী টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোন ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-965)

Corrigendum Notice
This is for information to all concerned that the following correciton have to made against the **e-N.I.T No.: WBMAD/ DKM/CP/e-NIT- 175, 177 & 183/2023-24. Bid Submission closing date (Online): 05/01/2024 instead of 27/12/2023 and Bid Submission Opening Date (Online): 09/01/2024 instead of 29/12/2023.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-Tender. All other terms & condition will remain unchanged.
Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV.BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: NGP-09/2023-24, NGP-10/2023-24, NGP-11/2023-24, Dated: 20-12- 2023.** The last date for online submission of tender is **09-01-2024 (Tuesday) upto 13:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

e-Tender Notice
Chairperson Board of Councillors, Dankuni Municipality, invites Tender for Repairing of Bituminous Road Surrounding Dankuni Municipality Police Station in Ward No.- 11, Construction of R.C.C. Drain & Surface Drain from Nasim Mollick to Shop of Kamal Laskar in Ward No.- 02, Construction of Ambulance Room in Ward No.- 02 under Dankuni Municipality for **e-N.I.T. No.: WBMAD/DKM/CP/e-NIT-187, 188 & 189/2023-24. Bid Submission Closing Date (Online): 11/01/2024.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-Tender.
Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021
ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
148/GPW/ WBFDC/2023-24 (2nd Call)	Avenue Plantation 1.5 Km both side at DSTPS, DVC, Andal.	28.12.2023	05.01.2024

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

কেএল রাহুলের শতরানের পাল্টা জবাব এলগারের, ভাল জায়গায় দক্ষিণ আফ্রিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ইনিংসে লোকেশ রাহুল যে কাজটা করেছিলেন ঠিক সেই কাজটাই দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে করলেন ডিন এলগার। এক দিকে ধরে থাকলেন তিনি। আগ্রাসী ব্যাটিং করলেন। বিদায়ী সিরিজে আরও এক বার নিজের জাত চেনালেন এলগার। চা বিরতির আগেই শতরান করলেন তিনি। তাঁর ব্যাটে ভাল জায়গায় দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় দিনই ভারতের থেকে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে তারা। মহম্মদ শামির অভাব টের পাচ্ছে ভারত। যশপ্রীত বুমরা ও মহম্মদ সিরাজ ভাল বল করলেও বাকিরা সেটা করতে পারলেন না।

৮ উইকেটে ২০৮ রান থেকে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে ভারত। সেই সময় ৭০ রানে ব্যাট করছিলেন রাহুল। সঙ্গে ছিলেন সিরাজ। মেঘলা আবহাওয়ায় দ্রুত রান তোলা সহজ ছিল না। কাগিসো রাবাডা প্রথম দিনের ছন্দেই বল করছিলেন। তাই বাকি বোলারদের বিরুদ্ধে রান করার পরিকল্পনা করেন রাহুল। সেই মতো খেলছিলেন তিনি। তাঁকে সঙ্গে দেন সিরাজ।

৮৯ রান থেকে ছক্কা মেরে ৯৫ রানে পৌঁছন রাহুল। দেখে মনে হচ্ছিল পরের ওভারেই তাঁর শতরান হয়ে যাবে। কিন্তু সেই ওভারেই আউট হয়ে যান সিরাজ। বাকি ছিলেন একমাত্র প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। কোনও

রকমে নিজের প্রান্ত ধরে রাখেন তিনি। সেই ওভারের শেষ বলে ছক্কা মেরে শতরান করেন রাহুল। টেস্টে এটি তাঁর অষ্টম শতরান। আগের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেও এই মাঠেই শতরান করেছিলেন রাহুল। সেই স্মৃতি ফিরিয়ে আনলেন তিনি। ১০০ রানের মধ্যে ৮০ রানই এসেছে বাউন্ডারিতে। ১৪টি চার ও চারটি ছক্কা মেরেছেন তিনি। পরের ওভারে আবার বড় শট মারতে গিয়ে আউট রাহুল। ১০১ রানে ফেরেন তিনি। সেই সঙ্গে ২৪৫ রানে ভারতের ইনিংস শেষ হয়ে যায়।

ভারতের ইনিংস দেখে মনে হচ্ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটারদের পক্ষেও এই পিচে রান করা সহজ হবে না। বুমরা ও সিরাজ শুরুটাও করেছিলেন সে ভাবে। দুই ওপেনারই খেলতে সমস্যায় পড়ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম ধাক্কা দেন এডেন মার্করাম। ৫ রানের মাথায় তাঁকে আউট করেন সিরাজ। কিন্তু তার পরেই উইকেটের এক দিক দাঁড়িয়ে যান এলগার।

তাঁকে সঙ্গ দেন টনি ডি'জর্জি। দু'জনে মিলে দ্রুত রান তুলছিলেন। ভারতের তৃতীয় ও চতুর্থ পেসার হিসাবে শার্দূল ঠাকুর ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ দাগ কাটতে পারলেন না। উইকেট নেওয়া তো দূর, যে চাপ বুমরা ও সিরাজ রেখেছিলেন তা আলগা হয়ে যায়। আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শুরু করেন এলগার ও ডি'জর্জি। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগে আর উইকেট পড়েনি।

দুই ব্যাটারের মধ্যে ৯৫ রানের জুটি হয়। শেষ পর্যন্ত সেই জুটি ভাঙেন বুমরা। ২৮ রানে আউট হন ডি'জর্জি। রান পাননি কিগান পিটারসেন। কিন্তু অভিষেক টেস্টে নেমে ভরসা দিলেন ডেভিড বেডিংহ্যাম। ভয় না পেয়ে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করছিলেন তিনি। চা বিরতির আগেই শতরান পূর্ণ করেন এলগার। ২০টি চার মারেন তিনি। মধ্যাহ্নভোজ থেকে চা বিরতির মাঝে ১৪৫ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা। শামি থাকলে এতটা সহজে রান করতে পারত না তারা। তা ছাড়া উইকেট পড়ার সম্ভাবনাও আরও বাড়ত। কিন্তু তা করতে পারলেন না শার্দূল, প্রসিদ্ধরা।

চা বিরতিতে দক্ষিণ আফ্রিকার রান ৩ উইকেটে ১৯৪। এলগার ১১৫ ও বেডিংহ্যাম ৩২ রানে অপরাজিত রয়েছেন। ভারতের থেকে ৫১ রান পিছিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা।

ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার সঙ্গে 'মি এক্সট্রা' ৫২, চাপে পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি: হতাশা...হতাশা এবং হতাশা!

পাকিস্তান দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের গল্পটাই এমন। সেটা কখনো ব্যাটিং, কখনো বোলিংয়ে, আবার কখনো ফিল্ডিংয়ে। মেলবোর্ন টেস্টে প্রথম দিনে ভালো বোলিংয়ের পরও ফিল্ডারদের ভুলে মাত্র ৩ উইকেট নিতে পেরেছিল পাকিস্তান।

আজ দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের বোলাররা আরও ভালো করলেন, ফিল্ডাররাও দারুণ ক্যাচ নিলেন। ৩ উইকেটে ১৮৭ রানে দিন শুরু করা অস্ট্রেলিয়াও অলআউট ৩১৮ রানে।

কিন্তু পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা নিজেদের প্রথম ইনিংসে আজ ভালো করতে পারলেন না। ৫৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৯৪ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে পাকিস্তান। ১২৪ রানে পিছিয়ে তৃতীয় দিনে ব্যাট করতে নামবে পাকিস্তান। ২৯ রানে ক্রিজে অপরাজিত মোহাম্মদ রিজওয়ান ও ২ রানে অন্য প্রান্তে আছেন আমের জামাল।

ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি আরও একটা বিষয় পাকিস্তানি সমর্থকদের হতাশ করতে পারে। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ৩০৮ রানের ৫২ রানই এসেছে 'মি. এক্সট্রা', অর্থাৎ অতিরিক্ত থেকে। মেলবোর্নের বোলিং,সহায়ক উইকেটে যা পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। এমসিজিতে টেস্টে কোনো দলের ইনিংসে অতিরিক্ত খাতে এটাই সর্বোচ্চ রান দেওয়ার নজির। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে সর্বোচ্চ রান মারনাস লাবুশেনের (৬৩), এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান এসেছে অতিরিক্ত থেকে। বোলিং আর ফিল্ডিংয়ের পর ব্যাটিংয়েও ভালো শুরু পেয়েছিল পাকিস্তান। নাথান লায়নের বলে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে দলীয় ৩৪ রানে ইমাম-উল-হক ফিরে গেলেও বড় বিপদ হয়নি। অধিনায়ক শান মাসুদ ও আরেক ওপেনার আবদুল্লাহ শফিকের ৯০ রানের জুটিতে ১ উইকেটে ১২৪ রান তোলে পাকিস্তান। অনেকেই তখন পাকিস্তানের লিড পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলছিলেন। কিন্তু দিনের খেলা শেষে বোঝা যাচ্ছে, সেটি করা এখন পাকিস্তানের জন্য বেশ কঠিন।

পাকিস্তানকে আটকে রাখার কাজে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। শুরুটা করেছিলেন শফিককে (৬২) ফেরানোর মধ্যে দিয়ে। শফিক ভালো লেংথের বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে কামিন্সের হাতে ক্যাচ দেন। এরপর পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক বাবর আজমকে দুর্দান্ত এক বলে বোল্ড করেন কামিন্স। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কের ব্যাক অব দ্য লেংথ ডেলিভারি ভেতরে ঢুকলে ব্যাট ও প্যাডের ফাঁক গলে বোল্ড হন বাবর (১)।

লায়নকে ওভার দ্য টপ খেলতে গিয়ে মিচেল মার্শের হাতে ক্যাচ দেন দুর্দান্ত খেলতে থাকা মাসুদ (৭৪ বলে ৫৪ রান)। সৌদ শাকিল ও আগা সালমান ক্রিজে বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি। দলীয় ১৫১ রানে সালমানকে ফেরান কামিন্স। এরপর জামালকে সঙ্গে নিয়ে রিজওয়ান শেষ বিকেলের ঝড়টা কোনোমতে সামলেছেন। কামিন্স উইকেট নিয়েছেন ৩টি, লায়ন ২টি।

এর আগে ৩ উইকেটে ১৮৭ রানে দ্বিতীয় দিন শুরু করা অস্ট্রেলিয়া শুরুতেই ট্রাভিস হেডের উইকেট হারায়। তাঁকে ফেরান শাহিন শাহ আফ্রিদি। দলীয় ২৫০ রানে ব্যক্তিগত ৬৩ রানে করে ফেরেন মারনাস লাবুশেন। তাঁকে আউট করেন জামাল। এরপর থিতু হওয়া মিচেল মার্শকে ৪১ রানে মীর হামজা আউট করলে অস্ট্রেলিয়াকে অলআউট করার কাজটা সহজ হয়ে যায় পাকিস্তানের। শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া থামে ৩১৮ রানে। ৬৪ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন জামাল। আফ্রিদি, হামজা ও হাসান আলী ২টি করে উইকেট নিয়েছেন।

ছয়ে ছয় বানিয়ে রেকর্ড ক্লপের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বার্নলির মাঠে ইঙ্গিতটা দিয়ে রাখলেন লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। স্বাগতিকদের ২, ০ গোলে হারিয়ে মৌসুমের অর্ধেক পথে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে লিভারপুল। ১৯ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট অ্যানফিল্ডের ক্লাবটির। 'বক্সিং ডে'তে এই জয়ে একটি রেকর্ডও গড়লেন ক্লপ।

ফুটবলের পরিসংখ্যান বিষয়ক 'এক্স' হ্যান্ডল 'অপটা জো' জানিয়েছে, ক্লপ ২০১৫ সালে লিভারপুলের কোচ হয়ে আসার পর তাঁর অধীনে প্রিমিয়ার লিগে 'বক্সিং ডে'তে সব ম্যাচ জিতেছে ক্লাবটি। ৬ ম্যাচে ডাগ আউটে দাঁড়িয়ে কখনো হারেননি ক্লপ। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে 'বক্সিং ডে'তে এটাই কোনো কোচের সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জয়ের রেকর্ড।

ফুটবলের পরিসংখ্যান বিষয়ক ওয়েবসাইট 'স্কোয়াকা' জানিয়েছে, চেলসির বর্তমান কোচ মরিসিও পচেত্তিনোও 'বক্সিং ডে'তে প্রিমিয়ার লিগে পাঁচ ম্যাচে ডাগ আউটে দাঁড়িয়ে সবগুলোই জিতেছেন। তাঁরও জয়ের রেকর্ড শতভাগ। কিন্তু ক্লপ এক ম্যাচ বেশি জেতায় এই শতভাগ জয়ের তালিকাতেও এগিয়ে। তাঁর জেতা ৬ ম্যাচে লিভারপুল গোল করেছে ১৯টি। হজম? গত বছর বক্সিং ডে,তে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ৩,১ গোলে জিতেছিল লিভারপুল। ভিলার ওলি ওয়াটকিনসের করা সেই গোলটি লিভারপুলে ক্লপ,জমানায় বক্সিং ডেতে হজম করা একমাত্র গোল।

আর এ সময়ে বক্সিং ডে,তে লেস্টার সিটির বিপক্ষে ২ ম্যাচ এবং সোয়ানসি, নিউক্যাসল, অ্যাস্টন ভিলা ও বার্নলির বিপক্ষে একটি করে ম্যাচ খেলেছে লিভারপুল।

এই ৬ ম্যাচে লিভারপুলের জয়ের স্কোরকার্ডও জানিয়ে রাখা যায়;২০১৫ সালে লেস্টারের বিপক্ষে ১,০, ২০১৭ সালে সোয়ানসির বিপক্ষে ৫,০, ২০১৮ সালে নিউক্যাসলের বিপক্ষে ৪,০, ২০১৯ সালে লেস্টারের বিপক্ষে ৪, ০, ২০২২ সালে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ৩,১ এবং গতকাল রাতে বার্নলির বিপক্ষে ২,০ গোলের জয়।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'এএস' জানিয়েছে, বক্সিং ডে,তে সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত ৯১ ম্যাচ খেলেছে লিভারপুল। ৪৪ জয়, ২৪ ড্র ও ২৩ হার। শুধু কী তাই, ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় বিভাগে লড়াই করা লিভারপুল সে বছর বড়দিন এবং বক্সিং ডে,তেও (বড়দিনের পরদিন) ম্যাচ খেলেছিল! সে বছরই বড়দিনে নিজেদের সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছে লিভারপুল। ১৯৯২ সালে প্রিমিয়ার লিগ চালুর পর বক্সিং ডে,তে ২৫ ম্যাচ খেলে ১৫ জয় পেয়েছে লিভারপুল। ৫ ড্র এবং হেরেছে ৫ ম্যাচ।

প্রসঙ্গ যেহেতু বক্সিং ডে নিয়ে তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই দিনে ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জিতেছে কোন দল? তার উত্তর দেওয়ার আগে এই তথ্যটি জানিয়ে রাখা ভালো, নথিবদ্ধ ইতিহাস অনুসারে বক্সিং ডেতে প্রথম ফুটবল ম্যাচ খেলা হয়েছে ১৮৬০ সালে। সে ম্যাচে হ্যালাম এফসির মাঠে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ২,০ গোলে জিতেছিল শেফিল্ড এফসি। এবার বক্সিং ডে,তে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জিতেছে কোন দল;সে উত্তর দেওয়া যাক; ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগের দলগুলোর মধ্যে বক্সিং ডেতে ৯৩ ম্যাচ খেলে ৫৩ জয় পেয়েছে ইউনাইটেড। ১৯৭৮ সালের পর থেকে বক্সিং ডে,তে কখনো হারেনি ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবটি। প্রিমিয়ার লিগ চালুর পর এই দিনে ২৭ ম্যাচের ২১টি জিতেছে ইউনাইটেড। প্রিমিয়ার লিগ চালুর পর থেকেও এই দিনে সবচেয়ে বেশি জয়ের রেকর্ড ক্লাবটির। ইউনাইটেডের পর সব মিলিয়ে বক্সিং ডেতে সবচেয়ে বেশি জয়ের রেকর্ড অ্যাস্টন ভিলার। তাঁরা জিতেছে ৪৬ ম্যাচ। ৪৪ জয় নিয়ে তিনে লিভারপুল। ৪৩টি করে ম্যাচ জিতেছে এভারটন ও ম্যানচেস্টার সিটি।

ইউনাইটেডকে জিতিয়ে হয়লুন্দ 'পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ'

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে কোচ এরিক টেন হাগের ভবিষ্যৎ কী? অ্যাস্টন ভিলা ম্যাচের আগে এটাই ছিল ইউনাইটেড, সমর্থকদের প্রশ্ন। এমন প্রশ্ন ওঠাও অস্বাভাবিক ছিল না। অ্যাস্টন ভিলা ম্যাচের আগে বোর্নমাউথ, বায়ার্ন মিউনিখ, লিভারপুল ও ওয়েস্ট হাম; সর্বশেষ ৪ ম্যাচে একটিও গোল করতে পারেনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। হেরেছে তিনটিতেই।

চলতি মৌসুমে বড়দিনের আগেই ইউনাইটেডের হারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৩। বড়দিনের আগে সর্বশেষ এত বেশি ম্যাচ তারা হেরেছিল ১৯৩০ সালে। এত সব চাপ আপাতত একটু পাশে সরিয়ে রাখতে পারছেন টেন হাগ। কারণ, গতকাল লিগে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ার পরও ৩-২ গোলের দুর্দান্ত এক জয় পেয়েছে ইউনাইটেড।

ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইউনাইটেডের জয়ের মূল নায়ক আলেহান্দ্রো গারনাচো। ২১ মিনিটে জন ম্যাকগিন ও ২৬ মিনিটে লেওন্দারের গোলে পিছিয়ে পড়েছিল ইউনাইটেড। সেখান থেকে দ্বিতীয়ার্ধে দুবার জালে বল পাঠিয়ে ম্যাচে সমতা ফেরান গারনাচো। পরে রাসমুস হয়লুন্দের গোলে ৩-২ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে স্বাগতিক দল।

৫৯ মিনিটে ইউনাইটেড প্রথম গোল পায়। ব্রুনো ফার্নান্দেজ ও মার্কাস রাশফোর্ডের তৈরি করা বলে ডান পায়ের নিচু শটে ব্যবধান কমান ১৯ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড গারনাচো। ৭১ মিনিটে পরের গোলটিতে কিছুটা ভাগ্যের সহায়তাও পেয়েছেন গারনাচো।

গারনাচোর জোরালো শট ডিফেন্ডার দিয়েগো কার্লোসের পায়ে লেগে দিক পাল্টে গেলে এমিলিয়ানো মার্তিনেজের কিছু করারই ছিল না। হয়লুন্দের গোলটি আসে ৮২ মিনিটে। ফার্নান্দেজের কর্নার থেকে আসা বল ম্যাকগিনের হাঁটুতে লেগে চলে যায় হয়লুন্দের পায়ে। এরপর নিখুঁত শটে বল জালে পাঠান ডেনমার্কের তরুণ স্ট্রাইকার। এটি প্রিমিয়ার লিগে তাঁর প্রথম গোল। গোলের খাতা খুলতে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ১০২৬ মিনিট।

১৯৭৮ সালের পর থেকে 'বক্সিং ডে' ম্যাচে একবারও না হারার রেকর্ডটি রাখল ইউনাইটেড। ১৯ ম্যাচে ১০ জয় ও ১ ড্রয়ে ষষ্ঠ স্থানে উঠেছে ইউনাইটেড। ১৯ ম্যাচে চতুর্থ হারের পর ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় ভিলা। তাদের চেয়ে ১ পয়েন্ট বেশি নিয়ে দুইয়ে ১৮ ম্যাচ খেলা আর্সেনাল।

জয়ের পর হয়লুন্দের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন টেন হাগ। গোলের আগে হয়লুন্দকে কী বলেছেন সেটাও জানিয়েছেন, 'ওর সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে। ওকে বলেছি, তুমি ডেনমার্কের হয়ে অনেক গোল করেছ, চ্যাম্পিয়নস লিগে করেছে, তুমি তোমার সামর্থ্য প্রদর্শন করেছে, তুমি পারবে। বিশ্বাস করো, এটা আসবে।

নিজের জায়গায় পছন্দের ব্যাটসম্যানের নাম বলে সমালোচিত ওয়ার্নার

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তানের বিপক্ষে সিডনি টেস্ট দিয়ে সাদা পোশাকের ক্রিকেটকে 'বিদায়' বলবেন ডেভিড ওয়ার্নার। তাঁর জায়গায় কে ওপেন করবেন, সেটাই এখন প্রশ্ন। অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকদের হাতে বিকল্প আছে কয়েকটি।

মিচেল মার্শ, ক্যামেরন গ্রিন, মার্কাস হ্যারিস, ক্যামেরন ব্যানক্রফট, ম্যাথু রেনশ;ওপেনার হিসেবে এই নামগুলোও বেশি শোনা যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার অনেক সাবেক ক্রিকেটারই তাঁদের মধ্য থেকে নিজেদের পছন্দের নাম বলেছেন। তবে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে ওয়ার্নার নিজেই তাঁর জায়গায় পছন্দের ব্যাটসম্যানের নাম জানিয়েছেন, যেটাকে খুব একটা ভালোভাবে নেননি অস্ট্রেলিয়ার সাবেক নির্বাচক জেমি কক্স।

২০০৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকের ভূমিকা পালন করা কক্স সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, 'খুবই বিস্মিত হলাম। কখনো শুনিনি যে কোনো বর্তমান খেলোয়াড় তার উত্তরসূরি ঠিক করে দিচ্ছে। এখানে কী সমস্যা? ত্প্রশ্নটি আমার জন্য নয়, জর্জ বেইলির (বর্তমান প্রধান নির্বাচক) জন্যদ;এটা বললে কি সমস্যা হতো? আমার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

যে পাঁচজন ওয়ার্নারের জায়গা নেওয়ার দৌড়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে হ্যারিস, ব্যানক্রফট, রেনশ ওপেনার। গ্রিন ও মার্শ মূলত মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। তবে দলের সমন্বয়ের জন্যই তাঁদের দিয়ে ওপেনিং করানোর কথা ভাবা হচ্ছে। সবাই আছেন দারুণ ছন্দেও। পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে শতক করেছেন হ্যারিস।

সাম্প্রতিক সময়ে অস্ট্রেলিয়া 'এ' ও প্রধানমন্ত্রী একাদশের হয়ে অনেক রান করেছেন রেনশ। ক্যানবেরায় প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিপক্ষে পাকিস্তানের বিপক্ষে শতকও করেছেন। অন্যদিকে শিল্ড ক্রিকেটে ২০২১ সালের পর থেকে ১২টি শতক করেছেন ব্যানক্রাফট, যা হ্যারিস ও রেনশর শতকসংখ্যার দ্বিগুণ। মার্শ ও গ্রিন তো টেস্ট দলেই আছেন। ওয়ার্নার আগেই জানিয়েছেন, তাঁর জায়গায় ওপেনার হিসেবে হ্যারিসকেই পছন্দ। কেন, সে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এই রান সংগ্রাহক। সঙ্গে ওয়ার্নার এটাও বলেছেন, এ কাজ নির্বাচকেরাই করবেন, 'কঠিন প্রশ্ন। এটা অবশ্যই নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপার। তবে আমার জায়গা থেকে যেটা বুঝি, এই মুহূর্তে যে নিজেকে প্রস্তুত রেখেছে এবং আলোচনায় আছে;আমার মনে হয় হ্যারিসই সেই ব্যক্তি। সেদিন (প্রস্তুতি ম্যাচ) শতক তুলে নিয়েছে। অন্য কিছু ম্যাচে সুযোগ নষ্ট করেছে। তবে পরবর্তীদের মধ্যে সুযোগ পাওয়ার তালিকায় সে,ই এগিয়ে। যদি নির্বাচকেরা তার ওপর আস্থা রাখেন, তাহলে আমি নিশ্চিত, সে নিজের খেলাটা খেলতে পারবে।'

মেলবোর্ন টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৩৮ রান করেছেন ওয়ার্নার। ৩৮ রানের ইনিংসে খেলার পথে স্টিভ ওয়াহকে ছাড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের চূড়ার দেখা পান তিনি।

ওয়ার্নারের রান এখন ১৮৫১৫। ৪৬০ ইনিংসে ৪৯ শতক ও ৯৩ অর্ধশতকে তাঁর ব্যাটিং গড় ৪২.৫৬। মেলবোর্ন টেস্টে আজ দ্বিতীয় দিনে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৬ উইকেটে ১৭০ তুলেছে পাকিস্তান। এর আগে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৩১৮ রানে অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথমবার টি-টোয়েন্টি জয় বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথমে টেস্ট। এরপর ওয়ানডে। এবার নিউজিল্যান্ডের মাটিতে তাদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টির 'শূন্য' কাটাল বাংলাদেশ দল। এর আগে ২০ ওভারের খেলায় নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ৯ ম্যাচ খেলে সব কটিতে হেরেছে বাংলাদেশ। দশম ম্যাচে এসে অধরা জয়ের দেখা পেল নাজমুল হোসেনের দল।

২০২৩ সালে বাংলাদেশ দল তাদের টি-টোয়েন্টি ফর্ম ধরে রেখে নিউজিল্যান্ডকে ১৩৪ রানে থামিয়ে সে রান ৮ বল ও ৫ উইকেট হাতে রেখে টপকে গেছে। এ বছরে ৯টি টি-টোয়েন্টি খেলা বাংলাদেশের ৮ম জয় এটি। ইতিহাস গড়া এই জয়ে তিন ম্যাচের টি,টোয়েন্টি সিরিজ ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ।

ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচের মতো আজও কাজটা সহজ করে দিয়েছেন বোলাররা। নিউজিল্যান্ডের রানটাকে ১৩৪-এ থামিয়ে অর্ধেক কাজ করে দেন শরীফুল ইসলাম-মেহেদী হাসানরা। কন্ডিশন যেমনই হোক, ২০ ওভারের খেলায় যা হেসেখেলে টপকানো যায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা হয়নি। লিটন দাস উদ্বোধনে নেমে ধরে খেললেও ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই রনি তালুকদারের উইকেট হারায় বাংলাদেশ। ছক্কায় রানের খাতা খোলা বাংলাদেশ দলের ওপেনার দ্বিতীয় ওভারে অ্যাডাম মিলনের বলে পুল শট খেলতে গিয়ে শর্ট মিড উইকেটে ক্যাচ তোলেন। ৭ বল খেলে ১ ছক্কায় ১০ রান করে আউট হন রনি।

তিনে নামা নাজমুল হোসেনও দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করেন। তবে সেটাও বেশিক্ষণের জন্য নয়। ইনিংসের পঞ্চম ওভারে জিমি নিশামের বলে উড়িয়ে মারতে গিয়ে মিড অফে ক্যাচ তোলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। তাঁর আগে ১৪ বলে ৪টি বাউন্ডারিতে ১৯ রান করেন তিনি। তবে দুজনের সৌজন্যে পাওয়ারপ্লেতে ৪২ রান পেয়ে যায় বাংলাদেশ। মাঝের ওভারে বাংলাদেশকে আরেকটু এগিয়ে দেয় সৌম্য সরকারের ব্যাটিং। নবম ওভারে বেন সিয়ার্সের বলে বোল্ড হওয়ার আগে ২ চার ও ১ ছক্কায় ১৫ বলে ২২ রান যোগ করেন তিনি। সৌম্য আউট হওয়ায় লিটনের সঙ্গে তাঁর ২৯ রানের জুটিও ভাঙে। দলের রান তখন ৩ উইকেটে ৬৭।

উইকেটসংখ্যাটা অবশ্য ৩-এ থামেনি। তাওহিদ হৃদয়কে নিয়ে লিটন আরও ২৯ রান যোগ করলেও তা দীর্ঘ হয়নি। স্যান্টনারের করা ১৪তম ওভারে ক্রিজ ছেড়ে খেলে কাভারে ক্যাচ আউট হন তাওহিদ। ১৮ বল খেলে ১৯ রান করেন তিনি। আফিফ হোসেনকে ১ রানের বেশি করতে দেননি টিম সাউদি। দ্রুত দুই উইকেট হারালেও লিটন একপ্রান্তে টিকেছিলেন ভরসা হয়ে।

শেষ তিন ওভারে জয়ের সমীকরণ যখন ১৮ বলে ২৪ রানের, তখন পায়ের চোট নিয়ে বেন সিয়ার্সের ১৮তম ওভারে একটি চার ও একটি ছক্কায় ১৪ রান তোলেন লিটন। তাঁকে সঙ্গ দেন মেহেদী হাসান। জয়সূচক রানটা আসে মেহেদীর ব্যাট থেকে। মিলনের ১৯তম ওভারে মেহেদীর একটি ছয় ও একটি চারে ১৮.৪ ওভারে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ। ১৬ বলে ১৯ রানে অপরাজিত থাকেন মেহেদী, লিটন ৩৬ বলে ২টি চার ও ১টি ছক্কায় মাঠ ছাড়েন ৪২ রানে। জয়ের রান তোলা মেহেদীই হন ম্যাচসেরা। এর আগে বোলিংয়ে ভালো শুরু এনে দেওয়ার কৃতিত্বও মেহেদীরই। ইনিংসের চতুর্থ বলেই তিনি দলকে ব্রেক থ্রু এনে দেয়। মেহেদীর হাত ধরে জায়গা বানিয়ে অফের দিকে খেলতে গিয়ে বোল্ড টিম সাইফার্ট (০)। আরেক ওপেনার ফিন অ্যালেনকে বেশিক্ষণ টিকতে দেননি শরীফুল। নিজের প্রথম ওভারেই সুইং ও অ্যাঙ্গেল কাজে লাগিয়ে বিভ্রান্তিতে ফেলেন অ্যালেনকে। ফল দ্বিতীয় ওভারের দ্বিতীয় বলেই শরীফুলের বাড়তি বাউন্স মেশানো বলে স্লিপে ক্যাচ অ্যালেনের (১)।

শরীফুল সেখানেই থামলেন

না। পরের বলেই গ্লেন ফিলিপসের (০) প্যাড খুঁজে নেন তিনি। সুইংয়ে ভেতরে আসা বলে শটই খেলেননি ফিলিপস! শেষ পর্যন্ত এলবিডব্লিউ হয়ে মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। তিনে নামা ড্যারেল মিচেল ১ রানে ৩ উইকেটের ধাক্কা সামলানোর চেষ্টা করেন আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে। কিন্তু মারতে গিয়ে উল্টো ভুল লাইনে খেলতে গিয়ে আউট হন। ইনিংসের পঞ্চম ওভারে মেহেদীর ফ্লাইট মেশানো বলে সোজা মারতে গিয়ে বোল্ড হন মিচেল (১৫ বলে ১৪ রান)। দুই অঙ্কে গিয়ে আউট হয়েছেন মার্ক চ্যাপম্যানও। দশম ওভারে রিশাদের বলে কাভারে মারতে গিয়ে আউট হন চ্যাপম্যান (১৯ বলে ১৯ রান)।

মাঝের ওভারে অবশ্য নিউজিল্যান্ডের মান রক্ষা করেছেন জিমি নিশাম ও মিচেল স্যান্টনার। দুজন মিলে ৩১ বলে ৪১ রান যোগ করলে নিউজিল্যান্ডের রানটা ৯০-এর ঘরে পৌঁছায়। তবে দুই বাঁহাতির জুটি বড় হতে দেননি শরীফুল। ১৫তম ওভারে দ্বিতীয় স্পেলের প্রথম ওভারে বোলিংয়ে এসে স্যান্টনারকে (২২ বলে ২৩ রান) শর্ট মিড উইকেটে থাকা সৌম্যর তালুবন্দী করেন তিনি।

ভালো খেলছিলেন নিশাম। ৪টি চার ও ৩টি ছক্কায় নিউজিল্যান্ডের রানটাকে নিয়ে যান এক শর ওপারে। কিন্তু ১৭তম ওভারে মোস্তাফিজের অফ স্টাম্পের বাইরের ফুল টসে ড্রাইভ করে কাভার বাউন্ডারিতে আফিফের হাতে ধরা পড়েন নিশাম। ২৯ বল খেলে ৪৮ রান করেন এই অলরাউন্ডার, স্ট্রাইক রেট ১৬৫। কিউইদের রান তখন ৭ উইকেটে ১১০। সেখান থেকে নিউজিল্যান্ডের রানটাকে ১৩৪ এ নিয়ে যায় অ্যাডাম মিলনের ১২ বলে ১৬ রানের ইনিংস। বাংলাদেশের হয়ে ৩ উইকেট নেন শরীফুল। ২টি করে উইকেট মেহেদী ও মোস্তাফিজের।

বোলারদের এই চমৎকার বোলিংই গড়ে দেয় ইতিহাস গড়া জয়ের ভিত্তি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**